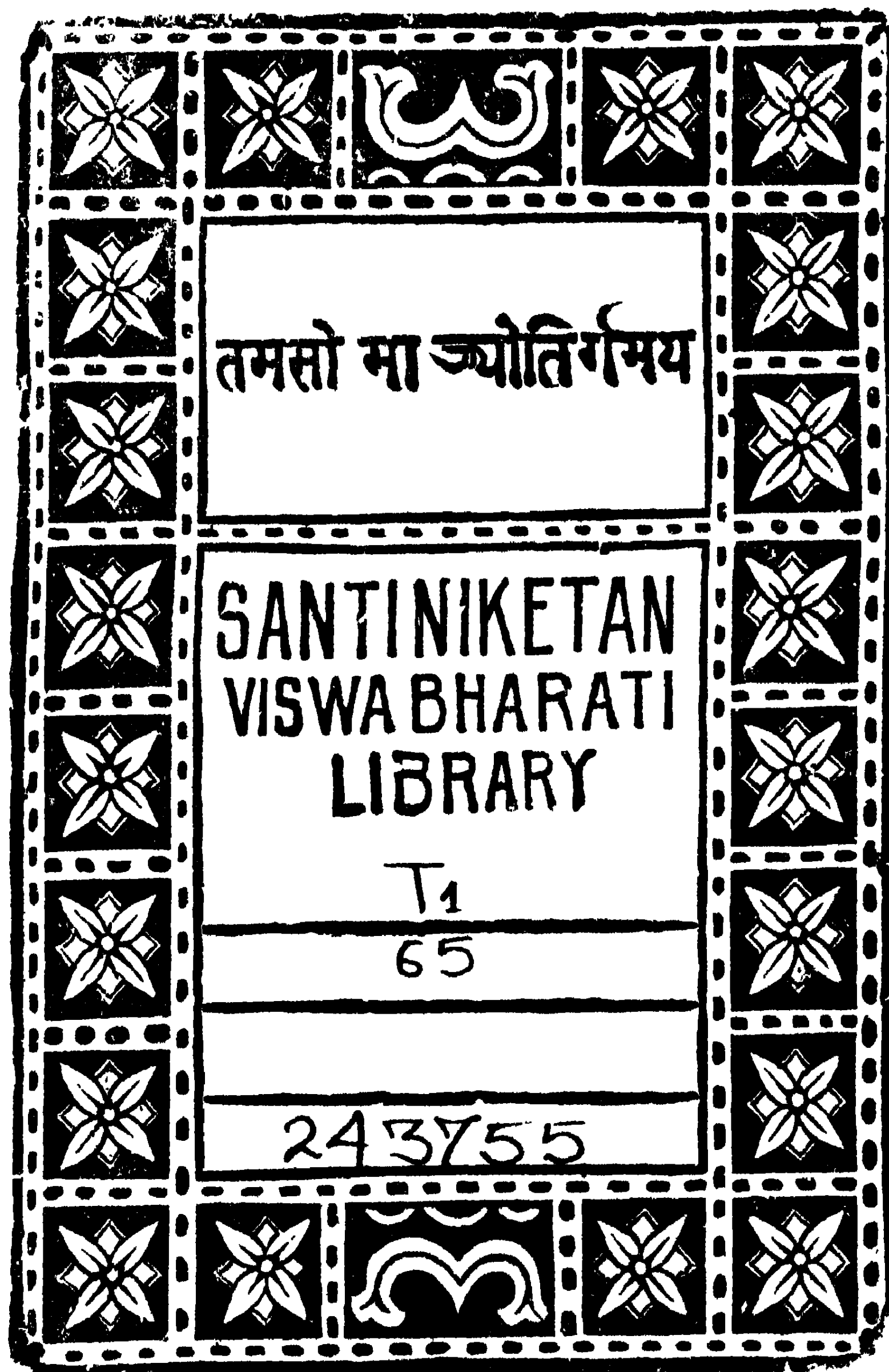




तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

T1

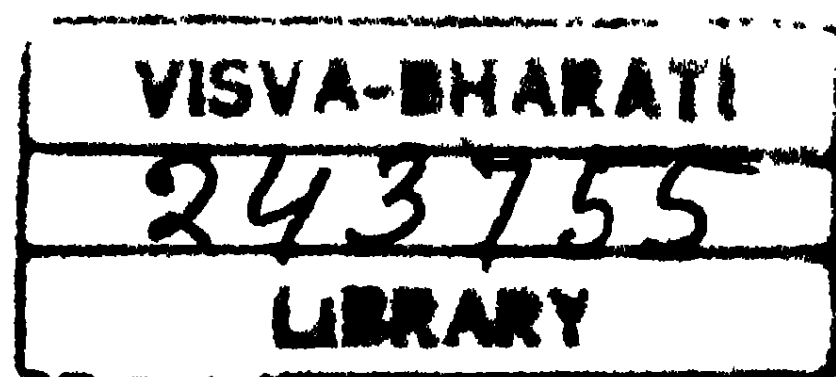
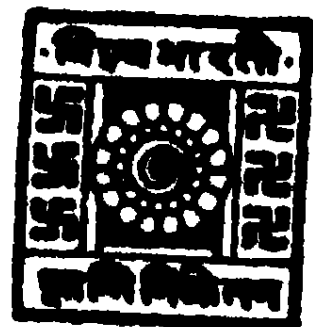
65

243755



ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ

রূপান্তরঃ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী
কলিকাতা

প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭২

● বিশ্বভারতী ১২৬৫

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী । ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা-৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস । ৩০ বিধান সরণী । কলিকাতা-৬

বিষয়সূচী

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ	১
ধর্মপদ	২৫
মহাভারত । মনুসংহিতা	৩৯
কালিদাস-ভবভূতি	৪৫
ভট্টনারায়ণ-বররূচি-প্রমুখ কবিগণ	৭৯
পালি-প্রাকৃত কবিতা	১০৫
মরাঠী : তুকারাম	১১১
হিন্দী : মধ্যযুগ	১২৯
শিখ ভজ্ঞন	১৩৩
প্রথম পরিশিষ্ট : মৈথিলী : বিজ্ঞাপতি	১৩৭
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট : তিনটি কবিতা	১৯১
গ্রন্থপরিচয়	১৯৯
বিজ্ঞাপ্তি	২২৯
সংযোজন ও সংশোধন	২৩১
পাণ্ডুলিপিচিত্রের বিবরণ	২৩৩
পূর্বকবিগণ	২৩৪
প্রথম ছত্রের সূচী	২৩৫

চিত্রশ্রুতি

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদপট

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি

পাণ্ডুলিপি-চিত্র

বেদমন্ত্রানুবাদ

ধ্বন্যপদ

মদনদহন

তুকারাম-ভজন

বিজ্ঞাপতি-পদ

বেদমন্ত্রানুবাদের দুখানি পাণ্ডুলিপি-চিত্র শ্রীক্রেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে ব্যবহৃত। প্রচ্ছদে-মুদ্রিত রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে ‘রূপান্তর’ কথাটি শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সৌজন্যে সংগৃহীত। অন্যান্য সমুদয় চিত্র ও লেখাকন শাস্তি-নিকেতনস্থ রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত চিত্র এবং গ্রন্থাদি হইতে।

বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ১৯৩৫ সনের একখানি আলোকচিত্রানুযায়ী ; চিত্রগ্রহীতা : **Raymond Burnier**।

রূপান্তর

বর্তমান গ্রন্থে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত হইতে তথা ভারতের
বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা হইতে অনূদিত বা রূপান্তরিত
রবীন্দ্রনাথের প্রকৌণ কবিতাবলী— নানা মুদ্রিত গ্রন্থ,
সাময়িকপত্র ও পাণ্ডুলিপি হইতে মূল-সহ একত্র সমাহৃত
হইল।

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

১

পিতা নোহসি

পিতা নো বোধি

নমস্তেহস্ত

মা মা হিংসীঃ ।

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৭. ২০

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাস্ব
যদুদ্রং তন্ন আস্ব ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩০. ৩

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ

নমঃ শংকরায় চ ময়ঙ্করায় চ

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ১৬. ৪১

তুমি আমাদের পিতা,
 তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
 তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
 তুমি কোরো না কোরো না রোষ
 হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও
 যত পাপ যত দোষ—
 যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
 যাহাতে তোমার তোষ ।
 তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
 তোমা হতে সব ভালো—
 তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
 তোমাতেই সব ভালো ।
 তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো,
 সকল ভালোর সার—
 তোমারে নমস্কার হে পিতা,
 তোমারে নমস্কার !

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

২

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ১৭

৩

ভূৰ্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুৰ্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্তু ধীমহি
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৬. ৩

৪

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২. ১. ১

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ।

—মুণ্ডক, ২. ২. ৭

শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ।

—মাণ্ডুক্য, ৭

୨୮

ଯାଏଁ ^{ଆସିବେ} ~~ଆସିବେ~~ ^{ଯାଏଁ} ~~ଆସିବେ~~ ^{ଆସିବେ} ଶାନ୍ତ
~~ଆସିବେ~~ ^{ଆସିବେ} ~~ଆସିବେ~~ ^{ଆସିବେ} ଶାନ୍ତ
 ଯାଏଁ ~~ଆସିବେ~~ ^{ଆସିବେ} ~~ଆସିବେ~~ ^{ଆସିବେ} ଶାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ -
 ଶାନ୍ତ ନାମ ନାମ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ।

- ୧ -

ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ।

- ୨ -

ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ
 ଶାନ୍ତ ନାମକ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ।

ତାହା ବିଚିତ୍ର ପରମା ନାହିଁ

ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ ମୂଲେ -

ତାହାହ ଛାଡ଼େଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା

ଆମର ଆମାନୀ ଚାଲେ ।

କାହା ତାହାହ ନାହିଁ ନାହିଁ କେହି

କାଳେଇ ନାହିଁ କେହି

ଜିନିଷ କାଳେ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ,

ନାହିଁ ଜିନିଷ, ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ ।

ହେଉ ନେ ହେଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆମର

ଆମର ବିଚାରାଳୟ

ଅଳ୍ପ କାଳେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ

ହେଉ ନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରାଳୟ

ହେଉ ନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ

କାହା ଅଳ୍ପ ତାହା ।

২

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে,
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার ।

৩

যাঁ হতে বাহিরে ছড়িয়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনাধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি ।

৪

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাই,
জ্ঞান রূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য—
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম ।

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—
তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু ।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যঃ প্রাগতো নিমিষতো মহিষৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যশ্চোমে হিমবন্তো মহিষা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহান্নঃ ।
যশ্চোমাঃ প্রদিশো যস্য বাহু কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যেন ত্তৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ ।
যো অন্তুরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

যং ক্রন্দসৌ অবসা তস্তভানে অভ্যেক্ষতাং মনসা রেজমানে ।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

—ঋগ্বেদ, ১০.১২১.২-৬,৯

৫

আপনারে দেন যিনি,
 সদা যিনি দিতেছেন বল,
 বিশ্ব ঈশ্বর পূজা করে,
 পূজে ঈশ্বরে দেবতা সকল,
 অমৃত ঈশ্বর ছায়া,
 ঈশ্বর ছায়া মহান্ মরণ,
 সেই কোন্ দেবতারে
 হবি মোরা করি সমর্পণ !

যিনি মহামহিমায়
 জগতের একমাত্র পতি,
 দেহবান্ প্রাণবান্
 সকলের একমাত্র গতি,
 যেথা যত জীব আছে
 বহিতেছে ঈশ্বর শাসন,
 সেই কোন্ দেবতারে
 হবি মোরা করি সমর্পণ !

এই-সব হিমবান্
 শৈলমালা মহিমা ঈশ্বর,
 মহিমা ঈশ্বর এই
 নদী-সাথে মহাপারাবার,
 দশ দিক ঈশ্বর বাহু
 নিখিলেরে করিছে ধারণ,
 সেই কোন্ দেবতারে
 হবি মোরা করি সমর্পণ !

দ্যালোক ঝাঁহাতে দীপ্ত,
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল,
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল,
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

দ্যালোক ভুলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়,
যাঁর মাঝে সূর্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

সত্যধর্মা দ্যালোকে
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন, না করুন পিতা !
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ !

পাঠান্তর ৫

আত্মদা বলদা যিনি ; সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যঁার ; মৃত্যু ও অমৃত যঁার ছায়া ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

এই হিমবন্তু গিরি, নদীসহ এই অশ্বুনিধি
বিশাল মহিমা যঁার ; এই সর্ব দিক্ যঁার বাহু ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যঁার দ্বারা দীপ্ত এই ছালোক, পৃথিবী দৃঢ়তর ;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান ছালোক ভুলোক
যঁারে করে নিরীক্ষণ ; সূর্য যঁাহে লভিছে প্রকাশ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

যিনি সত্যধর্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা,
আমাদের না করুন নাশ ! অষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি ?

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

৬

যদেমি প্রফুরন্নিব দৃতি ন ধাতো অজ্রিবঃ ।

মৃড়া স্তৃক্ষত্র মৃড়য় ॥

ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে ।

মৃড়া স্তৃক্ষত্র মৃড়য় ॥

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্ ।

মৃড়া স্তৃক্ষত্র মৃড়য় ॥

—ঋগ্বেদ, ৭. ৮৯. ২-৪

৭

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈবো

জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি ।

অচিন্তী যন্তব ধর্মা যুযোপিম

মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥

—ঋগ্বেদ, ৭. ৮৯. ৫

৬

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া কোরো ঈশ্বর ।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি
এসেছি পাপের কূলে—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া করে লও তুলে ।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু
তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও
হৃদয় সুধায় ভরি ॥

৭

হে বরুণদেব,
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ ক'রে,
লজ্বন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে ।

৮

অপো স্তু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎসম্রাড্ তা বোহনু মা গৃভায় ।
দামেব বৎসাক্ষি মুমুগ্ধ্যংহো
নহি ত্বদারে নিমিষচ্চনেশে ॥

মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টা-
বেনঃ কৃথন্তুমশ্রু ভীণস্তি ।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বি ষু মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্
উতাপরং তু বিজাত ব্রবাম ।
ত্বে হি কং পর্বতে শ্রিতাশ্চ-
প্রচ্যুতানি দুল্ভ ব্রতানি ॥

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি
মাহং রাজন্নগ্নকুতেন ভোজম্ ।
অব্যুষ্ঠা ইন্নু ভূয়সীরুষাস
আ নো জীবান্ বরুণ তান্ম শাধি ॥

—ঋগ্বেদ, ২. ২৮. ৬-৯

হে বরুণ, তুমি দূর করো হে, দূর করো মোর ভয়—
ওহে ঋতবান্, ওহে সম্রাট্, মোরে যেন দয়া হয়।
বাঁধন-ঘুচানো বৎসের মতো ঘুচাও পাপের দায়—
তুমি না রহিলে একটি নিমেষও কেহ কি রক্ষা পায় !

বিদ্রোহী যারা তাদের, হে দেব, যে দণ্ড কর দান—
আমার উপরে, হে বরুণ, তুমি হানিয়ো না সেই বাণ।
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না, রাখো রাখো মোর প্রাণ।

তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত, আজও করি তব গান—
আগামী কালেও, সর্বপ্রকাশ, গাব আমি তব গান।
হে অপরাঙ্কিত, যত সনাতন বিধান তোমার কৃত
স্থলনবিহীন রয়েছে অটল পর্বতে-আশ্রিত।

ওহে মহারাজ, দূর করে দাও নিজেকে করেছি যে পাপ !
অন্তর কৃত পাপফল যেন আমারে না দেয় তাপ !
বহু উষা আজও হয় নি উদিত, সে-সব উষার মাঝে
আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে ॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রায়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ ।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥

—শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ, ৬. ৭-৯

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মনীষা মনসাভিকুণ্ঠো
য এতদ্বিহরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

—শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ, ৪. ১৭

৯

সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর,
 সব দেবতার পরমদেব,
 সকল পতির পরমপতি,
 সব পরমের পরাংপর।
 তাঁরে জানি তিনি নিখিলপূজ্য
 তিনি ভুবনেশ্বর।
 কর্ম-বাঁধনে নহেন বাঁধা,
 বাঁধে না তাঁহারে দেহ—
 সমান তাঁহার কেহ না, তাঁ হতে
 বড়ো নাই নাই কেহ।
 তাঁর বিচিত্র পরমাশক্তি
 প্রকাশে জলে স্থলে—
 তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
 আপনা-আপনি চলে।
 জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ,
 কলেবর নাই কভু—
 তিনিই কারণ, মনের চালন—
 নাই পিতা, নাই প্রভু।
 ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
 আছেন বিশ্বকাজে,
 সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
 ইহারই আসন রাজে।
 সংশয়হীন বোধের বিকাশে
 ইহাকে জানেন যারা
 জগতে অমর তাঁরা।

১০

স পর্যগাচ্ছুক্ৰমকায়মব্রণমগ্নাবিরং শুক্ৰমপাপবিদ্ধম্ ।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূষাথাতথ্যাতোহর্থান্
ব্যদধাৎ শাস্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৮

১১

অভয়ং নঃ করত্যন্তুরিষ্ক-
মভয়ং ছাবাপৃথিবী উভে ইমে ।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা-
দুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্ত ॥

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রা-
দভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ
সৰ্বা আশা মম মিত্রং ভবন্ত ॥

—অথর্ববেদ, ১২. ১৫. ৫-৬

১০

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার—
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাঁই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানবমনের,
তিনি প্রভু নিখিল জনার—
আপনিই প্রভু আপনার।
বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অনন্তকাল ধরি,
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলই উঠিছে ভরি ভরি।

১১

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়,
দ্যলোক ভুলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়,
উর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।
বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়,
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়।
রজনী অভয় হোক দিবস অভয়,
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

১২

শৃঙ্খল বিধে অমৃতস্য পুত্রা
অা যে ধামানি দিব্যানি তসুঃ ॥

—শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ, ২. ৮

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্নঃ পস্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

—শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ, ৩. ৮

১২

শোনো বিশ্বজন,

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহাস্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লজ্জিতে পারো, অন্য পথ নাই।

সত্যকামোহজ্বালো জ্বালাং মাতরমামন্ত্রয়াধক্রে
ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্তামি কিংগোত্রোহমস্মীতি ।
স। হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদগোত্রস্তমসি
বহ্নহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদগোত্রস্তমসি
জ্বালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
স সত্যকাম এব জ্বালো ক্রবীথা ইতি ।

স হ হারিক্রমতং গৌতমমেত্যোবাচ
ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্তাম্যুপেয়াং ভগবন্তুমিতি ।
তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি ।
স হোবাচ নাহমেতদ্ বেদ ভো যদগোত্রোহমস্মি
অপৃচ্ছং মাতরং
স। মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্নহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদগোত্রস্তমসি
জ্বালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোহহং
সত্যকামো জ্বালোহস্মি ভো ইতি ।

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি
সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে
ন সত্যাদগা ইতি ।

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন,
 ‘ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার ?’
 তিনি বললেন, ‘জানি নে, তাজ্জ কী গোত্র তুমি ।
 যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি ;
 তাই জানি নে তোমার গোত্র ।
 জবাল! আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
 তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল ।’

সত্যকাম বললে হারিদ্ৰমত গৌতমকে,
 ‘ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন ।’
 তিনি বললেন, ‘সৌম্য, কী গোত্র তুমি ?’
 সে বললে, ‘আমি তা জানি নে ।
 মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী ।
 তিনি বলেছেন— যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলাম
 তোমাকে পেয়েছি ।
 আমার নাম জবাল, তোমার নাম সত্যকাম,
 বোলো আমি সত্যকাম জাবাল ।’

তিনি তখন বললেন, ‘এমন কথা অত্রান্ধ বলাতে পারে না ।
 সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি ।
 সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি ।’

১৪

মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব ।

—অথর্ববেদ, ১. ৩৪. ৪

•

যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নি হন্মি তে মনঃ ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ২

১৫

যথেষ্টে দ্ধাবাপৃথিবী সত্ভঃ পৰ্যেতি সূর্যঃ
এবা পৰ্যেমি তে মনঃ ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ৩

১৬

অক্ষৌ নো মধুসংকাশে অনীকং নো সমঞ্জসম্ ।
অন্তঃ কৃণুষ মাং হৃদি মন ইন্নো সহাসতি ।

—অথর্ববেদ, ৭. ৩৬. ১

•

১৪

ফুল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি ।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে,
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে ।

১৫

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে ।

১৬

আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত ।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক মুক্ত,
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত ।

১৭

অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ ।...

মামনু প্র তে মনঃ...

পথা বারিব ধাবতু ॥

—অথর্ববেদ, ৩. ১৮. ৫-৬

১৭

যেমন আমি

সর্বসহা শক্তিমতী,

তেমনি হও

সর্বসহ আমার প্রতি ।

আপন পথে

যেমন হয় জলের গতি,

তোমার মন

আনুক ধেয়ে আমার প্রতি ।

ধন্যবাদ

যমকবগুগো

মনোপুৰুষমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া ।
মনসা চে পট্টঠেন ভাসতি বা করোতি বা ।
ততো নং দুক্খমস্বেতি চক্কং ব বহতো পদং ॥ ১

মনোপুৰুষমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া ।
মনসা চে পসল্লেন ভাসতি বা করোতি বা ।
ততো নং সুখমস্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী ॥ ২

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজ্জিনি মং অহাসি মে ।
যে চ তং উপনয়হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি ॥ ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজ্জিনি মং অহাসি মে ।
যে চ তং নূপনয়হন্তি বেরং তেনূপসম্মতি ॥ ৪

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং ।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥ ৫

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে ।
যে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা ॥ ৬

সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং ।
ভোজনম্‌হি অমত্তঞ্ঞুং কুসাতং হীনবীরিয়ং ।
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্কং ব দুব্বলং ॥ ৭

অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবৃতং ।
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্ঞুং সদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং ।
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং ব পব্বতং ॥ ৮

যুগ্মগাথা

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
ছুঁষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভণে?
হুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে ॥ ১

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
সুখ তার পাছে ফিরে ছায়া যথা কায়ার পিছনে ॥ ২

আমারে রুখিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলই বাড়িল ॥ ৩

আমারে রুখিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল ॥ ৪

✓ বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয় ॥ ৫

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে ॥ ৬

শরীরের শোভা খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত,
ভোজনে রাখে না মাত্রা বীর্যহীন অলস সতত,
ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে 'মার' তারে মারে সেইমত ॥ ৭

অঙ্গশোভা নাহি খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত,
ভোজনের মাত্রা বোঝে শ্রদ্ধাবান্ কর্মঠ নিয়ত,
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মত ॥ ৮

অনিব্বসাবো কাসাবং যো বথং পরিদহেস্সতি ।

অপেতো দমসচ্ছেন ন সো কাসাবমরহতি ॥ ৯

যো চ বস্তুকসাবস্স সীলেন্সু স্সমাহিতো ।

উপেতো দমসচ্ছেন স বে কাসাবমরহতি ॥ ১০

অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্সিনো ।

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কল্পগোচরা ॥ ১১

সারঞ্চ সারতো ঐহা অসারঞ্চ অসারতো ।

তে সারং অধিগচ্ছন্তি সন্মাসঙ্কল্পগোচরা ॥ ১২

যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিজ্জতি ।

এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্জতি ॥ ১৩

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিজ্জতি ।

এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্জতি ॥ ১৪

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি ।

সো সোচতি সো বিহঞ্জেতি

দিস্সা কস্মকিলিট্ঠমত্তনো ॥ ১৫

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্জে উভয়থ মোদতি ।

সো মোদতি সো পমোদতি দিস্সা কস্মবিস্সুদ্ধিমত্তনো ॥ ১৬

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়থ তপ্পতি ।

পাপং মে কতংতি তপ্পতি

ভীয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৭

সেইসময় সেসকল সেখান হতে সেসকল, পাপকারী দুঃখ দায় দুইলোকে
 গুণ লভে তার হোষ্টে আসনার মালিন কৰ্ম্ম দ্বারা আসনার চোখে।
 যমকবগুণো।

৯

সংস্কৃত।—যথা সূক্ষ্মম্ অগারং বৃষ্টি ন সমতিবিধাতি, এবং সূতাবিত্তং
 চিত্তং রাগো ন সমতিবিধাতি।

অনুবাদ।—যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত, তাহাকে ভেদ করিয়া যেমন
 বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না—যে চিত্ত, তাবনায়ুক্ত (১),
 তাহাতেও সেইরূপ আসক্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ংথ
 সোচতি।

সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি দিস্বা

কম্মকিলিট্ঠমত্তনো ॥ ১৫ ॥

অর্থ।—পাপকারী ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি উভয়ংথ সোচতি, অত্ননো
 কম্মকিলিট্ঠং দিস্বা সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি।

সংস্কৃত।—পাপকারী ইধ সোচতি, প্রেত্য সোচতি, উভয়ত্ৰ সোচতি,
 আত্মনঃ কৰ্ম্ম-ক্লিষ্টং (কৰ্ম্মমালিন্যং) দৃষ্ট্বা স সোচতি, স
 বিহন্ততে।

অনুবাদ।—যে পাপ করে, তাহাকে ইহলোকে পরলোকে (উভয়-
 লোকেই) শোক করিতে হয়। সে আপনার ক্লিষ্ট কৰ্ম্ম বা
 মলিন কৰ্ম্ম দর্শন করিয়া শোক করে ও অত্যন্ত কষ্ট পায়।

ইধ যোদতি পেচ্চ যোদতি কতপুঞ্ঞো উভয়ংথ
 যোদতি।

সো যোদতি সো পযোদতি দিস্বা কম্মবিসুদ্ধি

মত্তনো ॥ ১৬ ॥

(১) তাবনা শব্দের অর্থ এখানে ৪০টি কৰ্ম্মহান তাবনা।

সেইসময় সেসকল সেখান হতে সেসকল, দুইলোকে দুঃখ দুইলোকে
 সেসকল দুঃখ দায় দুইলোকে দুঃখ দুইলোকে —
 সেসকল দুঃখ দায় দুইলোকে দুঃখ দুইলোকে —

যেহা পাপ তম সেহা পাপ তম, দুইলোকে দাব দে নবোদ্যোগ
'এবোদ্যোগ' এই নামে তাম - দুর্গতি মো. সেও পাবিতাম !

১০

ধন্যপদঃ ।

অবয় ।—কতপুঞ্জো ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি, উভয়ংথ মোদতি,
অন্তনো কন্মবিসুদ্ধিঃ দিয়া মো পমোদতি ।

সংস্কৃত ।—কৃতপুণ্যঃ ইহ মোদতে, প্রেত্য মোদতে উভয়ত্র (মোদতে)
আত্মনঃ কন্মবিসুদ্ধিঃ দৃষ্ট্য়া স মোদতে স প্রমোদতে ।

অনুবাদ ।—যে পুণ্যকন্ম করে—সে ইহলোকে পরলোকে (উভয়লোকেই)
আনন্দ লাভ করে। সে আপনার কন্মের পবিত্রতা দর্শন
করিয়া অতীব আনন্দিত হয়।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়ংথ তপ্পতি ।

পাপং মে কতন্তি তপ্পতি ভীষ্যো তপ্পতি দুর্গগতিং

গতো ॥ ১৭ ॥

অবয় ।—পাপকারী ইধ তপ্পতি, পেচ্চ তপ্পতি, উভয়ংথ তপ্পতি, মে পাপং
কতন্তি তপ্পতি, দুর্গগতিং গতো ভীষ্যো তপ্পতি ।

সংস্কৃত ।—পাপকারী ইহ তপতি, প্রেত্য তপতি, উভয়ত্র তপতি, ময়া
পাপং কৃতমিতি তপতি, দুর্গগতিং গতো ভয়ন্তপতি ।

অনুবাদ ।—যে পাপ করে, সে ইহলোকে পরলোকে উভয় লোকেই
তাপ প্রাপ্ত হয়। “আমি পাপ করিয়াছি” এই চিন্তা করিয়া
সে (ইহলোকে) তাপ প্রাপ্ত হয় এবং দুর্গতি লাভ করিয়া
পুনরায় তাপ প্রাপ্ত হয়।

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কত পুঞ্জো উভয়ংথ নন্দতি ।

পুঞ্জোং মে কতন্তি নন্দতি ভীষ্যো নন্দতি সুগ্গতিং

গতো ॥ ১৮ ॥

যেহা মানন্দ সেহা মানন্দ
দুইলোকে দুখী পুনঃদুঃখ !
দুখ কবোদি নাম মানন্দ,
দুর্গতি নতি পবিত্র !

দমহীন, সত্যহীন, অন্তরে কামনা,
গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা ॥ ৯

নিকাম, সুনীল, দম সত্য যার মাঝে°
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে ॥ ১০

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার ॥ ১১

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য সঙ্কল্পের কাছে সার মিলে তার ॥ ১২

ভাল ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে,
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে ॥ ১৩

ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা,
সতর্ক যে মন তারে কী করে বাসনা ॥ ১৪

হেথা মরে শোকে, সেথা মরে শোকে,
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে—
ব্যথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম আপনার চোখে ॥ ১৫

হেথা সুখ তার, সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায় বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার ॥ ১৬

হেথা পায় তাপ, সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ ।
'এই মোর পাপ' এই ব'লে তাপ,
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ ॥ ১৭

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুঞ্ঞো উভয়থ নন্দতি ।

পুঞ্ঞং মে কতংতি নন্দতি

ভীয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো ॥ ১৮

বহুস্পি চে সহিতং ভাসমানো

ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো ।

গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং

ন ভাগবা সামঞ্ঞসুস হোতি ॥ ১৯

অপ্পস্পি চে সহিতং ভাসমানো ধম্মসুস হোতি অনুধম্মচারী ।

রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো ।

অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা

স ভাগবা সামঞ্ঞসুস হোতি ॥ ২০

অপ্পমাদবগ্গো

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং ।

অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা ॥ ১

এতং বিসেসতো এত্থা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা ।

অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানং গোচরে রতা ॥ ২

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্লহপরকমা ।

ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্খেমং অনুত্তরং ॥ ৩

উট্ঠানবতো সতিমতো স্ফটিকম্মসুস নিসম্মকারিনো ।

সঞ্ঞতসুস চ ধম্মজীবিনো

অপ্পমত্তসুস যসোহভিবড্ঢতি ॥ ৪

উট্ঠানেননপ্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ ।

দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥ ৫

হেথা আনন্দ, সেথা আনন্দ,
 দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত ।
 ‘পুণ্য করেছি’ বলে আনন্দ,
 সুগতি লভিয়া পরমানন্দ ॥ ১৮
 যে কহে অনেক শাস্ত্রবচন,
 কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি—
 অপরের গুরু গনিয়া গোয়াল
 হয় কি সেজন শ্রেষ্টের ভাগী ॥ ১৯
 অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য,
 ধর্মের পথে করে বিচরণ
 রাগ দোষ মোহ করি পরিহার
 জ্ঞানসমাপ্ত বিমুক্তমন—
 বিষয়বিহীন ইহপরলোকে
কল্যাণভাগী হয় সেইজন ॥ ২০

অপ্রমাদবর্গ

অপ্রমাদ অমৃতের, প্রমাদ মৃত্যুর পথ—
 অপ্রমত্ত নাহি মরে, প্রমত্ত সে মৃতবৎ ॥ ১
 অপ্রমাদ কারে বলে পণ্ডিত তা মনে রাখি
 অপ্রমাদে সুখে রন জ্ঞানীর গোচরে থাকি ॥ ২
 ধ্যাননিষ্ঠ ধীরগণ নিত্য দৃঢ়পরাক্রম
 নির্বাণ করেন লাভ যোগক্ষেম মহোত্তম ॥ ৩
 স্মৃতিমান, শুচিকর্ম, সাবধান, জাগ্রত, সংযত,
 ধর্মজীবী, অপ্রমত্ত— যশ তাঁর বেড়ে যায় কত ॥ ৪
 জাগরণে অপ্রমাদে সংযমনিয়ম দিয়ে ঘিরে
 মেধাবী রচেন দ্বীপ, বহু ঠেকে যায় তার তীরে ॥ ৫

পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা ছন্দ্বেধিনো জনা ।
 অপ্লমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং ব রক্খতি ॥ ৬
 মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্তবং ।
 অপ্লমন্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং ॥ ৭
 পমাদং অপ্লমাদেন যদা হুদতি পণ্ডিতো ।
 পঞ্ঞা পাসাদমারুহ অসোকো সোকিনিং পজং ।
 পব্বতট্ঠো ব ভূম্মট্ঠে ধীরো বালে অবেক্খতি ॥ ৮
 অপ্লমন্তো পমন্তেসু স্তুন্তেসু বহুজাগরো ।
 অবলস্সং ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি স্তুমেধসো ॥ ৯
 অপ্লমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতো ।
 অপ্লমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা ॥ ১০
 অপ্লমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা ।
 সঞ্ঞোজনং অণুং থূলং ডহং অগ্গীব গচ্ছতি ॥ ১১
 অপ্লমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয়দস্সি বা ।
 অভব্বো পরিহানায় নিব্বানস্সেব সন্তিকে ॥ ১২

চিত্তবগ্গো

ফন্দনং চপলং চিত্তং দূরক্খং ছন্নিবারয়ং ।
 উজুং করোতি মেধাবী উস্সুকারো ব তেজনং ॥ ১
 বারিজ্জো ব থলে থিত্তো একমোকত উব্ভতো ।
 পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে ॥ ২
 ছন্নিগ্গহস্স লহনো যথ কামনিপাতিনো ।
 চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দত্তং সুখাবহং ॥ ৩

মুট সে জড়ায় পায়ে প্রমাদের কাঁদ,
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠধন বলি রাখে অপ্রমাদ ॥ ৬
মোজো না প্রমাদে পড়ি, ভজনা কোরো না কামরতি—
বহুসুখ পান তিনি অপ্রমত্ত, ধ্যানে যার মতি ॥ ৭
জ্ঞানী অপ্রমাদবলে প্রমাদে ফেলি দিয়া দূরে
প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে অশোক হেরেন শোকাতুরে,
গিরি হতে ধীর যথা দেখেন ভূতলে যারা ঘুরে ॥ ৮

অমত্ত জাগ্রত ধায়, স্তম্ভ মত্তজনে

পড়ে থাকে নীচে—

দ্রুত অশ্ব যেইমত দুর্বল অশ্বেরে

ফেলে যায় পিছে ॥ ৯

অপ্রমাদে ইন্দ্রদেব হয়েছেন দেবতার সেরা—
অপ্রমাদে তুষে সবে, প্রমাদে দুষেন পণ্ডিতেরা ॥ ১০
প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
পুড়িয়ে সে চলে যায় স্থূল সূক্ষ্ম বন্ধ যত ॥ ১১
অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদে যে ভয় পায়
ভ্রষ্ট নাহি হয় কভু— নির্বাণের কাছে যায় ॥ ১২

চিত্তবর্গ

যে মন টলে, যে মন চলে, যাহারে ধরে রাখা দায়,
মেধাবী তারে করেন সিধা ইষুকারের তীরের প্রায় ॥ ১
এই-যে চিত্ত আকুল নিত্য মারের বাঁধন কাটিতে—
জলের পদ্ম কে যেন সত্য উপাড়ি তুলেছে মাটিতে ॥ ২
চপল লঘু অবশ চিত্ত যেখানে খুশি পড়ে—
সুখে সে রহে, এমন মন দমন যেনা করে ॥ ৩

সুহৃদসং সুনিপুণং যথ কামনিপাতিনং ।

চিত্তং রক্খেয্য মেধাবী চিত্তং শুভ্রং সুখাবহং ॥ ৪

দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং ।

যে চিত্তং সঞ্‌ঞমেস্সন্তি মোক্খন্তি মারবন্ধনা ॥ ৫

অনবট্ঠিতচিত্তস্স সদ্ধম্মং অবিজানতো ।

পরিপ্লবপসাদস্স পঞ্‌ঞা ন পরিপূরতি ॥ ৬

অনবস্সুতচিত্তস্স অনস্বাহতচেতসো ।

পুঞ্‌ঞপাপপহীনস্স নথি জাগরতো ভয়ং ॥ ৭

কুভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরুপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা ।

যোজেথ মারং পঞ্‌ঞায়ুধেন

জিতঞ্চ রক্খে অনিবেসনো সিয়া ॥ ৮

অচিরং বত যং কায়ে পঠবিং অধিসেস্সতি ।

ছুদ্ধো অপেতবিঞ্‌ঞাণো নিরথং ব কলিঙ্গরং ॥ ৯

দিসোদিসং যন্তুং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং ।

মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে ॥ ১০

ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্‌ঞে বাপি চ ঞ্জাতকা ।

সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে ॥ ১১

পুপ্‌ফবগ্‌গো

কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং স দেবকং ।

কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্সতি ॥ ১

সেথো পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং স দেবকং ।

সেথো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্সতি ॥ ২

নহে সে সোজা, যায় না বোঝা, যেখানে খুশি ধায়,
মেধাবী তারে রক্ষা করে তবেই সুখ পায় ॥ ৪

দূরে যায়, একা চরে, অশরীর থাকে সে গুহায়—
হেন মন বশে রাখে মৃত্যু হতে তবে রক্ষা পায় ॥ ৫

অস্থির যাহার চিত্ত সত্যধর্ম হতে আছে দূরে,
হৃদয় প্রসাদহীন— প্রজ্ঞা তার কভু নাহি পূরে ॥ ৬

বাসনাবিমুক্ত চিত্ত অচঞ্চল পুণ্যপাপহীন—
কোনো ভয় নাহি তার জাগিয়া সে রহে যত দিন ॥ ৭

কুস্তুর মতো জানিয়া শরীর নগরের মতো বাঁধিয়া চিত্ত
প্রজ্ঞা-অস্ত্রে মারিবে মরণে, নিজেই যতনে বাঁচাবে নিত্য ॥ ৮

অচিরে এ দেহখানা তুচ্ছ জড় কাঠি
মাটিতে পড়িয়া হায় হয়ে যায় মাটি ॥ ৯

শত্রু সে শত্রুতা করে যত, যত দ্বেষ করে তারে দ্বেষী—
মিথ্যা লয়ে আছে যেই মন আপনার ক্ষতি করে বেশি ॥ ১০

মাতাপিতা জ্ঞাতিবন্ধুজন যত তার করে উপকার—
সত্যে যার বাঁধা আছে মন বেশি শ্রেয় করে আপনার ॥ ১১

পুষ্পবর্গ

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকেতন—
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া ফুলের মতন ॥ ১

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকেতন,
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন ॥ ২

ফেণ্পমং কায়মিমং বিদিহা মরীচিধম্মং অভিসমুধানো ।
ছেত্বান মারস্স পপ্পফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজস্স
গচ্ছে ॥ ৩

পুপ্পফানি হেব পচিণত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং ।
সুত্তং গামং মহোঘো ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি ॥ ৪

পুপ্পফানি হেব পচিণত্তং ব্যাসত্তমনসং নরং ।
অতিত্তং য়েব কামেস্স অত্তকো কুরুতে বসং ॥ ৫

যথাপি ভমরো পুপ্পং বল্লবন্ধং অহেঠয়ং ।
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে ॥ ৬

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং ।
অত্তনো ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ ॥ ৭

যথাপি রুচিরং পুপ্পং বল্লবত্তং অগন্ধকং ।
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো ॥ ৮

যথাপি রুচিরং পুপ্পং বল্লবত্তং সগন্ধকং ।
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো ॥ ৯

যথাপি পুপ্পফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহু ।
এবং জাতেন মচ্ছেন কত্তব্বং কুসলং বহুং ॥ ১০

ফেনের মতন জানিয়া শরীর, মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে,
ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা রে ॥ ৩

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্ধ্যায় যেন সুপ্তপল্লী মৃত্যু তাহারে ভাসায়ে লয় ॥ ৪

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পুরিতে তার তৃষা বাসনার মরণ তাহারে ছিনিয়া লয় ॥ ৫

বরন-সুবাস^{১১} না করিয়া হানি

ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি

যায় সে উড়ে,

সেইমত যত জ্ঞানীমুনিজন

সংসারমাঝে করি বিচরণ

পালান দূরে ॥ ৬

পর কী বলেছে কঠিন বচন পর কী করে বা না করে—
তাহে কাজ নাই, তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখো রে ॥ ৭

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী কাজে যদি নাহি লাগে ॥ ৮

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম^{১২} বাণী কাজে খাটাইলে তাকে ॥ ৯

ফুলরাশি লয়ে যথা নানামত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিবিধ কুশলকর্ম রচনা করিবে নর ॥ ১০

রূপান্তর : টীকা

- ১ প্রথম পাঠ : ধর্ম মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়
- ২ প্রথম পাঠ : কয়
- ৩ প্রথম পাঠ : নিকাম যে, দম সত্য আছে যার মাঝে
- ৪ পালিতে দীপ শব্দেরও বানান 'দীপ'
- ৫ প্রথম পাঠ : গিরি হতে ধীর যথা চপলেহে হেরে ভূমিতলে
তেমতি পণ্ডিত নাশি প্রমাদেহে অপ্রমাদবলে
প্রজ্ঞার শিখর হতে অশোক হেরেন শোকী-দলে ।
- ৬ প্রথম পাঠ : প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
ভ্রষ্ট সে তো নাহি হয়, নির্বাণের কাছে গত ।
- ৭ প্রথম পাঠ : সে মন যে বশে রাখে মৃত্যু হতে সেই রক্ষা পায়
- ৮ প্রথম পাঠ : মৃত্যু
- ৯ প্রথম পাঠ : কে গাঁথিয়া লবে
- ১০ প্রথম পাঠ : ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে গাঁথিয়া লইবে ফুলের মতন
- ১১ প্রথম পাঠ : বর্ণগন্ধ
- ১২ প্রথম পাঠ : সুন্দর

মহাভারত । মনুসংহিতা

১

প্রহরিশ্চন্ প্রিয়ং ক্রয়াৎ
প্রহৃত্যপি প্রিয়োত্তরম্ ।
অপি চাস্ত শিরশ্চিহ্না
রুদ্রাৎ শোচেৎ তথাপি চ ॥১

—মহাভারত, আদিপর্ব ১৪০.৫৬

২

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্ ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৪.৩২

১

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো ।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্ছে পারো ॥

২

সুখ বা হোক দুখ বা হোক,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করিয়া নিয়ো ॥

পাঠান্তর

সুখ হোক দুঃখ হোক,
প্রিয় হোক অথবা অপ্রিয়,
যা পাও অপরাজিত
হৃদয়ে বহন করি নিয়ো ॥

পাঠান্তর

আসুক সুখ বা দুঃখ,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
বিনা পরাজয়ে তারে
বরণ করিয়ো ॥

নাধর্মশ্রিতো লোকে সত্যঃ ফলতি গৌরিব ।

শনৈরাবর্তমানস্ত কৰ্ত্তুমূলানি কৃন্ততি ॥

যদি নাঅনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু ।

ন ত্বেব তু কৃতোহধর্মঃ কৰ্ত্তুৰ্ভবতি নিষ্ফলঃ ॥

অধর্মৈগৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি ।

ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥

—মহাসংহিতা, ৪.১৭২-৭৪

৩

গাভী ছহিলেই ছুঁ পাই তো সতাই,
কিন্তু অধর্মের ফল মেলে না অতাই।
জানি তার আবর্তন অতি ধীরে ধীরে
সমূলে ছেদন করে অধর্মকারীরা ॥

আপনিও ফল তার নাহি পায় যদি,
পুত্র বা পৌত্রের তাহা ফলে নিরবধি।
এ কথা নিশ্চিত জেনো অধর্ম যে করে
নিষ্ফল হয় না কভু কালে কালান্তরে ॥

আপাতত বাড়ে লোক অধর্মের দ্বারা,
অধর্মেই আপনার ভালো দেখে তারা।
এ পথেই শত্রুদের পরাজয় করে,
শেষে কিন্তু একদিন সমূলেই মরে ॥°

রূপান্তর : টীকা

- ১ স্বভাবিতরঙ্গভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ । মহাভারতের
প্রচলিত পাঠ—

প্রহরিশ্বন্থ প্রিয়ং ক্রয়াং প্রহরয়পি ভারত ।
প্রহত্য চ কুপায়ীত শোচেত চ কুদেত চ ॥

- ২ পাঠান্তর : পরাস্ত

- ৩ শেষ ছত্র-দুটির পাঠান্তর—

অধর্ম্যেই শত্রুদের করে পরাজয়
শেষে কিন্তু সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।

কালিদাস-ভবভূতি

কুমারসম্ভব ॥ তৃতীয় সর্গ

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশো গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলজ্জ্যা ।
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেণ ব্যলৌকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ ॥ ২৫

অসূত সত্ত্বঃ কুসুমাশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি ।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬

সত্ত্বঃ প্রবালোদগমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে ।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবশ্চ ॥ ২৭

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং ছনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্গুখা বিশ্বসৃজঃ প্রবৃদ্ধিঃ ॥ ২৮

মৃগাঃ পিয়ালক্রমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেক্ষুর্বনস্থলীর্মর্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে ।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দম্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবক্রঃ ॥ ৩৫

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকভূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬

মদনদহন

সময় লজ্জন করি নায়ক তপন
 উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
 দক্ষিণের দিকবালা হেরিয়া তাহাই
 ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস ॥ ২৫
 অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল,
 অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ ॥ ২৬
 নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি
 ভ্রমর-অঙ্করে লিখি মদনের নাম
 নবচূতবাণচয় নির্মিল বসন্ত ॥ ২৭
 মনোহরবর্ণময় কর্ণিকার ফুল
 ফুটিল, নাইক তাহে সুবাসের লেশ ।
 বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে ॥ ২৮
 মর্মর শব্দ করি জীর্ণ পত্রগুলি
 ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে,
 মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
 পিয়ালমঞ্জরী হতে রেণু ঝরি ঝরি
 যাদের বিশাল আঁখি হয়েছে আকুল ॥ ৩১
 যখন মদন বসি বনস্ত্রীর কোলে
 পুষ্পশরে গুণ তার করিল বন্ধন
 স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী ॥ ৩৫
 একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
 পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান ।
 স্পর্শনিমীলিতচক্ষু যুগীর শরীরে
 কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর ॥ ৩৬

...

...

...

...

অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাজ্জনাংমা ॥ ৩৭

গীতাস্তরেষু শ্রমবারিলৈশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছাসিতপত্রলেখম্ ।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুষে ॥ ৩৮

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ ।
লতাবধূভ্যস্তরবোহপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভূজবন্ধনানি ॥ ৩৯

লতাগৃহদ্বারগতোহথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্ণিতহেমবেত্রঃ ।
মুখার্ণিতৈকান্গুণিসংজ্ঞ্যৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্ ।
তচ্ছাসনাং কাননমেব সর্বং চিত্রার্ণিতারম্ভ ইবাবতস্ছে ॥ ৪২

দৃষ্টিপ্রপাতং প্রতিহত্য তস্মৈ কামঃ পুরঃশুক্ৰমিব প্রয়াণে ।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাম্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩

স দেবদারুদ্রমবেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধানবত্যাং ।
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়স্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪

পর্যবন্ধস্থিরপূর্বকায়মুজ্জায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্ ।
উত্তানপানিহয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাক্ষমধ্যে ॥ ৪৫

আধেক মৃণাল খেয়ে শুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে ॥ ৩৭

পুষ্পমদ পান করি ঢলঢল আঁখি
কিম্পুরুষললনারা গাইতেছে গান,
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে থেকে প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন ॥ ৩৮

কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিশলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৩৯

লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত ॥ ৪১

[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
... হইল মূক, শাস্ত হল মৃগ
... .. কাঁপিল সঙ্কেতে ॥ ৪২

নন্দীর সতর্ক আঁখি এড়ায়ে মদন
নমেরু গাছের তলে লুকায়ে লুকায়ে
শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন ॥ ৪৩
দেখিল সে— মহাদেব শাদ্দূল-আসনে
দেবদারুবেদী-পরে আছেন বসিয়া ॥ ৪৪

উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্মিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ,
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদমের মতো শোভিছে কেমন ॥ ৪৫

কালিদাস

ভূজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কৰ্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্ ।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনৌলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রহ্মিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতো গ্রতরৈর্ভ্রবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ ।
নেত্রৈরবিম্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যকৃতভ্রাণমধোময়ুথৈঃ ॥ ৪৭

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাস্থবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিকম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮

কপালনেত্রান্তরলক্ষ্যমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্যাং বালশ্চ লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তুমিন্দোঃ ॥ ৪৯

স্মরন্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশুন্নদূরান্মনসাপ্যধৃগ্য়ম্ ।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ শ্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥ ৫১

নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্থ বীৰ্যং সঙ্কুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন ।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকণ্ঠা ॥ ৫২

বন্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গবন্ধনে ।
 কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
 গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসারহরিণ-অঙ্গিন
 ধরিয়েছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥ ৪৬
 ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা,
 শান্ত যার ক্রয়ুগল অচল নিম্পন্দ,
 অকম্পিত পঙ্কমাল্য ভেদ করি যার
 বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরশি
 সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ ॥ ৪৭
 অবৃষ্টিসংরন্তস্তক মেঘের মতন
 তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মতো
 নির্বাতনিষ্কম্প অগ্নি-শিখার সমান
 মহাদেব শান্তভাবে ধ্যায়ানে নিমগ্ন ॥ ৪৮
 মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
 কপালের শশধরে করিয়া মলিন ॥ ৪৯
 মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি
 মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
 থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক ॥ ৫১
 হেনকালে বনদেবীদের সাথে সাথে
 উমা পশিলেন সেই বনস্থলীমাঝে—
 হেরি সে অতুলরূপ পাইয়া আশ্বাস
 মদন তুলিয়া নিল ধনুর্বাণ তার ॥ ৫২

কালিদাস

অশোকনিৰ্ভংসিতপদ্যরাগমাকৃষ্টহেমহ্যতিকৰ্ণিকারম্ ।
মুক্তাকলাপীকৃতসিদ্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩

আবৰ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪

অস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্ ।
শ্যামীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌৰ্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্মুকশ্চ ॥ ৫৫

সুগন্ধিনিখাসবিরুদ্ধতৃষ্ণং বিশ্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্ ।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টিলীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬

তাং বীক্ষ্য সৰ্বাবয়বানবচ্চাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্ ।
জ্বিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস ॥ ৫৭

ভবিষ্যতঃ পত্ন্যরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিम् ।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম ॥ ৫৮

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুক্রাযা শৈলমুতামুপেতাম্ ।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্তুরেনাং ক্ৰক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্ ॥ ৬০

1945

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ਸਾਂਚਾਜਿ ਤੇਖਿਸਮਾਨਾ ਭਰ ।
X X X X X X X X X X
ਲੀਓ ਭੰਗ ਸਾਂਤਰੇ "ਤੁਮਿਸਾਭੀ" ਭਰ ।

१३. अतिशय पुनः प्रमाणित !
 १४. अतिशय वरुण !
 १५. अतिशय वरुण !

2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837

১৯৪৭ খ্রিঃ ১০ মাস ১০ তারিখ
 ১৯৪৭ খ্রিঃ ১০ মাস ১০ তারিখ

॥

1990

পদ্মরাগ মণি জিনি অশোককুসুম
কনকবরন জিনি কর্ণিকার ফুল
মুকুতাকলাপসম সিন্ধুবারমালা
আরণ্য বসন্তফুলে...

... .. ॥ ৫৩

স্তনভারে নতকায়া ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো ॥ ৫৪
থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুলমেখলা,
বার বার হাতে করে রাখেন আটকি ॥ ৫৫
ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাসসৌরভে
বিশ্ব-অধরের কাছে করে বিচরণ,
সম্মুখে বিলোলদৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা ॥ ৫৬
যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সঙ্কানিতে
মদন হৃদয়ে নিজ বাঁধিল সাহস ॥ ৫৭
শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শঙ্করের
লতাগৃহদ্বার-মাঝে করিলা প্রবেশ ।
পরমাত্মাসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে
যোগ ভাঙি উঠিলেন মহেশ তখন ॥ ৫৮
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা-আগমনবার্তা করিল জ্ঞাপন ।
ঈষৎ ক্রক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্বতীকে প্রবেশিতে দিল অমুখতি ॥ ৬০

কালিদাস

তস্তাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্বং স্বহস্তলুনঃ শিশিরাভ্যয়ন্ত ।
ব্যকীর্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ ॥ ৬১

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্ ।
চকার কৰ্ণচ্যুতপল্লবেন মূৰ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২

অনন্তভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন ।
ন হীশ্বরব্যাহতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্পস্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩

কামস্ত বাণাবসরং প্রতীক্য পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিষ্ণুঃ ।
উমাসমক্ষং হরবন্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪

অথোপনিষ্ঠে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ুর্থের্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্ ॥ ৬৫

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাং ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬

হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবামুরাশিঃ ।
উমামুখে বিশ্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭

বিরহতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ ক্ষুরদ্বালকদম্বকল্লৈঃ ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্মৈ মুখেণ পর্যস্তবিলোচনেন ॥ ৬৮

অথেন্দ্রিয়কোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য ।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯

উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
 হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
 সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম ॥ ৬১
 উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
 চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
 নবকর্ণিকার ফুল মহেশচরণে ॥ ৬২
 [অন্বে] নারী -অনুরক্ত নহে যেই জন
 [হেন] পতি লাভ করো আশীষিলা দেব
 ... [ক] থার কভু হয় না অন্বেথা ॥ ৬৩
 ... [অ] বসর প্রতীক্ষা করিয়া
 পতঙ্গের মতো
 করি ॥ ৬৪
 পদ্মবীজমালা লয়ে আরক্তিম করে
 মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ ॥ ৬৫
 সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
 অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন ॥ ৬৬
 অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
 সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অনুরাশি-সম,
 উমার মুখের 'পরে মহেশ তখন
 একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ ॥ ৬৭
 অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
 সরমবিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
 পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া ॥ ৬৮
 মুহূর্তে ইন্দ্রিয়কোভ করিয়া দমন
 বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে
 দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়নপাত ॥ ৬৯

কালিদাস

স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্ ।
দদর্শ চক্রগৌতচাকুচাপং প্রহৃত মভ্যুততমাত্মযোনিম্ ॥ ৭০

তপঃপরামর্শবিরুদ্ধমন্তোজ্জ্বলদ্বৈপ্রক্ষ্যমুখস্ত তস্ত ।
ক্ষুরনুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্লঃ কুশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি ।
তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষঃ মদনং চকার ॥ ৭২

কুমারসম্ভব

সূচনা

অস্ত্যন্তরস্থাং দিশি দেবতাত্মা

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ ।

পূর্বাপরো তোয়নিধী বগাহ

স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

—কুমারসম্ভব, ১. ১

দেখিলা জ্যাবন্ধমুষ্টি সশর মদন
তঁার [প্রতি] লক্ষ নিজ করেছে নিবেশ ॥ ৭০
তপস্কার বিদ্ব হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ক্রোধদুঃশ্রেণ্যমুখ মহাতপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল ॥ ৭১
ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ ॥ ৭২

কুমারসম্ভব

সূচনা

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি
দেবতায়্যা হিমাদ্রি বিরাজে—
দুই প্রান্তে দুই সিদ্ধ,
মানদণ্ড যেন তারি মাঝে ॥

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাগর্থবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে ।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১

ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক চান্নবিষয়া মতিঃ ।
তিতীর্ষদুস্তরং মোহাহুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্ঠ্যাম্যুপহাস্ততাম্ ।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাহুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩

অথবা কৃতবাগ্দ্ধারে বংশেহস্মিন্ পূর্বস্মৃতিভিঃ ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রশ্চেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪

সোহহমাজন্মশুদ্ধানাম্ আফলোদয়কর্মণাম্ ।
আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ আনাকরথবর্জানাম্ ॥ ৫

যথাবিধিহুতান্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্ ।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥ ৬

ত্যাগায় সন্তুতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্ ।
যশসে বিজিগীষুণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭

শৈশবেহভ্যস্তবিদ্বানাং যৌবনে বিষয়েষিণাম্ ।
বার্ধকে মুনিবৃদ্ধীনাং যোগেনাস্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮

রঘুণামম্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্ভিভবোহপি সন্ ।
তদুগ্ধৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ৯

তং সন্তুঃ শ্রোতুমর্হস্তু সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হৃগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০

—রঘুবংশ, ১. ১-১০

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাক্য আর অর্থ -সম সন্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থসিদ্ধির তরে বন্দনা করিছু নতশিরে ॥ ১

কোথা সূর্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন—
ভেলায় ছুস্তর সিদ্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন ॥ ২

বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিশশ চায়— সেই দশা তাহারও কপালে ॥ ৩

কিন্মা পূর্ব পূর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার,
বজ্রবিদ্ধ মণি -মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার ॥ ৪

আজন্ম যাঁহারা শুদ্ধ, কর্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগররাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে—

যথাবিধি হোম যাগ, যথাকাম অতিথি অর্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত—

দানহেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ-আশে দিগ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্রবরণ—

শৈশবে বিদ্যার চর্চা, যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মুনির ব্রত, যোগবলে অস্তে দেহ-নাশ ॥ ৫-৮

এ হেন বংশের কীর্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল ॥ ৯

পাণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালোমন্দ-বিচারে-নিপুণ—
সোনা খাঁটি কিন্মা বুঁটা সে পরীক্ষা করিবে আগুন ॥ ১০

রঘুবংশ ॥ অষ্টম সর্গ

কৃতবত্যসি নাবধীরণা-
মপরাক্কেহপি যদা চিরং ময়ি ।
কথমেকপদে নিরাগসং
জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে ॥ ৪৮

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্বং তব কিং জহাসি মাম্ ।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২

কুশুমোৎখচিতান্ বলীভূতশ্-
চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্ ।
করভোরু করোতি মারুতস্-
ত্বদুপাবর্তনশক্তি মে মনঃ ॥ ৫৩

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে ।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্-
তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং ছনোতি মাম্ ।
নিশি স্পৃগুমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যস্তরষট্‌পদস্বনম্ ॥ ৫৫

অজবিলাপ

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর
 ভুলেও কখনো কর নাই অনাদর,
 তবু কেন আজ কোনো অপরাধ বিনা
 মোর প্রতি তুমি রয়েছ বাক্যহীনা ॥ ৪৮
 মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু
 মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু !
 পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
 তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি ॥ ৫২
 কুসুমের খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
 মন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,
 হে স্নেহু, তব প্রাণ ফিরে এল ব'লে
 থেকে থেকে মোর হৃদয়ায় হিয়া দোলে ॥ ৫৩
 হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার হারা
 জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা—
 রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
 আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে ॥ ৫৪
 ও মুখে অলক দোলে যে' মারুতভরে,
 তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে—
 যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে,
 অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে ॥ ৫৫

[অলক তোমার কভু মৃদু বায়ুভরে
 বিচলিয়া উঠে মৌন মুখের 'পরে—
 শতদল যেন অবসান হলে দিন
 নিশানিমীলিত অলিগুপ্তনহীন ॥ ৫৫]^২

শশিনং পুনরেতি শৰ্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্ ।
ইতি তৌ বিরহাস্তুরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ ॥ ৫৬

নবপল্লবসংস্তরেহপি তে
মৃদু দূয়েত যদঙ্গমর্পিতম্ ।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং
বদ বামোরু চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭

ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং
রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী ।
গতিবিক্রমসাদনীরবা
ন শুচা নানুযতেব লক্ষ্যতে ॥ ৫৮

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপদস্ত্রনিভোহয়মাশ্রজঃ ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মুত্নিরুৎসবঃ ।
গতমাতরণপ্রয়োজনং
পরিশূণ্ডং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬

শব্দরী পুন ফিরে পায় শব্দধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ-পরে,
বিরহ তাহার। মিলনের আশে সহে—
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে ॥ ৫৬

শয়ন রচিত হত পল্লবে নব,
তবু দুখ পেত কোমল অঙ্গ তব ।
আজ সেই তবু চিতা-আরোহণে আহা
কেমনে সহিবে, কেমনে সহিব তাহা ॥ ৫৭

এ মেখলাঃ তব প্রথমা রহঃসখী
গতিহারা দেহে নিকুণ হারালো কি ?
মনে হয় যেন সেও বুঝি তব শোকে
তোমারি সঙ্গে গিয়েছে মৃত্যুলোকে ॥ ৫৮

সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আশ্রয়জন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার—
নিষ্ঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার ॥ ৬৫

ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত—
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মতো ॥ ৬৬

কালিদাস

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ ।
করুণাবিমুখেণ মৃত্যুনা
হরতা হ্যং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭

বিভবেহপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্র গণ্যতাম্ ।
অহৃতস্র বিলোভনাস্তুরৈর্-
মম সর্বে বিষয়াস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৯

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম—
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বলো গো আমার কি না সে হরিল প্রিয়ে ॥ ৬৭

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে ।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে,
আমার যা-কিছু তোমারে জড়িয়ে আছে ॥ ৬৯

কালিদাস

মেঘদূত ॥ সূচনা

পূর্বমেঘ

কশিচৎ কাস্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগেন ভর্তুঃ ।
যক্ষশক্রে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্ঘাশ্রমেষু ॥ ১

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নৌহা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিত্তপ্রকোষ্ঠঃ ।
আষাঢ়শ্চ প্রথমদিবসে মেঘমান্নিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২

মেঘদূত ॥ সূচনা

যক্ষ সে কোনোজন্যে আছিল আনমনা,

সেবার অপরাধে প্রভুশাপে

হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত—

বরষকাল যাপে দুখতাপে।

নির্জন রামগিরি- শিখরে মরে কিরি

একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,

যেথায় শীতল ছায় বরনা বহি যায়

সীতার স্নানপূত জলধারা ॥ ১

মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস

প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন।

কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা,

ধিরহুখে হল বলহীন।

একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে,

যক্ষ নিরখিল গিরি-’পর

ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সান্নিদেশে,

দন্তু হানে যেন করিবর ॥ ২

রূপান্তর

মেঘদূত ॥ সূচনা

অভাগা যক্ষ যবে

করিল কাজে হেলা

কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—

নির্বাসনে সে রহি

প্রেয়সী-বিচ্ছেদে

বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা ।

গেল চলি রামগিরি-

শিখর-আশ্রমে

হারায়ে সহজাত মহিমা তার,

সেখানে পাদপরাজি

স্নিগ্ধ ছায়াবৃত

সীতার স্নানে পুত সলিলধার ॥ ১

মেঘদূত ॥ সূচনা

কোনো-এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা,
তাই দেবতার শাপে
অসুগত হল
মহিমা-সম্পদ
যত-কিছু ॥ ১

কাস্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষকাল-তরে
যাপে একা,
স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার-স্নানজলে-
পুণ্য রামগিরি-
আশ্রমে ॥ ২

১

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ ।
ক বত হরিণকাণাং জীবিতধাতিলোলং
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১০

২

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোল্লস্ব লক্ষ্মীং তনোতি ।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বন্ধলেনাপি তস্মৈ
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৮

৩

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারণৌ বাহু ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৯

১

মৃদু এ যুগদেহে
 মেরো না শর ।
 আগুন দেবে কে হে
 ফুলের 'পর !
 কোথা হে মহারাজ
 যুগের প্রাণ—
 কোথায় যেন বাজ
 তোমার বাণ !

২

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়,
 শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয় ।
 এ নারী বঙ্কল পরি আরো মনোহর—
 কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর !

[কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর,
 চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর,
 বঙ্কলও মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়,
 মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায় ?]^২

৩

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
 যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
 হৃদয়-লোভনীয় কুসুম-হেন
 তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন ।

৪

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানশ্চ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ৩১

৫

পাতুং ন প্রথমং ব্যবশ্যতি জলং যুগ্মাস্বপীতেষু যা
নাদন্তে প্রিয়মগুনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যন্তা ভবত্যাংসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্জায়তাম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪.২

৬

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্চ-
ছায়াফ্রমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ ।
ভূয়াং কুশেশয়রজোমুদুরেণুরশ্রাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পশ্চাঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪.১১

৪

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছু-বাগে —
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
পতাকাঃ তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে ॥

৫

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান ;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু ;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে ;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায় !

৬

মাঝে মাঝে পদ্যবনে
পথ তব হোক মনোহর ।
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি
ঢেকে দিক তীব্র রবিকর ।
হোক তব পথধূলি
অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ ।
হোক বায়ু অনুকূল
শান্তিময়, পস্থা হোক শিব ।

৭

উগ্গলিঅদব্ভকঅলা মঙ্গৈ পরিচন্তগচণা মোরী ।
অোসরিঅপপুপত্তা মুঅস্তি অস্মু বিঅ লদাঅো ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১২

৮

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ঞ্চিচ্যত মুখে কুশস্মৃচিবিদ্ধে ।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোহয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৪

৯

শুশ্র্যস্ব গুরুন্ কুরু প্রিয়সখীবৃন্তিং সপত্নীজনে
ভর্তৃবিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেধনুৎসেকিনৌ
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলশ্রাধয়ঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৮

১০

অহিগঅমহলোলুবো তুমং তহ পরিচুস্থিঅ চুঅমঞ্জরিং ।
কমলবসইমেত্তনিবুঅো মহঅর বিস্মুরিঅো সি গং কহং ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৫. ১০

৭

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার ।

৮

ইন্দুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশকৃত হলে মুখ যার,
শ্যামাধাত্র্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে,
এই মৃগ পুত্র সে তোমার ।

৯

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি-পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম ।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়ো না আত্মহারা—
গৃহিণীর এই ধর্ম ; কুলনাশী অন্তরূপ যারা ।

১০

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি ।

১১

নেপথ্যপরিগতায়ান্শক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্মাঃ ।
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করণীম্ ॥

—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২. ১

১২

উৎপৎস্রতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্মা ।
কালোহয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

—মালতীমাধব-প্রস্তাবনা

১৩

লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ততে ।
ঋষীণাং পুনরাভ্যাসানাং বাচমর্থোহনুধাবতি ॥

—উত্তররামচরিত, ১. ১০

১৪

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখানুপোহতি ।
তত্ত্বস্ত্র কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্ত প্রিয়ো জনঃ ॥

—উত্তররামচরিত, ৬. ৫

১১

নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে,
রূপখানি দর্শন তিয়াসে
আঁখি মোর উৎসুক দশাতে
তিরস্করণী চাহে খসাতে ॥

১২

কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল—
সময় অসীম আর পৃথিবী বিপুল ।

১৩

অর্থ পরে বাক্য সরে
লৌকিক যে সাধুগণ তাঁদের কথায় ।
আত্ম ঋষিদের বাক্যে
বাক্যগুলি আগে যায়, অর্থ পিছে ধায় ॥



১৪

কিছুই করে না, শুধু
সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগানি—
যে যাহার প্রিয়জন
সে তাহার কেমন কী জানি ।

রূপান্তর : টীকা

- ১ বৈজয়ন্তী পত্রিকা -অমুযায়ী পাঠ
- ২ পূর্ববর্তী শ্লোকানুবাদেই রূপান্তর
- ৩ পাণ্ডুলিপি : চিতাশয্যায়
- ৪ পাঠান্তর : রশনা
- ৫ পাঠান্তর : অংশুক
- ৬ পাঠান্তর : অভিনবধুমলোভী মধুকর

ভট্টনারায়ণ-বররুচি-প্রমুখ
কবিগণ

১

স্মৃতো বা স্মৃতপুত্রো বা
যো বা কো বা ভবাম্যহম্ ।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মদায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥

—বেণীসংহার, ৩. ৩৭

২

ইতরপাপফলানি যথেষ্টয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন ।
অরসিকেষু রসস্ত্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥

—নীতিরত্ন, ২

৩

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জলদাগমে ।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্-
তত্র মৌনং হি শোভনম্ ।

—নীতিরত্ন, ১১

১

যেমন তেমন হোক মোর জাত,
 হই ডোম হই চামার,
 জন্মের কুল সেটা দৈবাৎ—
 পৌরুষ সেটা আমার ।

২

চতুরানন, পাপের ফল
 যেমন খুশি তব
 বিতর মোরে, সকলই আমি
 যে ক'রে হোক সব ।
 মিনতি শুধু— অরসিকেরে
 রসের নিবেদন
 লিখো না, ওগো, লিখো না ভালে,
 লিখো না সে বেদন ।

পাঠান্তর

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
 হানিবে, অবিচল রব তাহে ।
 রসের নিবেদন অরসিকে
 ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে ।

৩

ভালোই করেছ, পিক,
 চূপ করে রয়েছ আঁষাঢ়ে ।
 মৌনই সেথায় শোভে
 ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে ।

৪

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণস্-

ত্বেদঃ পিককাকয়োঃ ।

বসন্তে সমুপায়াতে

কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ ॥

—বরকচি : নীতিরত্ন, ১৩

৫

কাকশ্চ পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌঃ

মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তশ্চ

একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা

তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥

—বরকচি : নীতিরত্ন, ৮

৬

উচ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্-

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাশক্ত্যা

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥

—ঘটকর্পর : নীতিসার, ১৩

৪

কাক কালো, পিক কালো,
বর্ষায় সমান তারা ঠিক—
বসন্ত যেমনি আসে
কাক কাক, পিক হয় পিক ।

পা ঠা স্ত র

কাক কালো, পিক কালো,
মিথ্যা ভেদ খোঁজা—
বসন্ত যেমনি আসে
ভেদ যায় বোঝা ।

৫

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা,
মানিকে জড়ানো হোক তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্—
রাজহংস নয় কভু, তবুও সে কাক ।

৬

উছোগী পুরুষসিংহ, তারি° 'পরে জানি
কমলা সদয় ।
দৈবে করিবেন° দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয় ।
দৈবেরে হানিয়া° করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে ।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে ।

পাঠান্তর ৬

সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন,
তারি লক্ষ্মীলাভ ।
দৈবপানে চেয়ে থাকে কাপুরুষগণ
দুর্বলস্বভাব ।
দৈবেরে পরাস্ত করো আত্মশক্তিবলে,
পৌরুষ তাহাই ।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবুও না ফলে
তাহে দোষ নাই ।

পাঠান্তর ৬

লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন
উদ্যোগী যে জন ।
দৈবে করে ফল দান হেন কথা বলে
কাপুরুষ-দলে ।
পৌরুষ সাধন করো দৈবেরে বধিয়া
আত্মশক্তি দিয়া ।
বহুযত্নে ফল যদি নাহি মিলে হাতে
দোষ কী তাহাতে !

পাঠান্তর ৬

উদ্যোগী পুরুষ বলবান্
লক্ষ্মী করে জয়,
দৈবে আসি করে বরদান
কাপুরুষে কয় ।
দৈব ছাড়ি আত্মশক্তিবলে
পৌরুষ লভিবা—
যত্নে যদি সিদ্ধি নাহি ফলে
দোষ তাহে কিবা !

৭

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোহহম্ ।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক ত্বং কাহং ক চ জলপাতঃ ॥

—পূর্বচাতকাষ্টক, ৪

৮

উপকর্তুং যথা স্বল্পঃ
সমর্থো ন তথা মহান্ ।
প্রায়ঃ কুপস্তুষাং হস্তি
সততং ন তু বারিধিঃ ॥

—কুসুমদেব : দৃষ্টান্তশতক, ১৩

৯

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে ।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহির্-
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

—কবিভট্ট : পদ্মসংগ্রহ, ৭

১০

সদ্বিস্ত্র লীলয়া প্রোক্তং
শিলালিখিতমক্ষরম্ ।
অসদ্বিঃ শপথেনাপি
জলে লিখিতমক্ষরম্ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

৭

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল—
আমি যে চাতক পাখি, চিস্ত বিকল—
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণবাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত !

৮

প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ডাগর—
কূপ তৃষা দূর করে, করে না সাগর ।

৯

উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে,
পদ্য বিকাশে গিরিশিরে,
মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহ্নি—
সাধুর বচন নাহি ফিরে ।

১০

সতের বচন লীলায় কথিত
শিলায়-খোদিত যেন সে ।
অসতের কথা শপথজড়িত
জলের লিখন জেনো সে ।

৮৭

নিন্দন্ত নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্ত
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্ ।
অদৌব বা মরণমন্ত যুগান্তরে বা
ত্ৰায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ১০

আরম্ভগুৰী ক্ষয়িণী ক্রমেণ
লঘী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ
দিনশ্চ পূৰ্বাৰ্ধপরার্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খলসজ্জনানাম্ ।

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ৭৮

১১

নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী যদি আসেন বা যথা-ইচ্ছা ছাড়েন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হয় যদি কিম্বা যদি হয় যুগান্তরে—
ন্যায় পথ হতে তবু ধীর কভু এক পা না সরে ॥

পাঠান্তর

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক কিম্বা হোক যুগান্তরে—
ন্যায়পথ হতে ধীর এক-পা না সরে ।

পাঠান্তর

নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন,
লক্ষ্মী ঘরে আসুন বা যথেষ্ট ছাড়ুন,
মৃত্যু চেপে ধরে যদি অথবা পাসরে—
ন্যায় পথ হতে ধীর এক-পা না সরে ।

১২

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া,
দুর্জনের মৈত্রী যেন পূর্বার্ধদিবসছায়া ।
সজ্জনের মৈত্রী ভায় অপরাহুছায়াপ্রায়—
প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায় ।

১৩

শম্ভুস্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্তু সততং গৃহকর্মদাসাঃ ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুমুমায়ুধায় ॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ১

১৪

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদি হালাহলমেব কেবলম্ ।
অতএব নিপীয়তেহধরো হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে ॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ৮৫

১৫

শাস্ত্রং সূচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ।
অন্ধে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতো চ কুতো বশিত্বম্ ॥

—বানর্ধষ্টক, ২

১৬

যা স্বসদানি পদ্যেহপি সঙ্ক্যাবধি বিজুন্ততে
ইন্দিরা মন্দিরেহন্তোষাং কথং তিষ্ঠতি সা চিরম্ ॥

—শারঙ্গধরপদ্ধতি, ৪৭১

১৭

আশা নাম মনুষ্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা ।
যয়া বন্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ ॥

—ভর্তৃহরিসুভাষিতসংগ্রহ, ৪০৫

১৩

যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শঙ্কু বারো মাস
হরিণেশ্বরগার দ্বারে গৃহকর্মদাস,
বাক্য-অগোচর চিত্র চরিত্র যাঁহার,
ভগবান্ পঞ্চবাণ, তাঁরে নমস্কার ।

১৪

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল ।
অধরে পিয়ায় সুধা, চিন্তে জ্বালে দাবানল ।

১৫

যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে ।
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে ।
কোলে থাকিলেও নারী, রেখো সাবধানে ।—
শাস্ত্র নূপ নারী কভু বশ নাহি মানে ।

১৬

যে পদে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদে মুদে দল সকলেই জানে ।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন, মূঢ়, শুন ।

১৭

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্বুত এ ভবে ।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যবে স্থির হয়ে থাকে ।

জয়দেব

১৮

মেঘৈর্মেঘুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালক্রমৈর্-
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় ।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১. ১

১৯

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্ ।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পস্থানম্ ॥

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ৫. ১০

২০

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১০. ২

১৮

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ,
তমালে তমিস্র বনভূমি,
তিমিরশর্বরী, এ যে
শঙ্কাকুল— সঙ্গে লহো তুমি ।

পাঠান্তর

মেঘলা গগন, তমাল-কানন
সবুজ ছায়া মেলে—
আঁধার রাতে লও গো সাথে
তরাস-পাওয়া ছেলে ।

১৯

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি,
চমকি উঠে চকিত আঁখি ।

২০

বচন যদি কহ গো ছুটি
দশনরুচি উঠিবে ফুটি,
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী ।

২১

অলিন্দে কালিন্দীকমলশুরভৌ কুঞ্জবসতের্-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদগারচিকুরাম্ ।
ত্বৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্টে কিসলয়কলাপব্যজনিনী ॥

—রূপগোষ্ঠামী : হংসদূত, ১১৫

২২

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি ।
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৩

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্ ।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

—অমরক : অমরশতক, ৬০

২১

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর,
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে—
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে ।
তঁাহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়—
কিসলয়পাখাখানি দোলাইব গায় ?

পাঠান্তর

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিতনয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলানো কুন্তলে—
তঁাহার করিব সেবা সেদিন কি হবে
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব যবে ?

২২

কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি ।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া ।

২৩

আসে তো আশুক রাত, আশুক বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি ।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি ।

২৫

২৪

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নোলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন ।
মা জগ্ন সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দস্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৫

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা ।

—ত্রিবিক্রমভট্ট : নলচম্পু, ৭. ৪৯

২৬

নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাজ্যা নয়নদ্বয়ম্
অন্তোহন্তালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলম্ ॥

—জগন্নাথপণ্ডিত : ভামিনীবিলাস, শৃ, ৪৬

২৭

হৃদা লোচনবিশিখৈর্গহ্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৪

ধীরে ধীরে চলো তবু, পরো নীলান্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর,
কথাটি কোয়ো না— তব দস্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

২৫

চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে !

২৬

আনতাজী বালিকার
শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল,
না দেখিয়া পরম্পরে
তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল ?

২৭

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কিনা দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

২৭

২৮

লোচনে হরিণগর্ভমোচনে
মা বিদুষয় নতাজি কঙ্কলৈঃ ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

২৯

গতং তদ্গান্ধীর্ঘং
তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ
ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ ।

—বল্লভদেব : সুভাষিতাবলি, ৭০৭

৩০

অলিরসৌ নলিনীবনবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলারসঃ
বিধিবশেন বিদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে ॥

—ভ্রমরাষ্টক, ৯

২৮

হরিণগর্ভমোচন লোচনে
কাজল দিয়ে না সরলে !
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ,
কী কাজ লেপিয়া গরলে !

২৯

সে গান্ধীর্ষ গেল কোথা !
নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো, ওঠো,
সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে ।

৩০

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়,
ছিল প্রীতি কুমুদিনী-পানে ।
সহসা বিদেশে আসি, হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি মানে !

৩১

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে
শিলা তরতি পানীয়ং
গীতং গায়তি বানরঃ ॥

—চাণক্য : চাণক্যশতক, ৮৯

৩২

দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্বং ক্ষমাস্বিতং শৌর্যম্ ।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥^{১০}

—নারায়ণ পণ্ডিত : হিতোপদেশ

৩৩

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্-
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ ।
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ ।
কবিনা চ বিভূর্বিভূনা চ কবিঃ
কবিনা বিভূনা চ বিভাতি সভা ॥

—নবরত্নমালা

৩৪

যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে
তথোদ্ধমপরিত্যক্তং কর্ম নোৎপাদয়েৎ ফলম্ ।

—নবরত্নমালা

৩১

অসম্ভাব্য না कहিবে, মনে মনে রাখি দিবে
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয় ।
‘শিলা জলে ভেসে যায় বানরে সংগীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ।’^{১১}

৩২

প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন,
দান-সহ ধন,
শৌর্য-সহ ক্ষমাগুণ —জগতে এ চারি
তুল্লভ মিলন ।

৩৩

জলেতে কমল, জল কমলে,
শোভয়ে সরসী কমলে জলে ।
মণিতে বলয়, বলয়ে মণি,
মণি বলয়েতে শোভয়ে পানি ।
নিশিতে শশী, শশীতে নিশি,
আকাশের শোভা উভয়ে মিশি ।
কবিতে নৃপতি, নৃপেতে কবি,
নৃপ-কবি-যোগে সভার ছবি ।

৩৪

এক হাতে তালি নাহি বাজে,
যে কাজ উদ্ভমহীন
ফলোদয় না হয় সে কাজে ।

রূপান্তর : ঢাকা

পাঠান্তর :

- ১ 'ইতরতাপশতানি', 'ইতরকর্মফলানি' নানা পাঠান্তর আছে।
অন্যত্র 'ষদৃচ্ছয়া', 'বিতর' স্থলে 'বিলিখ', 'অরসিকেষু' স্থলে
'অরসিকে তু', 'রসশ্চ' স্থলে 'রহশ্চ' বা 'কবিশ্চ'।
- ২ কাব্যসংগ্রহে প্রথম চরণ : কাকশ্চ চক্ষুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
- ৩ তাঁরি
- ৪ পরে করিবেক
- ৫ পরকে বিন্মরি
- ৬ কিছুতে
- ৭ কাব্যসংগ্রহ-ধৃত পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : ষড়্‌রত্ন, ১
- ৮ কাব্যসংগ্রহ-ধৃত পাঠ : পুনর্দিবা
- ৯ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।
- ১০ নবরত্নমালা গ্রন্থে সামান্য পাঠভেদ আছে।
- ১১ উদযুতি-চিহ্নিত অংশ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে গৃহীত।
পাঠান্তর : 'ভেসে' স্থলে 'ভাসি'।

॥ মন্তব্য ॥ সংকলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলির পাঠ নানা আধারগ্রন্থে নানারূপ, কদাচিত্ রচয়িতা সম্পর্কেও মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠ অথবা যে পাঠ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন জানা যায়, তাহাই এ স্থলে সংকলিত।

২-৯, ১১-১৫, ১৮-২১, ২৩, ৩০ ও ৩১ -সংখ্যক শ্লোক 'শ্রীভাক্তরযোহন-হেবরুলিন'-কর্তৃক সমাহৃত ও মুদ্রাক্রিত কাব্যসংগ্রহ (১৮৪৭, পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৮৬১-৬২ খৃস্টাব্দ) গ্রন্থে দেখা যায়। উপরে পাঠ-ভেদগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহা ছাড়া ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ষাদশ শ্লোকের পাঠ প্রমাদপূর্ণ মনে হওয়াতেই নবরত্নমালা বা সুভাষিতরত্ন-ভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ গৃহীত।

১০, ১২, ১৬, ১৭, ২২-২৯ ও ৩২ -সংখ্যক শ্লোক সুভাষিতরত্ন-ভাণ্ডাগার গ্রন্থেও যথাযথ পাওয়া যায়, কেবল চতুর্বিংশ শ্লোকের একাংশে

০ পদ্য (১৯১১) ও প্রচলিত অষ্টম সংস্করণ (১৯৫২) দেখা হইয়াছে।

‘নীলং | বাসঃ’ পাঠ শাব্দধরপদ্ধতি (১৮৮০) গ্রন্থের প্রামাণ্যে প্রচলিত সংস্করণে ‘বাসো | নীলং’ করা হইয়াছে ।

বহু স্থলে রবীন্দ্রনাথ মর্মানুবাদ মাত্র করিয়াছেন । চতুর্দশ শ্লোকের শেষাংশ নাটকের প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভর্তৃহরিরচিত মূল কাব্যে পরবর্তী শ্লোকের স্মৃচনাতেই আছে : অপসর সখে দূরমস্মাৎ কটাক্ষ বিশিখা ন লাং । সপ্তদশ, বিশেষতঃ ষোড়শ শ্লোকের রূপান্তরে বহুশঃ পরিবর্তনও ফাস্তুনী নাট্যকাব্যেরই প্রয়োজনোপযোগী ।

সর্বশেষ শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ;
সুভাষিতরত্নভাগাগার-ধৃত পাঠ—

যথা হৈকেন চক্রেণ ন রথশ্চ গতির্ভবেৎ

এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধতি ॥

পালি-প্রাকৃত কবিতা

পালি

১

বল্লগন্ধগোপেতং এতং কুম্ভসমুত্তিৎ
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরিপাদসরোরুহে ।
গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং স্নগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যস্তং পূজাভাজনমুত্তমং ।

—বৌদ্ধ এদাহিমা

১

স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জল নবচম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীশ্বের পাদপদ্মতলে ।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত—
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত ॥

প্রাকৃত

২

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মনহরণ
কণঅ পিঅরি গচই
বিজুরি ফুল্লিআ গীবা ।
পথর বিথর হিঅলা
পিঅলা নিঅলং ৭ আবেই ॥

—প্রাকৃতপৈদল

২

বৃষ্টিধারা আবেগে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনকবিজুরি নাচে রে,
অশনি গর্জন করে—
নিষ্ঠুর-অস্তুর মম প্রিয়তম নাই ঘরে ।

পাঠান্তর

অবিরল ঝরছে আবেগের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে—
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না ।

মরাঠী : তুকারাম

১

মাঝিয়ে ম'নীচা জাণা হা নির্ধার ।
জিবাসি উদার জালোঁ আতাঁ ॥
তুজবিণ তুজোঁ ন ধরী' আণিকা ।
ভয় লজ্জা শংকা টাকিয়েলী ॥
ঠায়ী'চা সংবন্ধ তুজ মজ হোতা ।
বিশেষ অনন্ত কেল। সন্তী' ॥
জীবভাব তুঝ্যা ঠেবিয়েলা পায়ী' ।
হেঁ চি আতাঁ নাহী' লাজ তুম্হাঁ ॥
তুকা স্মণে সন্তী' ঘাতলা হাবালা ।
ন সোডী' বিঠ্ঠলা পায আতাঁ ॥

২

নামদেবেঁ কেলোঁ স্বপ্নামাজী জাগোঁ ।
সবেঁ পাণ্ডুরংগে যেউনিয়' ॥
সাংগিতলেঁ কাম করাবেঁ কবিত্ত ।
বাউগোঁ নিমিত্ত বোলোঁ নকো ॥
মাপ টাকী সল ধরিলী বিঠ্ঠলে' ।
থাপটোনি কেলোঁ সাবধান ॥
প্রমাণাচী সংখ্যা সাংগে শত কোটি ।
উরলে শেবটী' লাবী তুকা ॥

১

শুন, দেব, এ মনের বাসনানিচয়—
 জীবনও সঁপিতে আমি নাহি করি ভয় ।^১
 সকলই করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই—
 সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই ।
 হে অনন্তদেব, মোর আছিল সম্বন্ধভোর
 তব সাথে বহু পূর্বে যাহা,
 মিলি যত সাধুগণ আমাদের সে বাঁধন
 দৃঢ়তর করিলেন আহা !
 আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন
 যা আছে তোমারই পদে করেছি অর্পণ ।
 সাধুগণ সঁপিয়াছে আমারে তোমারই কাছে,
 আমি কতু ছাড়িব না ও তব চরণ ।
 তুমিই করো গো মোর লজ্জানিবারণ ।

২

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ক'রে
 একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে ।
 আদেশ করিলা মোরে কবিতারচনে
 মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপবচনে ।
 ছন্দ কহি দিলা মোরে, আদেশিলা পিছু—
 বিঠলেরে লক্ষ্য কোরো লিখিবে যা-কিছু ।^২
 কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে
 এক শত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে ।

৩

ছাল ঠাব তরি রাহেন সংগতী ।
সন্তাচে পংগতী পায়ঁপাশী ॥
আবডীচা ঠাব আলেঁসেঁ টাকুন ।
আতাঁ উদাসীন ন ধরাবৈ ॥
সেবটলি স্ছল নীচ মাঝী বৃত্তি ।
আধারেঁ বিশ্রাস্তী পাবঙ্গেন ॥
নামদেবা পায়ীঁ তুক্যা স্বপ্নীঁ ভেটী ।
প্রসাদ হা পৌটী রাহিলাসে ॥

৪

মজ্জচি ভৌবতাঁ কেলা য়েণেঁ জোগ ।
কায় যাচা ভোগ অন্তরলা ॥
চালোনিয়ঁ ঘরা সর্ব সুখেঁ য়েতী ।
মাঝী তৌ ফজীতী চুকেচি না ॥
কোণাচী বাঙ্গল হোউনিয়ঁ বোড়ু ।
সঁবসারীঁ কাড়ুঁ আপদা কিতী ॥
কায় তরী দেউঁ তোড়তীল পোরৈ ।
মরতীঁ তরী বরৈ হোতেঁ আতাঁ ॥
কাঁহীঁ নেদী বাঁচৌ ধোবিয়ৈলেঁ ঘর ।
সারবাবয়া চোরশেণ নাই ॥
তুকা ক্ষণে রাও ন করিতাঁ বিচার ।
বাহ্নিয়ঁ ভার কুহ্মে মাথঁ ॥

৩

যদি মোরে স্থান দাও° তব পদছায়
 দিবানিশি সাধুসঙ্গে রহিব সেথায় ।
 যাহা ভালোবাসিতাম ছেড়েছি সকল,
 তুমি মোরে ছাড়িয়ে না শুন গো বিষ্ঠল !
 চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান
 শান্তিসুখে কাটাইব এ মম পরান ।
 নামদেবে মোর কাছে পাঠালে স্বপনে,
 ‘এই অনুগ্রহ তব° গাঁথা র’ল মনে ।

৪

মামারই বেলায় উনি যোগী ! নিজের তো বাকি নাই সুখ—
 ব সুখ ঘরে আসে, শুধু আমারই তো ঘুচিল না দুখ ।
 রে মোর অন্ন নেই ব’লে বলো দেখি যাই কার দ্বার ?
 ই পোড়া সংসারের তরে আপদ সহিব কত আর ?
 ন্ন অন্ন ক’রে রাত দিন ছেলেগুলো খেলে যে আমায় !
 রণ তাদের হয় যদি সকল বালাই ঘুচে যায় ।
 কলই কেঁটিয়ে নিয়ে যান, তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার ।’
 কা বলে, ‘দূর, পোড়ামুখী, আপনি মাথায় নিলি ভার ।
 এখন তাহার তরে মিছে কাঁদিলে কী হবে বল্ আর !’

৫

কায় নেগেঁ। হোতা দাবেদার মেলা ।
বৈর তো সাখিলা হোউনি গোহো ॥
কিতী সর্বকাল সোসাবেঁ হেঁ ছুংখ ।
কিতী লোকাঁ মুখ বাঁশুঁ তরী ॥
ঝবে আপুলী অঙ্গি কায় মাঝেঁ কেলোঁ ।
ধড় যা বিটুলে সংসারা চেঁ ॥
তুকা ক্ষণে যেতী বাঙ্গিলে আসড়ে ।
ফুন্দোনিয়ঁ। রড়ে হাঁসে কাঁহী ॥

৬

গোগী আলী ঘরা ।
দাণে খাউঁ নেদী পোরঁ ॥
ভরী লোকাধী পাঁটোরী ।
মেলা চোরটা খাগোরী ॥
খবললী পিসী ।
হাতা ঝোম্বে জৈসী লাসী ॥
তুকা ক্ষণে খোটা ।
রাণ্ডে সঙ্কিতাচা সাঁটা ॥

৫

‘বোধ হয় এ পাষণ্ড পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি,
এ জনমে স্বামী হয়ে বৈর সাধিতেছে এত করি ।
কত ‘জ্বালা সবো বলো’ আর ! কত ভিক্ষা মাগি পরদ্বারে !
বিঠোবার মুখে ছাই ! কী ভালো কল্লেন এ সংসারে !’
তুকা বলে, ‘জ্বী আমার রাগিয়া কতই কটু ভাষে—
কভুবা কাঁদিয়া মরে, কভুবা আপনমনে হাসে ।’

৬

‘ঘরে দুটা অন্ন এলে ছেলেদের দেবো কোথা খেতে,
হতভাগা তা দেবে না— সকলই পরেরে যান দিতে ।’
তুকা বলে, ‘অতিথিরে যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রান্ধসীর মতো এসে হতভাগী ধরে মোর হাত ।’
‘না জানি যে পূর্বজন্মে কতই করিয়াছিলি পাপ’
তুকা বলে, ‘এ জনমে তাই এত পেতেছিস তাপ ।’

আতঁ পোরা কায় খাসী ।
গোহো ঝালা দেবলসী ॥
ডোচকেঁ তিহী ঘাতল্যা মালা ।
উদমাচা সাগুী চালা ॥
আপল্যা পোটা কেলী থোর ।
আমচা নাইঁ যেসপার ॥
হাতীঁ টাল তোণ্ড বাসী ।
গায় দে উলীঁ দেবাপানীঁ ॥
আতঁ আম্হী করুঁ কায় ।
ন বসে ঘরৌঁ রানা জায় ॥
তুকা ক্ষণে আতঁ ধীরী ।
আজুনী নাইঁ জালেঁ তরী ॥

বরেঁ ঝালেঁ গেলেঁ ।
আজী অবঘেঁ মিলালেঁ ॥
আতঁ খাঙ্গিন পোটভরী
ওল্যা কোরড্যা ভাকরি ॥
কিতী তরী তোণ্ড ।
যাঁনীঁ বাজবুঁ মী রাণ্ড ॥
তুকা বাইলে মানবলা ।
ছিথু করুনীয়ঁ বোলা ॥

৭

‘খাবার কোথায় পাবি বাছা,
 বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
 মাথায় জড়ান তিনি মালা,
 ঘরে আর আসেন না ফিরে।
 নিজের হলেই হল খাওয়া,
 আমাদের দেখেন না চেয়ে।
 খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
 মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
 কী করিব বল দেখি বাছা’,
 কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
 ঘরে না বসেন এক রতি,
 চলে যান অরণ্যে সদাই।’
 তুকা বলে, ‘ধৈর্য ধরো মনে’,
 এখনো সকল ফুরায় নাই।’

৮

‘গেছে সে আপদ গেছে, ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
 যা হোক তা হোক ক’রে পেট ভ’রে খেতে পাব ছুটি।
 বোকে বোকে দিনু এলে, জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে।’
 তুকা বলে ‘যদিও সে দিবানিশি কত কটু ভাষে,
 তুকারে তুকার স্ত্রী’ মনে মনে তবু ভালোবাসে।’

ন করবে ধন্দা ।
আইতা তোত্তী পড়ে লোন্দা ॥
উঠি তেঁ তেঁ কুটিতেঁ টাল ।
অবঘা মাণ্ডিলা কোলাহল ॥
জিবন্তুচি মেলে ।
লাজা বাটুনিয়ঁ প্যালে ॥
সঁবসারাকড়ে ।
ন পাহাতী ওস পড়ে ॥
তলমলতী যাধ্যা রাণ্ডা ।
ঘালিতী জীবা নঁবেঁ ধোণ্ডা ॥
তুকা ক্ষণে বরেন্ ঝালেন্ ।
ঘে গে বাইলে লিহিলেন্ ॥

কোণ ঘরা যেতেঁ আমুচ্যা কাশালা ।
কায় জ্যাচা ত্যালা নাইঁ ধন্দা ॥
দেবাসাঠী ঝালেন্ ব্রহ্মাণ্ড সোইরেন্ ।
কৌবল্যা উত্তরেন্ কায় বেঁচে ॥
মানেন্ পাচারিত্তা নব্হে আরাণুক ।
এসেন্ যেতী লোক প্রীতীসাঠী ॥
তুকা ক্ষণে রাণ্ডে নাবড়ে ভূষণ ।
কাঁতলেন্ সেন্ স্থান লাগে পাঠী ॥

৯

‘ঘরে আর আসে না সে— কোনো পরিশ্রম নাহি ক’রে
নিজে নাকি খেতে পায় রোজ রোজ সুখে পেট ভরে !
না উঠিতে শয্যা হতে মিলি দলবলগুলা-সাথে
করতাল বাজাইতে আরম্ভ করেন অতি প্রাতে ।
খেয়েছে লজ্জার মাথা, জ্যাস্তে তারা মড়ার মতন—
ঘরে আছে ছেলেপিলে, তাদের তো না করে যতন ।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে— হতভাগী লজ্জা^{১০}-হুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে মাথায় পাথর ভেঙে মরে ।’
‘ভাগ্যে যাহা আছে তাহা’— তুকা বলে, ‘থাক সহ ক’রে ।’

১০

‘হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই^{১১} হাতে ?’
তুকা কহে, ‘ঈশ্বরের তরে
ব্রহ্মাণ্ড^{১২} মিলেছে মোর সাথে ।
^{১৩}ভালোমুখে দু-চারিটা কথা
না জানি তাহে কী ক্ষতি আছে !^{১৪}
কোথাও যায় না যারা কভু^{১৫}
ভালোবেসে আসে মোর কাছে ।
এও সে বাসে না ভালো— হায়^{১৬},
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া !
সকল লোকের পাছে পাছে^{১৭}
কুকুরের মতো করে তাড়া ।’

১১

আম্বী জাতো আপুল্যা গাঁবা ।
আমুচা রামরাম ঘ্যাবা ॥
তুমচী আমচী হে চি ভেটী ।
যেথুনিয়ঁ। জন্মতুটী ॥
আতঁ। অসোঁ। ছাবী দয়া ।
তুমচ্যা লাগতসেঁ পায়ঁ। ॥
যে তঁ। নিজধামীঁ কোণী ।
বিঠ্ঠল বিঠ্ঠল বোলা বাণী ॥
রামকৃষ্ণ মুখীঁ বোলা ।
তুকা জাতো বৈকুণ্ঠালা ॥

১২

ঘরিক্ষি দারিক্ষি সুখী তুম্মি নান্দা ।
বডিলঁ।সি সাজ্জা দণ্ডবত ॥
মধাচিয়ে গোড়ী মানী ঘালি উড়ি ।
গেলি প্রাপ্তঘড়ী পুন্হা নয়ে ॥
গজ্জেচা তো ওঘ সাগরাসী গেলা ।
নাহিঁ মাগেঁ আলা পরতোনী ॥
ঐসিয়া শক্কাচা বরা হেত ধরা ।
উপকার করা তুকয়াবরী ॥

১১

দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে—
 এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে ।
 আর কী কহিব বলো, মনে রেখো মোরে—
 আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে ।
 বলো সবে রাম কৃষ্ণ বিষ্ঠাঠলের নাম—
 বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম ।

১২

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা
 এই আশীর্বাদ— সুখে থাকো গো তোমরা ।
 গুরু পূজ্যলোক মোর রয়েছেন যত
 প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত ।
 মধু-অন্বেষণ-তরে অলি যায় উড়ে—
 বস্ত্র ছিন্ন হ'লে পরে আর কি সে জুড়ে ?
 নদী যবে একুবার সাগরেতে মিশে
 তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে ?
 এই-সব কথাগুলি মনে জেনো সার—
 এই-যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর ।

১৩

পতাকাধা ভার যুদঙ্গাচা ঘোষ ।
জাতী হরিদাস পংচরীসী ॥
লোকাধী পংচরী আহে ভূমীবরী ।
আম্মা জাণে' দুরী বৈকুণ্ঠাসী ॥
কাঁহী' কেল্যা তুম্মা উমজেনা বাট ।
ক্ষমুনি বোভাট করুনি জাঠে ॥
মাগে' পুটে' রডাল করাল আরোলী ।
মগ কদাকালী' তুকা ন য়ে ॥

১৪

সথে সজ্জনহো ঘ্যারে রামনাম ।
সঙ্গে এতো কোণ নিশ্চয়েসী ॥
আমুচে গাবীধে জরী রত্ন গেলে' ।
নাহি' সাংগীতলে ক্ষণাল কোণী ॥
ক্ষণোনীয়া জরী তুম্মা' করিঠে' ঠাওয়ে' ।
ন কলে তরী জাওয়ে পুটে বাটে ॥
ইতক্যাবরী রহাল জরী তুম্হি মাগে ।
তুকা নিরোপ সাজে বিঠোবাশি' ॥

১৩

ধরায় পাণ্ডুরী আছে লোকেদের তরে,
আমি চলিলাম কিন্তু বৈকুণ্ঠের 'পরে ।
যাহা-কিছু কর সবে ইহা জেনো সার—
বৈকুণ্ঠের সেই পথ খুঁজে পাওয়া ভার ।
আমি গেলে কাঁদিবে সকলে উচ্চরবে,
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে ।
আমার যে পথ, বড়ো সহজ সে নয়—
দুর্গম সে পথ অতি জানিয়ে নিশ্চয় ।

১৪

বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে—
তিনি ছাড়া সত্য বলো কী আছে এ ভবে ।
'গ্রামের রত্ন যে ছিল সে ছাড়িল দেহ
মোদের সে বার্তা তবু জানালে না কেহ'
পাছে এই কথা বলো ভয় করি, তাই
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইলু ভাই !
লইয়া ধ্বজার বোঝা, করি ভেরীরব
পাণ্ডুরীপুরেতে যায় হরিভক্ত সব ।

তুকা উতরলা তুকী ।
নবল জালে তিহী লোকী ॥
নিত্য করিতো কীর্তন ।
হেঁ চি মাঝেঁ অনুষ্ঠান ॥
তুকা বৈসলা বিমানী ।
সন্তু পাহাতী লোচনী ॥
দেব ভাবাচা ভুকেলা ।
তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা ॥

১৫

তুকার পরীক্ষা শেষ হয়,
তিন লোকে লাগিল বিস্ময় ।
প্রত্যহ দেবতাগুণগান
ইথে তার কেটে গেছে প্রাণ ।
তুকা বসি আছে স্বর্গরথে,
দেবগণ দেখে স্বর্গ হতে ।
বিধি তিনি ভক্তি শুধু চান,
তুকারে বৈকুণ্ঠে লয়ে যান ।

রূপান্তর : টীকা

১ নবরত্নমালা-ধৃত প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র—

শুন, দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়,
জীবন মঁপিছু পদে হইয়ে নির্ভয় ।

২ নবরত্নমালায় পাঠান্তর—

গম্ভীর সে বাণী,
বিষ্ঠলজী নিজহস্তে ধরেন লেখনী ।

৩ নবরত্নমালা : দেও

৪ নবরত্নমালা : তুকা-

৫ নবরত্নমালা : তোমার প্রসাদ এই

৬ নবরত্নমালা : দুঃখ সব

৭ শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে নাই ।

৮ পাণ্ডুলিপিতে : এখনি

৯ নবরত্নমালা : স্ত্রী যে

১০ নবরত্নমালা : লাজ

১১ পাণ্ডুলিপি : নেই

১২ পাণ্ডুলিপি : পৃথিবী

১৩ ছত্রদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ—

দুচারিটা ভাল বাক্যে

তাতে কিবা ক্ষতি বৃদ্ধি আ [ছে]

॥ মন্তব্য ॥ ১, ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১৩, ১৪ ও ১৫ -সংখ্যক তুকারাম-ভজনের ভাষান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত । ৪, ৭, ১০ ও ১১ -সংখ্যক রূপান্তর নবরত্নমালা হইতে গৃহীত । ৬ ও ১২ -সংখ্যক বাংলা কবিতার পাঠ নবরত্নমালায় ও মালতীপুঁথিতে অভিন্ন । মালতীপুঁথির জীর্ণতা-বশতঃ ৪, ৭, ১০ ও ১১ -সংখ্যক রূপান্তর পাণ্ডুলিপিতে কোনো কোনো স্থলে পড়া যায় না ।

हिन्दी : मध्याह्न

১

গুরুচরণকী আশা ।
গুরুকৃপা ভব নিশা সিরাগী
দীপত জ্ঞান উজালা ।
কারী কমরিয়া গুরু মোহি দীনী,
নাম জপনকো মালা ।
জল পীবন কো তুষ্টী দীনী
আসন্ চরণ পাশা ।
গুরুচরণকী আশা ॥

—গোরখনাথের অন্যতম শিষ্য

২

করবোঁ মৈঁ কবন বহানা
গবন হমরো নিয়রানা ।
সব সখিয়নমেঁ চুনরী মোরী মৈলী—
তুজে পিয়া ঘর জানা ।
এক লাজ মোহী শাস ননদকী—
তুজে পিয়া মারে তানা ।
পিয়াকে পগিয়া রঙ্গী জোনা রঙ্গমে
হমরো চুনরিয়া রঙ্গানা ॥

—কবীর

১

গুরু, আমায় মুক্তিধনের
দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক
দিবানিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা
নামমণির দীপ্তি -জ্বালা।
তৃষ্ণীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়-তৃষা।

২

চূড়াটি তোমার
যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার
চুনরি রাঙিয়ে দিয়ে।

পা ঠা স্ত র

তোমার ঐ মাথার চূড়ায়
যে রঙ আছে উজ্জলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার
বুকের কাঁচলি।

শিখ ভজন

১

এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর সির নারেঁ ।
সেরক জনকে সের সের পর
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর
ছুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ ।
বনা-বনামেঁ সঁরল সঁরল
গিরি-গিরিমেঁ উন্মিত উন্মিত
সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল
সাগর-সাগর গন্তীর এ ।
চন্দ্র সুরজ বরৈ নিরমল দীপা
তেরো জগমন্দির উজার এ ।

২

বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ—
অমল কমল বিচ
উজল রজনী বিচ
কাজর ঘন বিচ
নিশ আধিয়ারা বিচ
বীণ রণন সুনায়ৈ ।
বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ ॥

১

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
 মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ।
 সেবক জনের সেবায় সেবায়,
 প্রেমিক জনের প্রেমমহিমায়,
 ছুঃখী জনের বেদনে বেদনে,
 সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
 মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ।
 কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
 পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
 নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
 সাগরে সাগরে গস্তীর হে,
 মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ।
 চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ—
 তব জগমন্দির উজ্জল করে,
 মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ।

২

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
 অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
 কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
 কুসুমসুরভি-মাঝে বীণরগন শুনি যে
 প্রেমে প্রেমে বাজে ॥

পরিশিষ্ট ১
মৈথিলী : বিদ্যাপতি

১

নায়িকা সঁ দূতি উক্তি

কণ্টক মাঁহ কুসুম পরগাসে ।
বিকল ভমর নহিঁ পার্থি বাসে ॥
ভমরা ভরমে রমে সভ ঠামেঁ ।
তুঅ বিহু মালতি নহিঁ বিসরামেঁ ॥
ও মধুজীব তৌহেঁ মধু রাসে ।
সন্ধি ধরিএ মধু মনহিঁ লজা সে ॥
অপনহঁ মন দয় বুঝু অবগাহে ।
ভমর মরত বধ লাগত কাহে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তৌ পয় জীরে ।
অধর সুধা রস জৌঁ পয় পীরে ॥ ২

২

নায়ক সঁ দূতি বচন

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে ।
তুঅ অভিসার কয়লি জত সুন্দরি
কামিনি করু কে আনে ॥

...

দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজঙ্গ পতি
জসু মন পরম তরাসে ।
সে সুবদনি কর ঝপইতি ফনি মণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাশে ॥

...

কাম প্রেম দুহু এক মত ভয় রহু
কখনে কী ন করারে ॥ ৭

১

[ক] ঠকমাঝারে কুসুমপরকাশ,
 [বি] কল ভ্রমর সেথা নাহি পায় বাস ।
 [ভ্র] মভরে ভ্রমর রমিছে নানা ঠাঁই—
 [তু] হু বিনা, হে মালতী, বিশ্রাম নাই ।
 [ও] যে মধুজীবী তোমারি মধু চায়—
 [স] কি রেখেছ মধু মনের লজ্জায় ।
 [আ] পনার মন দিয়া বুঝ সুবিচারে
 [ভ্রম] রবধের দায় লাগিবে কাহারে ।
 [বি] ভ্রাপতি ভনয়ে তখনি পাবে প্রাণ
 [অ] ধরপীযুষরস যদি করে পান । ২

২

সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে,
 এত আর কে করিয়াছে ?
 [ভ] বনভিত্তিতে লিখিত [ভু] জঙ্গপতি দেখিয়া
 যার মন [প] রম আসিত হয়,
 সেই সুবদনী [ফ] নিমনি করে ঢাকিয়া
 হাসিয়া [তে] আমার কাছে আসিল ।*

...

কাম প্রেম উভয়ে যদি একমত হইয়া থাকে,
 তবে কখন কী না করায় ! ৭

* করে [ফ] নিমনি ঢাকিবার তাৎপর্য [বো] ধ করি এইরূপ হইবে
 যে, [পা] ছে ফনিমনির আলোকে [তা] হাকে দেখা যায়, গোপন
 অভিসারের ব্যাঘাত করে ।

৩

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

রাহু মেঘ ভয় গরসল সূর ।
পথ পরিচয় দিবসহিঁ ভেল দূর ॥
নহিঁ বরিসয় অবসর নহিঁ হোএ ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহিঁ কোএ ॥

...

এহি সংসার সারবস্তু এহ ।
তিলা এক সঙ্গম জাব জিব নেহ ॥ ১৯

৪

রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন

বদন মিলায় ধয়ল মুখ মণ্ডল
কমল বিমল জনি চন্দা ।
ভমর চকোর দুঅও অলসাএল
পীরি অমিঅ মকরন্দা ॥ ৩৭

৫

সখী সঁ নায়িকা বচন

সমুদ্র ঐসনি নিসি ন পারিঅ ওরে ।
কখন উগত মোর হিত ভয় সূরে ॥ ৩৮

৩

[র]াহ্ মেঘ হইয়া / আকার ধারণ করিয়া, সূর্য গ্রাস করিল ।

...

এখন বর্ষণ হইতেছে না,

এবং দিনের বেলায় অবসর নাই,

সেই-হেতু পুরপরিজন কেহ সঞ্চরণ করিতে[ছে] না ।

...

যাবজ্জীবন প্রেমের পর এক তিল সঙ্গম । ১৯

৪

মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া ধরিল,

পদ্যের উপরে চাঁদ ।

অমিয়-মকরন্দ পান করিয়া

পবন ও চকোর দুজনেই অলসিত হইল ।—

কামিনী চকোর, পুরুষ ভ্রমর । ৩৭

৫

[স]মুদ্রের মতো নিশির [পার] পাই না ।

[আ]মার হিতকর হইয়া [সূ]র্য কখন উদিত হয় ! ৩৮

৬

নায়ক ও মুখা নায়িকা মিলন
মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী ।
লোভিত মধুকর কোঁসল অনুসর
নব রস পিবু অবগাহী ॥

...

আরতি পতি পরতীতি ন মানথি
কি করথি কেলিক নামে ॥

...

চাঁপল রোস জলজ জনি কামিনি
মেদনি দেল উপেথে ।

...

এক অধর কৈ নীবি নিরোপলি
দু পুনি তীনি ন হোঙ্গি ।
কুচ জুগ পাঁচ পাঁচ শশি উগল
কি লয় ধরথি ধনি গোঙ্গি ॥

আকুল অলপ বেয়াকুল লোচন
আঁতর পূরল নীরে ।

মনমথি মীন বনসি লয় বেধল
দেহ দসো দিশি ফীরে ॥

ভনহি বিজ্ঞাপতি ছুহক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী ।

অসহ সহথি কত কোমল কামিনি
জামিনি জিব দয় গেলী ॥ ২৯

৬

লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি
অবগাহিয়া নবরস পান করে ।

...

আরতি পতি পরতীতি মানে না—
কেলির নামে কী করে !

...

রোষে যেন মাটিতে উপেক্ষায়
পদ্যকে চাপিল ।
এক হাত অধরে, এক হাত নীবিতে,
কিন্তু তিন হাত তো নেই—
কুচযুগে যে পাঁচটা পাঁচটা
শশী উদিত হই[ল]
কী দিয়ে ধনৌ সেটা গোপন করে !
অল্প আকুল, ব্যাকুল লোচনাস্তর
নীরে [পূরিল]
মন্মথ মীনকে বংশী দিয়া বিঁধিল,
তাহা[র ...] দশ দিকে ফিরিতেছে ।

...

কোমল কামিনী অসহ কত সয়—
যামিনী জীবন দিয়া গেল । ২৯

সখী সঁ নারিকা বচন

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে ।
জনিকা জন্ম হোইত হম গেলছ'
ঐলছ' তনিকর অন্তে ॥
জাহি লয় গেলছ' সে চল আএল
তৈঁ তরু রহলি ছপাঈ ।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তৈঁ হম পরম অনাঈ ॥
জৈঁতহি' নাল কমল হম তোরলি
করয় চাহ অবশেখে ।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তৈঁহি অধর করু দংশে ॥
লেলি ভরল কুস্ত তৈঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশ পাশে ।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তৈঁ উর্ধ্ব স্বাস ন বাকে ॥
ভনহি' বিজ্ঞাপতি সুনু বর জৌমতি
ঈ সভ রাখু মন গোঈ ।
দিন দিন ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব
বোলি বেকত জন্ম হোঈ ॥ ৩৯

৭

[ষঁ]াহার জন্মে গেলেম [তঁ]াহার অস্ত্রে আসিলাম ।
 সূর্যোদয়ে অথবা চন্দ্রোদয়ে (?) গেলেম,
 সূর্যাস্তে বা চন্দ্রাস্তে আসিলাম ।
 যাহার জন্ম গেলেম সে চলিয়া আসি[ল],
 তাই তরুতলে লুকাইলাম ।
 সে পুন গেল, তাকে আমি আনিলা[ম],
 সে আমার পরম অন্তায় ।
 যখন কমল নাল ভাঙিয়া অবশেষে হাতে লইলাম
 শব্দ করিয়া মধুকর ধাইল,
 আমার অধর দংশন করিল ।
 কুন্ত ভরিয়া লইলাম,
 তাই উরস্থল গ্রাসিয়া কেশপাশ সরিয়া খসিয়া পড়িল ।
 দশজন সখী আশুপাছু হইয়া চলিল,
 তেঁই উর্ধ্বশ্বাস ও বাক্য নাই ।...

মনে গোপন করিয়া রাখ ।
 দিনে দিনে ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াই[বি],
 বললে পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে । ৩৯

ননদি সঁ নায়িকা বচন
ননদী সরূপ নিরূপহ দোসে ।
বিহু বিচার ব্যভিচার বুঝেবহ
সাসু করয়বহ রোসে ॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি
করয় চাহলি অবতংসে ।
রোষ কোষ সঁ মধুকর ধাওল
তৈঁহি অধর করু দংশে ॥
সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু
হেরি নহিঁ সকলহুঁ আগু ।
সাঁকর বাট উবটি হম চললহুঁ
তৈঁ কুচ কণ্টক লাগু ॥
গরুঅ কুন্তু সির থির নহিঁ থাকয়
তৈঁও ধসল কেশ পাসে ।
সখি জন সঁ হম পাছু পড়লহুঁ
তৈঁ ভেল দীর্ঘ নিশাসে ॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল
তথিহুঁ উতর হম দেলা ।
অমরখ তাহি ধৈরজ নহিঁ রহলৈ
তৈঁ গদ গদ সুর ভেলা ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি স্নু বর জউবতি
ঈ সভ রাখহ গোঈ ।
নন্দী সঁ রস রীতি বচাওব
গুপ্ত বেকত নহিঁ হোঈ ॥ ৪০

৮

বিনা বিচারে ব্যভিচার বুঝ, শ্বাশুড়িকে রাগাও ।
কৌতুকে কমলনাম তুলিয়া
অবতংস করিতে চাহিলাম,
রোষে আক্রোশে মধুকর ধাইয়া অধর দংশন করিল ।
সরোবর-ঘাটে বাটে কণ্টকতরু,
সকলগুলে[১] আবার চোখেও পড়ে না ।

...

তাই কেশপাশ ধসিল,
আমি সখীদের পিছিয়ে পড়েছিলুম
তাই দীর্ঘনিশ্বাস ।
পথে অপরাধের নিন্দা প্রচারিল,
আমি তার উত্তর দিলেম ।
মূর্থ, তাই ধৈর্য ছিল না—
স্বরটা সেই জন্তে গদগদ-গোছ হয়েছে ।

...

ননদী হইতে রসরীতি বাঁচিয়ে রেখো,
দেখো গোপন যেন ব্যক্ত না হয়ে পড়ে । ৪০

৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

... একহিঁ নগর বসু মাধব সজনী
পর ভাবিনি বস ভেল ।

...

অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দৌনা নীমক ডার ।
সেহো ফুল ওতহি সুখাএল সজনী
রসময় ফুলল নেরার ।
বিধি বস আজ আএল ছথি সজনী
এত দিন ওতহি গমায় ।
কোন পরি করব সমাগম সজনী
মোর মন নহিঁ পতিআয় ॥ ৪৩

১০

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

লোচন অরুণ বুঝলি বড় ভেদ ।
রৈনি উজাগরি গুরুঅ নিবেদ ॥
ততহিঁ জাহ হরি ন করহ লাথ ।
রৈনি গমৌলহ জনিকৈ সাথ ॥
কুচ কুসুম মাখল হিঅ তোর ।
জনি অনুরাগ রাগি কর গোর ॥
আনক ভূষণ লাগল অঙ্গ ।
উকুতি বেকত হোঅ আনক সঙ্গ ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি বজবহঁ বাধ ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাধ ॥ ৪৪

৯

... এক নগরেই মাধব বাস করে,
কিন্তু পরভাবিনীর বশ হইল।

...

অভিনব এক কমলফুল
নিমের দোনায়ে ডারে।
সে ফুল আতপে শুকাইল,
রসময় হইয়া ফুটিতে পারিল না।
বিধিবশে আজ আইল,
পরে আবার কাহার সহিত সমাগম হইবে—
আমার মন প্রত্যয় যায় না। ৪৩

১০

[লোচ]ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝিতেছি—
রাত্রিজাগরণগুরু নির্বেদ।
[যাও যাও] আর ভাণ কোরো না।
[যার] সঙ্গে রাত কাটালে [তা]র কাছে যাও।
[কুচকু] কুম তোর হৃদয়ে [মা]খিল— যেন
অনু[রাগে]র রঙে গৌর [করিয়]াছ।
অন্যের ভূষণ [অঙ্গে] লাগিল,
ইহাতে [অং]গুর সঙ্গ ব্যক্ত হইতেছে।
[বিদ্য]াপতি ভনে— এরূপ বলা ভালো নয়,
[বড়ো]র অন্যায়ে মৌন হয়ে থাকাই উচিত। ৪৪

নারিকাঁ সঁ দূতি বচন

কমল ভ্রমর জগ অছএ অনেক ।
সভ তাঁহ সে বড় জাহি বিবেক ॥
মানিনি তোরিত করিঅ অভিসার ।
অবসর খোড়ছ বহুত উপকার ॥
মধু নহিঁ দেলহ রহলি কি খাগি ।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি ॥
অতি অতিশয় ওলনা তুঅ দেল ।
জাব জীব অনুতাপক ভেল ॥
তোহেঁ নহিঁ মন্দ মন্দ তুঅ কাজ ।
ভলো মন্দ হোঅ মন্দ সমাজ ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি দুতি কহ গোএ ।
নিজ ক্রতি বিনু পরহিত নহিঁ হোএ ॥ ৪৫

কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে,
 সব চেয়ে সেই বড়ো যাহার বিবেক আছে।
 মানিনী খরায় অভিসার করো—
 অল্প অবসর, কিন্তু বহু উপকার।
 মধু না দিলি ...
 সেই সম্পত্তি যাহা পরহিতের জন্য।...
 যাবজ্জীবন অনুতাপ রহিল।
 [তো]তে মন্দ না থাক্,
 [তে]র কাজ মন্দ।
 মন্দ সমাজে ভালোও মন্দ হয়।
 বিদ্যাপতি কহে— হে দূতী,
 গোপনে বলো যে,
 নিজকৃতি বিনা পরহিত হয় না। ৪৫

নাথিকাক প্রতি সখিক প্রবোধন
ধন জীবন রস রঞ্জে ।
দিন দশ দেখিঅ তুলিত তরঙ্গে ॥
সুঘটিত বিহ বিঘটারে ।
বাঁক বিধাতা কী ন করারে ॥
ঈও ভল নহিঁ রীতী ।
হঠেঁ ন করিঅ ছরি পুরুষ পিরীতী ॥
সচ° কিত হেরয় আসা ।
সুমরি সমাগম সুপল্লক পাসা ॥
নয়ন তেজয় জল ধারা ।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা ॥
লখ জোজন বস চন্দা ।
তৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা ॥
জকরা জাসঁ রীতী ।
দুরহক দুর গেলৈঁ দো গুন পিরীতী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাহে ।
বোলল বোল সুপল্ল নিরবাহে ॥ ৪৬

[ধ]ন যৌবন রসরঞ্জে
 দিন দশ তরঙ্গ তোলে ।
 [বিধি] স্মৃতিটিকে বিঘটায়—
 বাঁকা বিধাতা কী না করায় !
 [ইহা ভ]ালো রীতি নয়—
 জোর করে পূর্ব পিরীত দূর কোরো না ।
 [সচ]কিতে আশাপথ দেখো
 স্প্রভুর সমাগম স্মরণ করিয়া ।
 [নয়নে] জল, কাপড় পরাও নেই—
 হার পরাও !
 [লাখ] যোজনে চাঁদ
 তবুও কুমুদিনী আনন্দ করে ।
 দূরে গেলে দ্বিগুণ পিরীতি ...
 কথিত কথা নির্বাহ করে । ৪৬

১৩

কোন বন বসথি মহেস ।
কেও নহিঁ কহথি উদেস ॥
তপোবন বসথি মহেস ।
ভৈরব করথি কলেস ॥
কান কুণ্ডল হাথ গোল° ।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল ।
তাহি বন পিয়া হসি বোল ॥
একহিঁ বচন বিচ ভেল ।
পছ উঠি পরদেস গেল ॥ ৪৭

১৪

নাযিকা ক্লুত স্বদুখ বর্গন
এক দিন ছলি নব রীতি রে ।
জল মিন জেহন পিরীতি রে ॥
একহিঁ বচন ভেল বীচ রে ।
হসি পছ উতরো ন দেল রে ॥
একহিঁ পলঙ্গ পর কান্হ রে ।
মোর লেখ ছর দেশ ভান রে ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল রে ।
তাহি বন পিআ হসি বোল রে ॥
ধরব জোগিনিআক ভেস রে ।
করব মেঁ পছক উদেস রে ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি ভান রে ।
সুপুরুখ ন করে নিদান রে ॥ ৪৮

১৩

কোন্ বনে মহেশ বসে
 কেহ উদ্দেশ্য কহে না।
 তপোবনে বসে মহেশ,
 ভৈরব করিছে ক্লেশ—
 কানে কুণ্ডল, হাতে গোলা,
 তাহে বনে, পিয়ার মিঠি বোল।
 যে বনে তৃণ না দোলে
 সে বনে পিয়া হেসে বোলে।
 একটি কথা মাঝে হইল—
 প্রভু উঠি পরদেশ গেল। ৪৭

১৪

একদিন নূতন রীতি হয়েছিল,
 জলে মীনে যেমন পিরীতি রে।—
 একটি কথা মাঝে হল,
 হাসি প্রভু উত্তর না দিল।—
 একই পালঙ্ক-পরে কান,
 মোর মনে দূরদেশ-জ্ঞান।
 যে বনে কিছুই না দোলে
 সে বনে পিয়া হাসি বোলে।
 ধরিব যোগিনীর বেশ রে,
 করিব প্রভুর উদ্দেশ্য রে।
 ভনয়ে বিজ্ঞাপতি ভান রে—
 সুপুরুষ না করে নিদান রে। ৪৮

পরকীয়া নায়িকা সঁ নায়ক বচন
পূর্বক প্রেম ঐলছঁ তুঅ হেরি ।
হমরা অরৈত বৈসলি মুখ ফেরি ॥
পহিল বচন উতরো নহিঁ দেলি ।
নৈন কটাক্ষ সঁ জিব হরি লেলি ॥
তুঅ শশিমুখি ধনি ন করিঅ মান ।
হমছঁ ভ্রমর অতি বিকল পরান ॥
আস দেই ফেরি ন করিএ নিরাসে ।
হোছ প্রসন হে পুরহ মোর আসে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্নু পুরমানে ।
তুহ মন উপজল বিরহক বানে ॥ ৪৯

পূর্বপ্রমে আসিহু তোমা হেরিতে ।
 আমি আসতেই বসিলে মুখ ফিরায়ে—
 প্রথম বচনে উত্তর না দিলে,
 নয়নকটাক্ষে জীবন হরি নিলে ।
 তুমি শশিমুখী ধনী না করিয়ো মান—
 আমি যে ভ্রমর, অতি বিকল পরান ।
 আশ দাও, পুন নাহি করিয়ো নিরাশ ।
 হও হে প্রসন্ন, পূরাও মম আশ ।
 ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
 ছুহু মনে উপজিল বিরহের বাণ । ৪৯

নায়িকা সঁ নায়ক বচন

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান ।

এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছি

জাগল পয় পচোবান ॥

জুড়ি রইনি চকমক কর চানন

এহন সময় নহিঁ আন ।

এহি অবসর পছ মিলন জেহন সুখ

জকরহিঁ হোএ সে জান ॥

রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি

জেকর অধর মধু পান ।

অপন অপন পছ সবছ জেমাওলি

ভুখল তুঅ জজমান ॥

ত্রিবিলা তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম

উরজ শব্দু নিরমান ।

আরতি পতি পরতিগ্রহ মগইছি

করু ধনি সরবস দান ॥

দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন

দৃঢ় করু অপন গেআন ।

সঙ্কিত মদন বেদন অতি দারুন

বিজ্ঞাপতি কবি ভান ॥ ৫০

১৬

মানিনী, এখন উচিত নহে মান ।
 এখনকার রঙ্গ এমন-মতো লাগিছে—
 জাগিল পঞ্চবাণ ।
 জুড়িয়া রজনী চকমক করে চন্দ্র—
 এমন সময় নাহি আন ।
 হেন অবসরে প্রভুমিলন যেমন সুখ,
 যাহার হয় সেই জানে—
 রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করে
 যেমন (?) অধরমধুপান ।
 আপন আপন প্রভু সবাই সন্তোষিল,
 ক্ষুধিত তোমারই যজমান ॥
 ত্রিবলীতরঙ্গ গঙ্গাযমুনাসঙ্গম,
 উরজ শঙ্কুনির্মাণ—
 পতি আরতি-প্রতিগ্রহ মাগিছে—
 করো, ধনী, সর্বস্ব দান ।
 একজন দীপ, অপর আলো, মন স্থির রহে না—
 করো দৃঢ় আপন-জ্যেয়ান ।
 সঞ্চিত মদনবেদন অতি দারুণ—
 বিছাপতি কবি ভাণ । ৫০

মাধব ঈ নহিঁ উচিত বিচারে ।
জনিক এহন ধনি কাম কলা সনি
সে কিঅ করু ব্যভচারে ॥
প্রাণহঁ তাহি অধিক কয় মানব
হৃদয়ক হার সমানে ।
কোন পরিয়ুক্তি আন কৈঁ তাকব
কী থিক হুনক গেআনে ॥
কুপিন পুরুষ কৈঁ কেও নহিঁ নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে ।
নিজ ধন অছৈতি নৈ উপভোগব
কেবল পরহিক আসে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্নু মথুরাপতিঃ
ঈ থিক অনুচিত কাজে ।
মাঁগি লাএব বিত সে যদি হোয় নিত
অপন করব কোন কাজে ॥ ৫১

১৭

মাধব এ নহে উচিত বিচার—
 যাহার এমন ধনী কামকলাসম
 সে কি রে করে ব্যভিচার !
 প্রাণ হতে তারে অধিক মানি
 হৃদয়ের হার-সমান ।
 কোন্ যুক্তিতে সে অগ্নিরে তাকায়—
 এ কিরূপ তার জ্ঞান !
 কৃপণ পুরুষে কেহ খ্যাতি নাহি করে,
 জগ ভরি করে উপহাস ।
 নিজধন থাকিতে না করে উপভোগ,
 কেবল পরের প্রতি আশ ।
 ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুন মথুরাপতি,
 এ বড়ো অনুচিত কাজ—
 মেগে-আনা বিত্ত সে যদি হয় নিত্য তবে
 আপন বিত্ত করিবে কোন্ কাজ ! ৫১

১৮

হরি সঁ নায়িকা বচন

আজু পরল মোহি কোন অপরাধে ।
কিঅ ন হেরিএ হরি লোচন আধে ॥
আন দিন গহি গুম লারিঅ গেহা ।
বহু বিধি বচন বুঝাএব নেহা ॥
মন দৈ রুসি রহল পহু সোঙ্গি ।
পুরথক হৃদয় এহন নহিঁ হোঙ্গি ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি শুনু পরমান ।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান ॥ ৫২

১৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

মাধব কি কহব তিহরো গেআনে ।
শুপহু কহলি জব রোস কয়ল তব
কর মুনল ছুহু কানে ॥
আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু
তেঁ কিছু পুছিও ন ভেলা ।
এহন করমহিন হম সনি কে ধনি
কর সঁ পরসমনি গেলা ॥
জোঁ হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধী ।
কৌসল করতল বাহুঁ লতা লয়
দৃঢ় কয় রখিতহুঁ বাঁধী ॥

১৮

আজু° পড়িছু আমি কোন্ অপরাধে—
 কেন না হেরিছে হরি লোচন-আধে !
 অন্তদিন গ্রীবা ধরি নিয়ে আসে গেহ ।
 বহুবিধ বচনে বুঝাও স্নেহ ।
 মনে হয় রুষিয়া রহিল প্রভু সেই ।
 পুরুষের হৃদয় এমন নাহি হয় ।
 ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
 বাড়িল প্রেম, চলিয়া গেল মান । ৫২

১৯

মাধব কী কহিব তাহার জ্ঞেয়ানে ।*
 সুপ্রভু কহনু° যবে রোষ করিল তবে,
 করে মুদিল ছই কানে ।
 আইল গমনবেলা, নীদ না টুটিল,
 সে তো কিছু নাহি শুধাইল !
 এমন কর্মহীন মম সম কোন্ ধনী !
 হাত হইতে স্পর্শমণি গেল !
 যদি আমি জানিতাম এমন নিষ্ঠুর প্রভু,
 কুচে কাঞ্চনগিরি সাধি
 কৌশল করিয়া বাহুলতা লয়ে
 দৃঢ় করি রাখিতাম বাঁধি ।

* অর্থাৎ, মাধবের জ্ঞা[নর] কথা কী ক[হিব] !

বিদ্যাপতি

ই স্মিরিঞে জব জঁ ন মরিঞে তব
বুধি পড় হৃদয় পখানে ।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরু
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৫৩

২০

সখী সঁ নায়িকা বচন

কি কহর আহে সখি নিঅ অগেআনে ।
সগরো রইনি গমাওলি মানে ॥
জখন হমর মন পরসন ভেলা ।
দারুণ অরুণ তখন উগি গেলা ॥
গুরু জন জাগল কি করব কেলী ।
তনু ঝপইত হম আকুল ভেলী ॥
অধিক চতুরপন ভেলহঁ অজ্ঞানী ।
লাভক লোভ মুরহু ভেল হানী ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে ।
অবসর কাল উচিত নহিঁ রোসে ॥ ৫

ইহা স্মরিয়া যবে জীবন না মরিল তবে
 বুঝি বড়ো হৃদয় পাষণ ।
 হেমগিরিকুমারী-চরণ হৃদয়ে ধরি
 কবিরিদ্ভাপতি-ভাগ । ৫৩

২০

কী করিব, আহে সখী, নিজ অজ্ঞানে—
 সকল রজনী গোড়াইলু মানে ।
 যখন আমার মন পরশ করিল
 দারুণ অরুণ তখন উদিত হইল ।
 গুরুজন জাগিল, কী করিব কেলি—
 তনু ঝাঁপাইতে আমি আকুল হইলু ।
 অধিক চতুরপনে হইলু অজ্ঞানী,
 লাভের লোভে মূলেই হল হানি ।
 ভনয়ে বিদ্ভাপতি— নিজমতি-দোষ !
 অবসরকালে উচিত নহে রোষ । ৫৪

নায়িকা-কৃত স্বদুখ বর্ণন

মাধব তৌ হে জনি জাহ বিদেসে ।
হমরো রঙ্গ রভস লয় জৈবহ
লৈবহ কোন সনেসে ॥
বনহিঁ গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা ।
হিরা মনি মানিক একো নহিঁ মাঁগব
ফেরি মাঁগব পছ তোরা ॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখিও ন ভেল পছ তোরা ।
একহি নগর বসি পছ ভেল পরবস
কৈসে পুরত মন মোরা ॥
পছ সঙ্গ কামিনি বহুত সোহাগিনি
চন্দ্র নিকট জৈসে তারা ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
অপন হৃদয় ধরু সারা ॥ ৫৫

২১

মাধব, তুঁহু° যদি যাও বিদেশে
 আমার রক্ত রক্তস লয়ে যাবে হে—
 রাখিবে কোন্ সন্দেশে !
 বনে গমন কর হইয়া দুসরমতি (ভিন্নমতি),
 বিসরি যাইবে পতি মোরে ।
 হৌরা মণি মানিক কিছু নাহি মাগিব,
 ফের মাগিব প্রভু তোরে ।
 যখন গমন করো, নয়নে নীর ভরি
 দেখিতে না পাইনু প্রভু তোরে ।
 এক নগরেতে বসি প্রভু হইল পরবশ,
 কেমনে পুরিবে মন মোর !
 প্রভুসঙ্গে কামিনী বড়োই সোহাগিনী,
 চন্দ্র-নিকটে যেন তারা !
 ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুন বরযুবতী,
 আপন হৃদয়ে ধরো সার । ৫৫

২২

নায়িকা বিরহ

মোহি তেজি পিআ মোর গেলাহ বিদেস ।
কৌনি পর খেপব বারি বএস ॥
সেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাস ।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥
সুমরি সুমরি চিত নহী' রহে থীর ।
মদন দহন তন দগধ শরীর ॥
ভনহি' বিদ্যাপতি কবি জয় রাম ।
কী করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৫৬

২৩

নায়িকা বিরহ

সুন্দরি বিরহ সয়ন ঘর গেল ।
কিএ বিধাতা লিখি মোহি দেল ॥
উঠলি চিহায় বৈসলি সির নায় ।
চলু দিসি হেরি হেরি রহলি লজায় ॥
নেহক বন্ধু সেহো ছুটি গেল ।
দুহু কর পহুক খেলাওন ভেল ॥
ভনহি' বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥ ৫৭

২২

মোরে তেজি পিয়া মোর গেল যে বিদেশ,
 কার 'পরে ক্ষেপিব এ বালিকা-বয়েস ।
 শয্যা হইল সুগন্ধি, ফুলের হইল বাস—
 আমার ভ্রমর কত করিছে উপবাস !
 অরিয়া অরিয়া চিত নাহি রহে স্থির—
 মদনদহন দগধে শরীর ।
 ভনয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
 কৌ করিবে নাথ, দৈব হল বাম । ৫৬

২৩

সুন্দরী বিরহশয়নঘরে গেল—
 কৌ যে বিধাতা কপালে লিখি দিল !
 চিয়াইয়া উঠিল, বসিল শির নোয়াইয়া,
 চৌদিশ হেরি হেরি রহিল লজ্জায়—
 স্নেহের বন্ধু সেও চলে গেল !
 ছুছ কর প্রভুর খেলেনা হইল !
 ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ লেহ—
 যেমন বিরহ হয় তেমনি সিনেহ । ৫৭

২৪

নায়িকা বিরহ

মাধব হমর রটল ছর দেস ।
কেও ন কহে সখি কুশল সনেস ॥
জুগ জুগ জিরথু বসথু লখ কোস ।
হমর অভাগ ছনক কোন দোস ॥
হমর করম ভেল বিহ বিপরীত ।
তেজলন্থি মাধব পুরবিল প্রীত ॥
হৃদয়ক বেদন বান সমান ।
আনক ছখ কেঁ আন নহিঁ জান ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি কবি জয় রাম ।
কি করত নাই দৈব ভেল বাম ॥ ৫৮

২৫

নায়িকা বিরহ

মন পরবস ভেল পরদেস নাই ।
দেখি নিশাকর তন উঠ ধাহ ॥
মদন বেদন দে মানস অন্ত ।
কাহি কহব ছখ পরদেস কন্ত ॥
সুমরি সনেহ গেহ নহিঁ আর ।
দারুন দাছর কোকিল রার ॥
সসরি সসরি খসু নিবিবন আজ ।
বড় মনোরথ ঘর পছ ন সমাজ ॥
ভনহিঁ বিজ্ঞাপতি স্নু পরমান ।
বুঝু নুপ রাঘব নব পচোবান ॥ ৬১

২৪

মাধব আমার রটিল দূর দেশ—
 কেহ না কহে, সখী, কুশলসন্দেশ ।
 যুগ যুগ বাঁচুক, থাকুক লক্ষ ক্রোশ—
 আমার অভাগ্য, তাহার কোন্ দোষ !
 আমার করমে হইল বিধি বিপরীত,
 তেজিল মাধব পূরবের প্রীত ।
 হৃদয়ের বেদনা বাণসমান—
 অন্তের দুঃখ নাহি জানে আন ।
 ভনয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
 কৌ করিবে নাথ, দৈব হইল বাম । ৫৮

২৫

মন হইল পরবশ, পরদেশ নাথ—
 দেখি নিশাকর জ্বলি উঠে গাত ।
 মদনবেদন করে মানস-অন্ত—
 কাহারে কহিব দুঃখ, পরদেশ কান্ত ।
 স্মরিয়া স্নেহ গেহে নাহি আসে ।
 দারুণ দাছর কোকিল ভাষে ।
 স'রে স'রে খসিতেছে নীবিবন্ধ আজ—
 বড়ো মনোরথ, ঘরে প্রভু নাহি আজ ।
 ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন এ প্রমাণ—
 বুঝে নৃপ রাঘব নব পাঁচবাণ । ৬১

প্রথম একাদসং দৈ পছ গেল ।
সেহো রে বিতিত মোর কত দিন ভেল ।
রতি অবতার বয়স মোর ভেল ।
তৈও নহিঁ পছ মোর দরসন দেল ॥
অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর ।
দিন দিন মদন দুগুন সর জোর ॥
চান সুরুজ মোহি সহিও ন হোএ ।
চানন লাগ বিখম সর সোএ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গুনবতি নারি ।
ধৈরজ ধৈরহ মিলত মুরারি ॥ ৬২

২৬

প্রথম ও একাদশ^৭ দিয়া প্রভু গেল,
 সেও রে অতীত কত দিন হল !
 রতি-অবতার বয়স মোর হইল,
 তবুও প্রভু না মোরে দরশন দিল !
 এখন ধরম বুঝি নাহি বাঁচে মোর,
 দিনে দিনে মদন দ্বিগুণ করে জোর !
 চাঁদ সূর্য মোরে সহ্য না হয়,
 চন্দন লাগে বিষমশরসম !
 ভনয়ে বিছাপতি— গুণবতী নারী,
 ধৈরজ ধরহ, মিলবে মুরারি । ৬২

২৭

উধব সঁ গোপী বচন

চানন ভেল বিখম সর রে
ভূখন ভেল ভারী ।
সপনছঁ হরি নহিঁ আএল রে
গোকুল গিরধারী ॥
একসর ঠাটি কদম তরং রে
পথ হেরথি মুরারী ।
হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে
ঝামরু ভেল সারী ॥
জাছ জাছ তৌহেঁ উধব হে,
তৌ হে মধুপুর জাহে ।
চন্দ্র বদন নহিঁ জীউতি রে
বধ লাগত কাহে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তন মন দে
সুন্স গুনমতি নারি ।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝটঝারি ॥ ৬৪

২৮

সখী সঁ নায়িকা বচন

গগন গরজি ঘন ঘোর
(হে সখি) কখন আওত পছ মোর ॥
উগলনহি পাঁচোবান
(হে সখি) অব ন বচত মোর প্রান ॥
করব কওন পরকার
(হে সখি) জৌবন ভেল জিব কাল ॥ ৬৫

২৭

চন্দন হইল বিষম শর,
 ভূষণ হইল ভারী—
 স্বপনেও হরি নাহি আইল
 গোকুলগিরিধারী !
 একাকী দাঁড়ায়ে কদমতলে
 পথ নেহারে মুরারি !
 হরি বিনা দেহ দগধ হইল,
 ম্লান হইল সমস্ত !
 যাও যাও তুমি উদ্ধব হে,
 তুমি হে মধুপুরে যাও ।
 চন্দ্রবদন নাহি বাঁচিবে—
 বধ লাগিবে কাহাকে ?
 ভনয়ে বিদ্যাপতি তন মন দিয়া
 শুন গুণমতী নারী—
 আজি আসিছে হরি গোকুলে রে,
 পথে চলো ঝটঝারি । ৬৪

২৮

গগন গরজে ঘন ঘোর,
 কখন আসিবে প্রভু মোর !
 উদিল পঞ্চবাণ,
 এখন বাঁচে না মোর প্রাণ !
 করিব কোন্ প্রকার ?
 যৌবন হইল জীবনের কাল । ৬৫

নায়িকা বিরহ

মাধব মাস তীথি ছল মাধব

অবধ করিএ পল্ল গেলা ।

কুচ জুগ সন্তু পরসি হসি কহলনহি

তৈঁ পরতীতি মোহি ভেলা ॥

অবধি ওর ভেল সময় বেআপিত

জীবন বহি গেল আসে ।

তখনুক বিরহ জুবতি নহি জীউতি

কি করত মাধব মাসে ॥

ছন ছন কয় কঁ দিবস গমাওলি

দিবস দিবস কয় মাসে ।

মাস মাস কয় বরখ গমাওলি

আব জিবন কোন আসে ॥

আম মজর ধরু মন মোর গহবর

কোকিল সবদ ভেল মন্দা ।

এহন বএস তেজি পল্ল পরদেস গেল

কুসুম পিউল মকরন্দা ॥

কুমকুম চানন আগি লগাওল

কেও কহে সীতল চন্দা ।

পল্ল পরদেস অনেক কেঁ রাখধি

বিপতি চিন্হিঐ ভল মন্দা ॥ ৬৬

ईपू ।

सखी सँ नायिका बचन ।

गगन गरजि घन घोर (हे सखि) कखन आबौत पऊ मोर ।
उगलन्हि पाँचोबान (हे सखि) अन्न न बचत मोर प्रान ।
करब कखोन परकार (हे सखि) जीवन भैल जिव जान ।
भनहिँ बिद्यापति भान (हे सखि) पुरुष करहि परमान ।

ईई ।

नायिका बिरह ।

माधव मास तीथि छल माधव अवध करिय पऊ गेलाछि ।

कुच जुग सेंधु परसि हसि कहलन्हि तँ प्रतीति मोहि भेलाछि ॥

अबधि ओर भेल समय बेचापित जीवन बहि गेल आसे ।

तखनुक बिरह जुबति नहिँ जीउति कि करत माधव मासे ॥

छन १ कय काँ दिवस गमाओलि दिवस २ कय मासे ।

मास २ कय बरख गमाओलि आब जीवन कौन आसे ॥

आम मजर धर मन मोर गह्वर कोकिल सबद भेल मंदा ।

एहन बयस तेजि पऊ परदेस गेल कुसुम पिउल मकरंदा ॥

कुमकुम चानन आगि लगाओल कोओ कहे सीतल चंदा ।

पऊ परदेस अनेक काँ राखधि विपति चिन्हिये भल मंदा ॥

২৯

মাধব মাসে মাধবতিথিতে

অবধি করিয়া প্রভু গেল ।

কুচযুগলভু পরশি হাসি কহল,

তাই প্রতীতি মোর হইল ।

অবধি শেষ হইল, সময় বেয়াপিত—

জীবন বহি গেল আশে ।

তখনকার বিরহেই যুবতী বাঁচে না,

মাধবমাসে কী করে !

ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস গোঁয়াইল,

দিবস দিবস করি মাসে !

দিবস দিবস করি বরষ গোঁয়াইল—

এখন জীবন কোন্ আশে !

আশ্রমঞ্জরী ধরে— মন মোর গহ্বর (আঁধার)—

কোকিলশব্দ হইল মন্দ !

এমন বয়স ত্যজি প্রভু পরদেশ গেল !

পিইল কুসুম মকরন্দ—

কুসুম চন্দন অগ্নি লাগাইল,

কে কহে শীতল চন্দ্র !

প্রভু বিদেশে অনেককে রক্ষা করিতেছেন—

বিপদের সময়েই ভালো মন্দ চেনা যায় । ৬৬

৩০

সখী সঁ নায়িকা বচন

মোহন মধুপুর বাস

(হে সখি) হমছ' জাএব তনি পাস ॥

রখলন'হি কুবজাক নেহ

(হে সখি) তেজলন'হি হমরো সনেহ ॥

কত দিন তাকব বাট

(হে সখি) রটলা জমুনাক ঘাট ॥

ওতহি রহথু দৃঢ় ফেরি

(হে সখি) দরসন দেখু এক বেরি ॥ ৬৮

৩১

সখী সঁ নায়িকা বচন

আস লতা [হম'] লগাওলি সজনী

নৈনক নীর পটায় ।

সে ফল অব তরুণত ভেল সজনী

আঁচর তর ন সমায় ॥

কাঁচ সাঁচ পছ দেখি গেল সজনী

তসু মন ভেল কুহ ভান ।

দিন দিন ফল তরুণত ভেল সজনী

পছ মন ন করু গেআন ॥

সভ কেঁর পছ পরদেস বসি সজনী

আএল স্মিরি সিনেহ ।

হমর এহন পছ নিরদয় সজনী

নহি' মন বাঢ়য় নেহ ॥ ৬৯

৩০

মোহন, মধুপুরে বাস—

আমি যাইব তার পাশ ।

রাখিল কুব্জার স্নেহ—

তেজিল আমার স্নেহ !

কত দিন তাকাইব বাট—

গেছে সে যমুনার ঘাট ।

সেখানেই থাকুক দৃঢ় করি—

দরশন দিক একবার । ৬৮

৩১

আশালতা লাগাইলু

নয়নের নীর সিঞ্চিয়া ।

তাহার ফল এখন তরুণতা প্রাপ্ত হই[ল,]

আঁচলের তলে আর সামলায় না ।

কাঁচার মতো প্রভু আমায় দেখিয়া গে[ল]—

তার মন হইল কুয়াশাসমান ।

দিনে দিনে ফল তরুণ হইল

ইহা সে মনে জ্ঞান করে না ?

সকলকারই পরদেশবাসী প্রভু

স্নেহ স্মরিয়া আসিল—

আমার এমন নির্দয় প্রভু

মনে তার স্নেহ বাড়ে না । ৬৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

কোন গুন পছ পরবস ভেল সজনী

বুঝলি তনিক ভল মন্দ ।

মনমথ মন মথ তনি বিহু সজনী

দেহ দহয় নিশি চন্দ ॥

কহ ও পিশুন শত অবগুন সজনী

তনি সম মোহি নহিঁ আন ।

কতেক জতন সঁ মেটাবিঅ সজনী

মেটয় ন রেখ পখান ॥

জঁ ছুরজন কটু ভাখয় সজনী

মোর মন ন হোঅ বিরাম ।

অনুভব রাহু পরাভব সজনী

হরিন ন তেজ হিম ধাম ॥

জইও তরনি জল শোখয় সজনী

কমল ন তেজয় পাঁক ।

জে জন রতল জাহি সঁ সজনী

কি করত বিহ ভয় বাঁক ॥ ৭৫

৩২

বুঝি তুমি তাহার ভালো মন্দ ।
 মন্থ মন মথে তাহা বিনে সজনি...
 তার শত নিন্দা কহ, তবু তার মতো
 আমার আর কেহ নাই ।
 মুছিতে কতই যত্ন করো,
 কিন্তু পাষণের রেখা মোছে না ।
 যখন দুর্জন কটু ভাষে,
 আমার মনের বিরাম হয় না ।
 রাহুপরাভব অনুভব করিয়া
 হরিণ কখনো টাঁদকে ত্যাগ করে না ।
 যদিও তরঙ্গীর (নদী) জল শুখায়,
 তবু কমল পাককে ছাড়ে না ।
 যেজন যাহাতে অনুরক্ত,
 কী করে তার বাঁকা বিধির ভয় ! ৭৫

নায়িকা বচন পথিক ঙ

পিআ মোর বালক হম তরুণী ।
কোন তপ চুকলোঁহ ভেলোঁহ জননী ॥
পহির লেলি সখি এক দছিনক চীর ।
পিআ কেঁ দেথৈতি মোর দগধ শরীর ॥
পিআ লেলি গোদ কঁ চললি বজার ।
হটিআক লোগ পুছে কে লাগু তোহার ॥
নহিঁ মোর দেওর কি নহিঁ ছোট ভাই ।
পুরব লিখল ছল স্বামী হমার ॥
বাট রে বটোহিআ কি তৌহীঁ মোর ভাই ।
হমরো সমাদ নৈহর লেনেঁ জাহু ॥
কহিছন ববা কিনয় ধেনু গাঙ্গি ।
দুধরা পিলায় কঁ পোসত জমাঙ্গি ॥
নহিঁ মোরা টকা অছি নহিঁ ধেনু গাঙ্গি ।
কৌনে বিধি পোসব বালক জমাঙ্গি ॥ ৭৯

... কোন্ তপে আমি তার মায়ের মতো !
 এক দক্ষিণের কাপড় আমি পরিয়া লইলাম...
 পিয়াকে কোলে নিয়ে বাজারে চললেম ।
 হাটের লোকেরা শুধায় ‘এ তোর কে হয়’—
 এ আমার দেওর নয়, এ আমার ছোটো ভাই নয়,
 পূর্বভাগ্যফলে এ আমার স্বামী ।
 চলো রে পথিক, তুমি আমার ভাই—
 আমার সম্বাদ নিয়ে যাও ;
 বাবাকে বোলো যেন একটা ধেনু গা[ই* কেনে]
 যে, জামাইকে দুধ খাইয়ে পোষা যায় ।
 টাকা নেই, গাই নেই—
 কী বিধিতে বালক জামাই পোষা ! ৭৯

পরকীয়া নায়িকা ও নায়ক সঁ প্রত্যুত্তর
সুন্দরি হে তৌ সুবুধি সেআনি ।
মরী পিআস পিআবহু পানি ॥
কে তৌ থিকাহ ককর কুল জানি ।
বিনু পরিচয় নহিঁ দেব পিড়ি পানী ॥
থিকহুঁ পথুকজন রাজ কুমার ।
ধনিক বিওগে ভরমি সংসার ॥
আবহ বৈসহ পিব লহ পানি ।
জে তৌ খোজবহ সে দেব আনি ॥
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস ।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস ॥
সাসু ঘর আনুহরি নৈন নহিঁ সূঝ ।
বালক মোর বচন নহিঁ বুঝ ॥ ৮০

‘পিয়াসে মরিতেছি আ[মাকে] জল খাওয়াও ।’
 কে তুমি ? কাহার কুল ?
 বিনা পরিচয়ে পি[ড়ি ...] দিই না ।
 ‘আমি পথিক রাজকুমার,
 ধনীর বিয়োগে সংসার ভ্রমিতেছি ।’
 তবে বোসো, জল খাওয়াচ্ছি—
 যা [খোঁজ ?] তাই এনে দিচ্ছি ।
 শ্বশুর ভাণ্ডার মোর গেল বিদেশ,
 স্বামী গেল [তাদের উদ্দেশ ?],
 ঘরে অন্ধ শাশুড়ি চোখে দেখে না—
 ছেলে আমার কথা বোঝে না । ৮০

মৈনা কৃত শিব বর্ণন
ঘর ঘর ভরমি জনম নিত
তনিকাঁ কেহন বিবাহ ।
সে অব করব গোরী বর
ঈ হোএ কতয় নিবাহ ॥
কতয় ভবন কত আগন
বাপ কতয় কত মাএ ।
কতহুঁ ঠগুর নহিঁ ঠেহর
কেকর এহন জমাএ ॥
কোন কয়ল এহ অশুজন
কেও ন হিনক পরিবার ।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধুক থিক সে পজিআর ॥
কুল পরিবার একো নহিঁ জনিকা
পরিজন ভূত বৈতাল ।
দেখি দেখি বুঝ হোএ তন
কে সহে হৃদয়ক সাল ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধরহুঁ মন অবগাহ ।
জে অছি জনিক বিবাহী
তনিকাঁ সেহ পৈ নাই ॥ ৮১

নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমে, তার কেমন বিবাহ !
 গৌরী তাকেই বর করবে এ কেমনে [নির্বাহ] হয় ?
 কোথায় ভবন, কোথায় অঙ্গন,
 কোথা বাপ ভাই !
 কোথাও ঘরের ঠাণ্ডর (স্থিরতা) নেই—
 কাহার / কে করে এমন জামাই !
 কে এমন অশুভনতা করিল !
 ইহার কেহ পরিবার নাই—
 যে ইহার নিবন্ধন করিল সে পঞ্জিকারকে ধিক্ !
 যার কুল পরিবার কিছুই নাই, ভূত বেতাল পরিজন—
 দেখে দেখে শরীর বুরিছে— এ হৃদয়শল্য কে সহে !
 যে যার বিবাহী আছে
 সে তার নাথ হয় —বিধির নির্বন্ধ । ৮১

রূপান্তর : ঢাকা

পাঠ এবং অর্থ :

১. আধারগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের অনুরূপ পদ— [ভী]তক (ভিত্তির) চীতপুতলি হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ
[অ]ব অঁধিয়ারে আপন তনু কাঁপই
কর দেই ফণিমণি কাঁপ ।
২. ‘ভ্রমর’ ? মূল এবং শেষ বাক্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য ।
৩. আধারগ্রন্থ দ্রষ্টব্য । গ্রীয়ার্সন সাহেবের পাঠ বা অর্থখ্যাপন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই । ‘সচ’ (true) পৃথক্ শব্দ ধরেন নাই, অপর পক্ষে ‘গোল’ বলিতে bow (ইংরাজি অনুবাদের চোরা মুদ্রণপ্রমাদ) গ্রাহ্য না হইলেও শব্দসূচী-যুত ‘an ascetic’s bowl’ অর্থ অসংগত হইত না ।
৪. তত্রৈব : মধুরাপতি
৫. প্রথম ও একাদশ ব্যঞ্জনাঙ্কর, অর্থাৎ, কট : প্রতিশ্রুতি
৬. তরু ? কদম তরু মুরারির পথ নেহারে ?
৭. বৈশাখের সপ্তমী তিথিতে
৮. গ্রীয়ার্সন বলেন : ছন্দোবন্ধার্থে এইরূপ একটি শব্দের বিশেষ প্রয়োজন ছিল ।
৯. দুগ্ধবতী গাভী
০. রবীন্দ্রনাথের লেখায় এইরূপই আছে ।

॥ মন্তব্য ॥ আধারগ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য । ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি -কর্তৃক প্রকাশিত ইহার যে প্রতি শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত, তাহার আখ্যাপত্রে পেম্বিলে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি স্বাক্ষর এবং তাঁহার হাতেই ‘১লা ফাল্গুন ১৮৮৪’ লেখা । আন্তর্গত গ্রন্থ কবি-কর্তৃক বিশেষ মনঃসংযোগে অধীত এবং নানা ঢাকা টিপ্পনী ও ভাষান্তর দিয়া চিহ্নিত । গ্রন্থের বিজ্ঞাপতি অংশে যে ৮২টি পদ আছে তন্মধ্যে ৫২টি পদ রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তর অথবা মন্তব্য -সহ ১৩৪৮ সনের

অগ্রহায়ণ-কান্তন সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত। এ স্থলে সম্পূর্ণ ‘রূপান্তর’গুলি বা অর্থবহ বিশেষ বিশেষ কাব্যখণ্ড মাত্র সংকলিত, এক্ষণে সংখ্যা ৩৫টির বেশি নহে। যে মৈথিলী পদগুলি সম্পূর্ণ সংকলন করা হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থে তাহাদের ক্রমিক সংখ্যা—১, ৭, ৮, ১০-১২, ১৪-২৭, ৩৫। সকল ক্ষেত্রে এগুলিরও সমস্তই রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত করিয়াছেন এমন নয়।

প্রত্যেক মৈথিলী পদের শেষে, আধারগ্রন্থে উহার যে ক্রমিক সংখ্যা তাহাই সংকলন করা হইয়াছে। বাংলা রূপান্তরে তাহার অনুবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীয়ার্সন সাহেবের অর্থ কয়েক স্থলে গ্রহণ করেন নাই মনে হয়। উল্লিখিত তৃতীয় টীকায় তাহার নিদর্শন মিলিবে।

সংশোধন ॥ আধারগ্রন্থের বিস্তারিত ‘সংযোজন-সংশোধন’ মিলাইয়া (সেই সঙ্গে গ্রীয়ার্সন সাহেবের স্বচ্ছন্দ ইংরাজি রূপান্তর তথা শব্দসূচী দেখিয়া) পূর্বমুদ্রিত বহুবিধ ভ্রান্ত পাঠ ত্যাগ করা হইয়াছে। মূল পদাবলী অংশে ইহার অতিরিক্ত সংশোধন অত্যন্ত বিরল। তৃতীয় এবং চতুর্থ টীকায় যে পাঠান্তর গ্রহণের ইঙ্গিত আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের অভিমত-অনুসারী। রবীন্দ্র-রচনার পাঠোদ্ধারেও বহু সংশোধনের অবকাশ ছিল, রবীন্দ্রসদনের গ্রন্থখানির সাহায্যে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে।

লিপ্যন্তর ॥ একই কালে মিথিলার ও বাংলার লোকপ্রচলিত উচ্চারণ সম্পর্কে সাধারণের মনে যাহাতে ভুল ধারণা না হয়, দেবনাগরী হ্রস্বের বিন্দুচিহ্নকে নির্বিচারে অনুস্বারে পরিণত করা হয় নাই। এক্ষণেই মংডল, সংচি, নংদী, কুংভ, বংধু, কংত, স্তংদরি বা স্তংদরী না হইয়া—মণ্ডল, সঞ্চি, নন্দী (ননদী), কুন্ত, বন্ধু, কন্ত (কান্ত), স্তন্দরি বা স্তন্দরী হইয়াছে। মৈথিলী পদের বানান আর সকল দিক দিয়া অবিকৃত রাখার চেষ্টা হইয়াছে; উহা প্রধানতই উচ্চারণ-সংগত, দেবভাষার ব্যুৎপত্তির ভয়ে ভীত নহে।

সমাসবদ্ধ পদ হইলেই সংযুক্তভাবে ছাপা হইবে এ রীতি না থাকায়, বিরহ শয়ন, সখী বচন, রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন, সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু, কুচ জুগ কুঙ্কম রাগ—এরূপ আধারগ্রন্থে ছিল আর বর্তমান সংকলনেও

রূপান্তর : টীকা

আছে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভাষান্তর, বানানের বা বিরামচিহ্নের অধুনা-প্রচলিত রীতির সহিত সংগতি রাখিয়াই ছাপা হইয়াছে। সমাসবদ্ধ শব্দাবলীও একত্র সংহত বা হাইফেনের সংকেতে পরস্পর যুক্ত।

হিন্দী বা মৈথিলী ভাষায় অন্তঃস্থ ‘ব’এর উচ্চারণ স্বতন্ত্র। মূলে যেখানে যেখানে ঐ বর্ণের ব্যবহার, লিপ্যন্তরে (মৈথিলী পদে) ‘র’ হরপটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

‘রভসি ২’ বা ‘যাও ২’ আধারগ্রন্থে যদিবা থাকে, বর্তমান সংকলনে ‘রভসি রভসি’ বা ‘যাও যাও’ আকার লইয়াছে — ইহাও বলিতে হয়।

বিশেষ সম্পাদনা ॥ রবীন্দ্র-রচনার পাঠনির্ণয়ে যে-সকল ক্ষেত্রে পূর্বেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুমানের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল অথবা এখনও অনুমান ভিন্ন গতি নাই (বই বাঁধাইতে গিয়া কবির হাতের লেখা বেশ কিছু ছাঁটাই হইয়াছে) বিশেষ বন্ধনী-মধ্যে —[]— সেই-সব আনুমানিক পাঠ দেওয়া হইয়াছে। টীকা-টিপ্পনী-বোধক কয়েকটি বিশেষ অঙ্কচিহ্ন বা ক্রমিক সংখ্যাди সম্পাদনার সুবিধার জন্য সংযোজিত।

পরিশিষ্ট ২

ত্রয়ী : সংস্কৃত গুরুমুখী ও মরাঠী

তিনটি কবিতা : রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত

तारकदधकुसुमाग्रवकीर्ण दिङ्गु
क्षेमाय सर्वजगतां स्वकरैः प्रकामं ।
हिण्डीरपाण्डुररुचिः शशलाङ्गनोद्भयं
नौराजयन् भुवनभावनमुज्जिहीते ॥
सैरुं शैलवनवलीं विघटयन् संक्रोभयन् सागरं
प्रध्वातैर्गिरिकन्दरान् मुखरयन् ब्रह्माण्डमुद्बोधयन् ।
वायो ह्यं शुभशङ्खचामरभवां प्रीतिं विधेहि प्रभोः
सङ्क्षामङ्गलदीपकोद्भयमुदगां व्याप्तिं स्फुरन्तारके ॥

—तद्वबोधिनी पत्रिका, माघ १९२८ शक

তারকাকুম্ভচয়
ছড়িয়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে ।
তুলায়ে পাদপগুলি
সাগরে তরঙ্গ তুলি
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে
পর্বতকন্দরে গিয়া
শুভ শব্দ বাজাইয়া
পবন হরষে তাঁরে চামর তুলায় ।
অগণ্য তারকাবলী
চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায় ।

गगन मै थालू ररि-चन्दू दीपक बने ।
तारिकामगुल जनक मोती ॥
धूपू मलआनलो परगु चररो करे ।
सगल बनराई फूलसु जोती ॥
कैसी आरती होई
भरखगुना तेरी आरती ।
अनहता सबद बाजसु भेरी ॥

—नानक : गुरुग्रन्थसाहेब

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
 তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ।
 ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
 সকল বনরাজি ফুলন্তু জ্যোতি রে ।
 কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
 অনাহত শব্দ বাজন্তু ভেরী রে ।

কঁই তো দিবস দেখেন মী ডোলা
কল্যাণ মঙ্গলামঙ্গলাচৈ ॥
আয়ুশ্চাচ্যা শেরটী পায়াসবেঁ ভেটী ।
কলিবরৈঁ তুটী জাল্যা ত্বরে ॥
সরো হে সঞ্চিত পদবীচা গোরা
উতাবীল দেবা মন জালে ॥
পাউল্যপাউলীঁ করিতাঁ বিচার ।
অনন্ত বিকার চিত্তা অঙ্গী ॥
ক্ষণউনিঁ ভয়াভীত হোতো জীব ।
ভাকিতসেঁ কীঁব অটুহাসেঁ ॥
তুকা ক্ষণে হোইল আইকিলে কানী ।
তরী চক্রপাণী ধাঁব ঘালা ॥
ছঃখাচ্যা উত্তরী আলবিলে পায় ।
পাহাণঁ তেঁ কায় অজুন অন্ত ॥

—তুকারাম

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান—
 কেবলই মঙ্গল যবে, কেবলই কল্যাণ ।
 পরমায়ু-অবসানে ভেটিব চরণ,
 টুটিবে সত্তর মোর সকল বন্ধন ।
 সকল বন্ধন মোর হোক অপমৃত—
 উতলা হয়েছে, দেব, তাই মোর চিত ।
 পদে পদে দেখি আমি করিয়া বিচার
 মন-অঙ্গে রহিয়াছে অনন্ত বিকার ।
 ভয়ে ভীত তাই মোর চকিত পরান—
 সকাতরে চাহি কৃপা, করো পরিত্রাণ ।
 তুকা ভণে তব কানে পশিবে এ কথা—
 দীন-উদ্ধারণ প্রভু, শীঘ্র এসো হেথা ।
 চরণ ধরিয়া ডাকি তোমারে একান্ত—
 এখনো কি দুঃখ মোর হইবে না অন্ত ?

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের অজ্ঞাত বিভাগের জ্ঞায় অনুবাদ বিভাগও যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এ কথা সাধারণ পাঠকের নিকট সুবিদিত নহে তাহার অজ্ঞাতম কারণ এই যে, ইহার অনেকগুলিই এষাবৎ রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয় নাই। বাল্যকালেই তিনি কুমারসম্ভবের এক অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তুকারামের কতকগুলি অভঙ্গেরও অনুবাদ করেন, দীর্ঘকাল সেগুলি স্বাক্ষরহীনতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল।

সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞাপতির পদাবলীর কতকগুলি পদের এবং ১৩১২ সালেই ধর্মপদের কতক অংশের তিনি অনুবাদ করেন; উভয়ই প্রকাশিত বা আবিষ্কৃত হয় তাঁহার পরলোকগমনের পরে। গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে তিনি কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদ করেন— ইহার পূর্বেও করিয়াছিলেন, তাহার একটিমাত্র পাওয়া গিয়াছে; পরেও করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষতিমোহন সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এপর্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বেদমন্ত্র-অনুবাদেরও অধিকাংশ তাঁহার পরলোকগমনের পরে সর্বজন-গোচর হইয়াছে। এই-সকল অনুবাদ ব্যতীত, বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত শ্লোককবিতার বহু অনুবাদ করিয়াছেন— কালিদাসের কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে; নাটকীয় চরিত্রের উপযোগী^১ উক্তিরূপে; ছন্দতত্ত্বের আলোচনার দৃষ্টান্তস্বরূপে। কোনো কোনো প্রাচীন নীতিবাক্য তাঁহার জীবনে মন্ত্রের মতো কাজ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ বারংবার সেগুলির অনুবাদ করিয়াছেন।

। বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ ।

বর্তমান বিভাগে মুদ্রিত প্রথম একাদশটি অনুবাদ ক্ষতিমোহন সেন মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঐ সংখ্যাতেই এই অনুবাদকর্মের ইতিহাসও একটি প্রবন্ধে বিবৃত করেন; অতঃপর সেটি সংকলিত হইল।

রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ

রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন বাংলাদেশে এই কথা তো সবাই জানেন। ইহার চেয়েও বড় সত্য তিনি জন্মিয়াছিলেন তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্রে। বৈদিক ঋষিদের বিশেষত উপনিষদের বাণীতে মহর্ষির সাধনাকাশ ছিল ভরপুর। উপনয়নের পরই বৈদিক মন্ত্রগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় চলিল। তাই সংহিতা ও উপনিষদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হইল আগে, লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল পরে। উপনিষদের এই মন্ত্রগুলিই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনব্যাপী সাধনায় জপ ও ধ্যানের মন্ত্র। এই সব মন্ত্রের সৌন্দর্যে ও গাভীর্যে তিনি চিরদিনই ছিলেন মুগ্ধ এবং তাহাদের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে ডুবিতে এবং এই মহাবাণীর অনন্ত আকাশে আপনাকে উদারভাবে ব্যাপ্ত করিতে তিনি চিরজীবন যে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা নাই।...

এই আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায়। কখনো এই বেদ-উপনিষদের যুগের ভাব, কখনো তাহার ভাষা, কখনো তাহার ছন্দ, কখনো তাহার ব্যঞ্জনা নানা ভাবে তিনি ব্যবহার করিয়া অপূর্ব ফল লাভ করিয়াছেন।...

বৈদিক বাণীর মধ্যে যে একটি সংহত গাভীর্য ও গভীরতা আছে তিনি বলিতেন তাহা আমাদের ভাষাতে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার ব্রাহ্মণ কবিতায় সত্যকামের যে বিবরণ আছে তাহা তিনি ছান্দোগ্যের ... সত্যকাম-কথার অযোগ্য রূপ বলিয়া মনে করিতেন। বলিতেন, “ছান্দোগ্যের মধ্যে অল্পের মধ্যে যে ড্রামাটিক মহত্ত্ব আছে তাহা প্রকাশ করা আমাদের অসাধ্য।”

তবু বৈদিক ঋষিদের বাণী তিনি বিস্তর অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব একত্র সংগৃহীত হইলে তাহাই একখানি সুন্দর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতে পারিত। তবে সবগুলি এখন পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বলিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের এই বৈদিক বাণীর অনুবাদকে তিন কিস্তিতে ভাগ করা চলে।

১৯০৮ সালের আগে অর্থাৎ গীতাঞ্জলি লেখার পূর্বে তিনি কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা আমিও দেখি নাই। তিনি কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্রোধ ছিল। ইহাকে তাঁহার

গ্রন্থপরিচয়

প্রথম কিস্তি বলা চলে। ইহার একটি মন্ত্রের অনুবাদে “আত্মদা বলদা যিনি” কবিতাটি ১৮৯৪ সালের ফাল্গুনে তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের বৈদিক অনুবাদ বিষয়ে আজ আর বেশি কিছু বলা সম্ভব নহে।

তাহার পরে ১৯০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্ধ্বে কোনো একটি বিশেষ দাবির জোরে তাঁহার কাছে কিছু বেদবাণীর অনুবাদ প্রার্থনা করা হয় এবং তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ... ৭ই পৌষের পূর্বে যাহাতে অনুবাদগুলি পাওয়া যায় এই জন্ত বিশেষ ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার প্রিয় কয়েকটি বেদমন্ত্রের অনুবাদ তিনি করিলেন। সেগুলির দুই-একটি সুর দিয়া গান রূপে তিনি পরে প্রকাশিত করেন।^২ বাকি কয়েকটি অনুবাদ সুরের অপেক্ষায় তিনি আমার কাছে রাখিয়া দেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়াছি কিন্তু তাঁহার মনের মত সরল অথচ গম্ভীর বেদোচিত সুর দিতে না পারায় তিনি সেগুলি তাঁহার জীবিতকালে বাহির করিতে পারেন নাই।... এই অনুবাদগুলিকে দ্বিতীয় কিস্তি ধরিয়া লইতে পারি। এগুলির আবির্ভাব গীতাঞ্জলির সময়ে।

বেদোচিত সুরপ্রাপ্তির এই বিপদ দেখিয়া ১৯১০ সালের পরে তাঁহাকে আর কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদের জন্ত ধরি। সেগুলি হইবে কবিতা, গান নয়। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদের উষা পূর্ণিমা প্রভৃতির স্তুতি ও বসিষ্ঠের মন্ত্র আছে। অথর্ব বেদের কতকগুলি মন্ত্র দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন। অথর্বের নৃসূক্ত, সূক্তস্বস্ত, মহীসূক্ত, ব্রাত্যসূক্ত, বিরাটস্তুতি, উচ্ছিষ্টস্তুতি, শাস্তিমন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র তাঁহার চিত্তকে এমন নাড়া দিয়াছিল যে তিনি সেগুলির অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেগুলি তিনি একটি স্বতন্ত্র খাতায় লেখেন। এইগুলি তিনি দেখিবার জন্ত কাহাকে দেন। কিন্তু পরে আর তাহা ফেরত পান নাই। এইগুলি হইল তাঁহার তৃতীয় কিস্তি।

প্রথম ও তৃতীয় কিস্তির অনুবাদ আমার হাতে না থাকায়, আমি এখন তাঁহার দ্বিতীয় কিস্তির অনুবাদ কয়টিই সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১৩১৬ সালের ২০ অগ্রহায়ণ তাঁহার রচিত গান— “আলোয় আলোকময় ক’রে হে এলে আলোর আলো”। তাহার পর কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত বেদ-

রূপান্তর

মন্ত্রেরই অনুবাদ চলিল।

গীতাঞ্জলির গানগুলি তিনি যে খাতায় লেখেন তাহারই সাতাশ পৃষ্ঠায় তিনি বেদ-অনুবাদের প্রথম গানটি লেখেন। তাহা লেখা ১৯০৯ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে। সেই গানটি “পিতা নোহসি” মন্ত্রের অনুবাদ— “তুমি আমাদের পিতা”। ইহার প্রথম অংশের মূল বাণী শুক্ল যজুর্বেদ বাজসনেয়ি সংহিতার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ মন্ত্র :

পিতা নোহসি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্ত মা মা হিংসীঃ ।

এই মন্ত্রের পরেই দ্বিতীয় অংশ বাজসনেয়ির সংহিতায় ৩০শ অধ্যায়ের :

বিশ্বানি দেব সবিতরুদ্রিতানি পরাস্ব যদুদ্রং তন্ন আস্ব ॥

তার পরের অংশটুকু বাজসনেয়ির ১৬শ অধ্যায়ের ৪১শ মন্ত্র :

নমঃ শম্বায় চ ময়োভবায় চ

নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

এই অংশ কয়টি বাজসনেয়ি সংহিতার বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের উপাসনামন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন।

একবার কে একজন আমাকে বলিয়াছিলেন, “মহর্ষি যে এইরূপ বেদের নানা অংশের নানা মন্ত্র জোড়াতাড়া দিয়া ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কি আমাদের দেশীয় প্রথার অনুগত হইয়াছে?” তখন তাঁহার কথাতে বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, “যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের সব মন্ত্রই নানা স্থান হইতে গৃহীত হইয়া একত্রিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন-কি গায়ত্রী এবং সঙ্ক্যার মন্ত্রেরও নানা অংশ বেদের নানা ভাগ হইতে গৃহীত। গায়ত্রীর ব্যাহতি ‘ভুবুভুবঃ স্বঃ’ এক স্থানের এবং ‘তৎসবিতুরুবরেণ্যম্’ ইত্যাদি মন্ত্র অন্য স্থানের। এইভাবে চয়ন করিয়া ব্যবহার করাই ভারতের সনাতন প্রথা। ব্রাহ্মণ এবং সাধক মহর্ষির সেই অধিকার ছিল।”...

খাতার আটাশ পৃষ্ঠায় তিনটি অনুবাদ, তাহার প্রথমটি— “যিনি অগ্নিতে”। এই মন্ত্রটির মূল হইল :

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ।

[ইত্যাদি]

গ্রন্থপরিচয়

এই মন্ত্রটি খেতাস্বতর উপনিষদের (২, ১৭) । যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই মন্ত্রটি আছে ।

খাতাখানির আটাশ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুবাদ হইল— “ঋ হতে বাহিরে ছড়িয়ে পড়িছে” । অনুবাদটির মূল হইল গায়ত্রী মন্ত্র । তার প্রথম অংশটি হইল ব্যাহতি : ভূবভুবঃ স্বঃ । ইহা বহু স্থানেই আছে, তবে বাজসনেয়ি সংহিতায় ৩, ৩৭ মন্ত্রেই সাধারণত ইহা দেখি । তার পর : তৎ সবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । এই অংশটুকু ঋগ্বেদের (৩, ৬২, ১০) । কাজেই গায়ত্রী মন্ত্রেও দুই বিভিন্ন স্থান হইতে দুইটি অংশ যুক্ত হইয়াছে ।

ঐ আটাশ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুবাদটি হইল— “সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাই” । ইহার তিনটি ভাগ আছে । ব্রাহ্মধর্মে মহর্ষি তাহা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন । তাহার মধ্যে ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ এই অংশটুকু তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর প্রথম মন্ত্র । ‘আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি’ অংশটুকু মুণ্ডকোপনিষদের ২০, ২, ৭ মন্ত্র । ‘শাস্তং শিবমদ্বৈতম্’ মন্ত্রটুকুর অনুরূপ মন্ত্র পাই গোতম ধর্মশাস্ত্রের ২০, ১১ মন্ত্রে । সেখানে ‘অদ্বৈতম্’ স্থলে ‘অস্তুরিন্দ্রম্’ আছে ।

খাতাটির ঊনত্রিশ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছেন— “আপনারে দেন যিনি সদা যিনি দিতেছেন বল” । ইহার মূল হইল :

য আত্মদা বলদা যশ্চ বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যশ্চ দেবাঃ । ৩

[ইত্যাদি]

খাতায় বত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রথম অনুবাদটি— “যদি ঝড়ের মেঘের মতো” । এই অনুবাদটি গান রূপে প্রখ্যাত ও সমাদৃত হইয়াছে । ইহার মূলটি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের । বসিষ্ঠ ইহার ঋষি । মূলটি এই :

যদেমি প্রক্ষুরগ্নিব দৃতির্ন দ্বাতো অদ্রিবঃ ।

[ইত্যাদি]

ঐ পৃষ্ঠার নিচের দিকে মনে হয় যেন আর একটি অনুবাদের আরম্ভ । তাহা ঐ পূর্বানুবাদেরই অনুবৃদ্ধি— “হে বরুণদেব মানুষ আমরা দেবতার কাছে” । ইহার মূল ঋগ্বেদের ৭, ৮৯, পঞ্চম মন্ত্র :

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেহভিজ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি ।

[ইত্যাদি]

রূপান্তর

খাতার পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ-কবিতা তাহার আরম্ভ— “হে বরুণ তুমি দূর করো হে দূর করো মোর ভয়” । ইহারও দেবতা বরুণ । তবে ঋষি বসিষ্ঠ নহেন । এই সূক্তের ঋষির নাম গৃৎসমদ অথবা গৃৎসমদের পুত্র কূর্ম ।

এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত :

অপো স্যু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রালূতা বোহনু মা গৃভায় ।

[ইত্যাদি]

খাতার চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় আরম্ভ এবং পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত “সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর” অনুবাদ কবিতাটির মূল দেখা যায় শ্বেতাস্থতর উপনিষদে । শ্বেতাস্থতরের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রখ্যাত মন্ত্র :

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।

[ইত্যাদি]

তার পর একটি মন্ত্র শ্বেতাস্থতরের চতুর্থ অধ্যায়ের :

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

[ইত্যাদি]

খাতায় ছত্রিশ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ-কবিতা “শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার”, ইহার মূল হইল ঈশোপনিষদে । এই মন্ত্রটি মহর্ষি তাঁহার ‘ব্রাহ্মধর্মে’ও সংগ্রহ করিয়াছেন :

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

[ইত্যাদি]

খাতায় সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ “অন্তরীক্ষ আমাদের হৃদক অভয়”, তাহা অথর্ববেদের অভয়মন্ত্র । ইহার মূলটি এই :

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্বাবাপৃথিবী উভে ইমে ।

[ইত্যাদি]

বেদমন্ত্র-অনুবাদের সপ্তাহ অবসান হইল ।...

ইহার পরে সেই খাতায় আর কোনো মন্ত্রানুবাদ নাই । তাহার পরের কবিতাই তাঁহার আপন ভাষায়— “আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল” ।

তাহার পরে তাঁহার বাংলা কবিতা ও গানই চলিয়াছে । এই পৌষের উৎসবের পর হইতে সেই বাণীধারা প্রবহমান ।*

—শ্রীক্ষতিমোহন সেন : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০

গ্রন্থপরিচয়

আত্মদা বলদা যিনি ॥ পৃ ৯ ॥ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮১৫ শক (খৃ ১৮৯৪) ফাল্গুন সংখ্যায় ইহা বিনা নামে প্রকাশিত হইলেও সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে পুনর্মুদ্রিত। দ্রষ্টব্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম” প্রবন্ধ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯।

শোনো বিশ্বজন ॥ পৃ ১৯ ॥ ইহা নৈবেদ্যের ৬০-সংখ্যক কবিতার অংশ। নৈবেদ্যের পাঠক অবগত আছেন যে আরও অনেক কবিতায় উপনিষদের মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যথা—

ভয়াদস্তাগ্নিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিত্তশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

—নৈবেদ্য, ৫৮-সংখ্যক কবিতা

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি-ওষধিতে এক দেবতার
অথগু অক্ষয় ঐক্য।

—নৈবেদ্য, ৫৭-সংখ্যক কবিতা

রূপান্তর

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন ॥ পৃ ২১ ॥ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকামকাহিনী অবলম্বনে লিখিত চিত্রা কাব্যের সর্বজনপরিচিত ব্রাহ্মণ কবিতার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর এক অংশের অনুবাদ করেন, সম্প্রতি তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় (ছন্দ-কণিকা, ১২), তথা রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ গ্রন্থের শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ফুল্লশাখা যেমন মধুমতী ॥ পৃ ২৩ ॥ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় অথর্ববেদের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিভাগের চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ কবিতারূপে সেই অনুবাদগুচ্ছ মুদ্রিত হইল।

চতুর্দশ কবিতা নাট্যশেষে অর্জুনের উক্তি, পঞ্চদশ চিত্রাঙ্গদার উক্তি, এবং ষোড়শ উভয়ের সম্মিলিত উক্তিরূপে ব্যবহৃত।

যেমন আমি সর্বসহা শক্তিমতী ॥ পৃ ২৪ ॥ পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। সম্ভবতঃ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার জন্ম লেখা হইয়াছিল, তবে গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

। ধম্মপদ ।

এই বিভাগে ধম্মপদের নির্বাচিত অংশের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে এই অনুবাদের একাংশ —যমকবগ্গো (যুগ্মগাথা) ও পুপ্ফবগ্গো (পুষ্পবর্গ)— শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ; তখন তাহার সহিত এই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—

শ্রীচারুচন্দ্র বসু মহাশয় -সম্পাদিত ধম্মপদ গ্রন্থের গণ্য বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন (১৩১২) পত্রে উহার প্রশস্তি প্রকাশ করেন... সম্ভবতঃ এই সময়েই, চারুচন্দ্র বসু -সম্পাদিত গ্রন্থের এক খণ্ডের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এই দীর্ঘকাল ইহা অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল।... কিছুকাল পূর্বে... (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই অনুবাদ বিষয়ে

গ্রন্থপরিচয়

[রবীন্দ্রনাথের] উল্লেখের কথা প্রচার করেন । এই আলোচনা পাঠ করিয়া শাস্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র... শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার, তাঁহার পিতা, শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, অকালপরলোকগত স্বেবোধচন্দ্র মজুমদারের কাগজপত্রের মধ্য হইতে এই অনুবাদ উদ্ধার করিয়া... শ্রীপ্রমথনাথ বিনীকে ব্যবহার করিতে দেন ।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৫১

পরে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়াছেন ।

বর্তমান সংকলনে ধর্মপদ অংশের পাঠনির্ধারণে, শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী এম. এ. স্তুতিবিসারদ -সম্পাদিত, কলিকাতায় ১৯৫৩ সনে প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী -কর্তৃক প্রকাশিত, ধর্মপদং গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য লওয়া হইয়াছে ।

। মহাভারত ।

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট ॥ পৃ ৪১ ॥ বঙ্গদর্শন পত্রে ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যায় ‘সাহিত্য-প্রসঙ্গে’ প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশিত ।

সুখ বা হোক দুখ বা হোক ॥ পৃ ৪১ ॥ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত ৯ কার্তিক ১৩১১ পত্রের অন্তর্গত ; দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রের সহিত ১৩৪৮ সনে পত্রপ্রাপক-কর্তৃক স্মৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হয় । এই শ্লোকেরই অপর দুইটি অনুবাদ যথাক্রমে শ্রীনির্মলচন্দ্র বসুকে লিখিত একটি পত্রে ও রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে । সত্যেন্দ্রনাথ-সংকলিত নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থে এই শ্লোকের ও পরবর্তী একটি শ্লোকের যে অনুবাদ পাওয়া যায় তাহা এ স্থলে সংকলনযোগ্য ; প্রথম শ্লোকের অনুবাদ বর্তমান গ্রন্থের সংকলনের প্রায় অনুরূপ (চিন্তে = হৃদয়ে), দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদে (শেষ চার ছত্র) ছন্দের বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে— এটুকু রবীন্দ্রনাথের না হওয়াই সম্ভব—

সুখ বা হোক, দুখ বা হোক, প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত চিন্তে সব বরণ করি নিয়ো ।

রূপান্তর

অতি দৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে,
অপ্রিয়ে হবে না ম্লান ব্যথিয়া মরমে ;
করিবে না হাহতাশ হলে অঘটন,
ধর্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন ।

মহাভারতের ‘সুখং বা যদি বা দুঃখং’ শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল,
অনুবাদ ব্যতিরেকেও বহু স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন ।

॥ মনুসংহিতা ॥

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সত্ত্বই ॥ পৃ ৪৩ ॥ এই অনুবাদ বিধুশেখর শাস্ত্রী
মহাশয়ের অনুরোধক্রমে কৃত । তিনি মালদহ জিলার অন্তর্গত স্বগ্রাম হরিশ্চন্দ্র-
পুরে একটি ‘ধর্মস্তুভ’ প্রতিষ্ঠা করেন (১ চৈত্র ১৩৪৬), তাহার জন্ম এই
‘ধর্মলিপি’ । ঐ সময়ে ধর্মস্তুভ নামে একটি পুস্তিকায় এই অনুবাদ মুদ্রিত
হয় । পরে বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় ধর্মলিপি
নামে পুনর্মুদ্রিত ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক সকলেই জানেন যে শেষ শ্লোকটি (‘অধর্মে নৈধতে
তাবৎ) রবীন্দ্রনাথ বারংবার উচ্চারণ করিয়াছেন ; ‘সভ্যতার সংকট’ ভাষণেরও
এই শেষ বাণী ।

॥ কালিদাস ॥

কুমারসম্ভব ॥ মদনদহন ॥ পৃ ৪৭ হইতে ॥ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য— শ্রীপ্রবোধচন্দ্র
সেন -লিখিত “রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ এবং
শ্রীকানাই সামন্ত -প্রণীত রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থে (১৯৬১) “রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্য-
ভূমি” প্রবন্ধ । শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এই অনুবাদের কাল অনুমান করেন ১৮৭৪
খৃষ্টাব্দের শেষার্ধ্বে । ইহা ভারতীয় ভাষায় রচিত কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম
কাব্যানুবাদ ।

কুমারসম্ভব-অধ্যয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে “ঘরের পড়া” অধ্যায়ে
লিখিয়াছেন— “আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়
বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন । ইহুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই

আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন ।
আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন ।”

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে এ প্রসঙ্গে আরও লিখিত আছে— “তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল ।”

সংকলিত পাঠ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে, মালতীপুঁথি হইতে এই পাঠ সংকলিত । ইহাতে অন্তের হাতের (বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ?) যোগ-বিয়োগ গ্রহণ করা হয় নাই, কবি স্বয়ং যাহা বর্জন করিয়াছেন মনে হয় তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে । মালতীপুঁথির জীর্ণতা-বশতঃ সর্বস্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই ; কোনো কোনো স্থলে— [] এরূপ বন্ধনী-মধ্যে আনুমানিক পাঠ দেওয়া হইয়াছে । ৭০-সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে (দ্বিতীয় ছত্র, পৃ ৫৭) ক্ষণিক অনবধানে একটি কথা আদৌ লেখা হয় নাই অথচ লেখা সম্ভবপর ছিল ইহা মনে হয় । অন্য দু-একটি লিপিপ্রমাদও ঐরূপ অনবধানজনিত মনে হয়, শুদ্ধ আকারে ছাপা হইয়াছে । সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির যে প্রতিলিপি এই গ্রন্থে দেওয়া গেল, সেই সঙ্গে গ্রন্থপরিচয়ের শেষে ‘সংযোজন-সংশোধন’, বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ।

উত্তরদিগন্ত ব্যাপি ॥ পৃ ৫৭ ॥ ছন্দ গ্রন্থের “ছন্দের মাত্রা” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । এই প্রসঙ্গে ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে পৃ ১২৩-২৪ দ্রষ্টব্য ।

রঘুবংশ ॥ বাক্য আর অর্থ -সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে ॥ পৃ ৫৯ ॥ প্রথম সর্গের ১-১০ শ্লোকের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত নবরত্নমালা (১৩১৪) গ্রন্থে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় ।

পৃ ৬১ হইতে ॥ মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু ॥ কুস্মে খচিত কুঞ্চিত
কালো কেশে ॥ হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা ॥ ও মুখে অলক
দোলে যে মারুতভরে ॥ শবরী পুন কিরে পায় শশধরে ॥ সমস্তখদুখ
তব সজিনীজন ॥ ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন ॥ গৃহিনী, সচিব,
রহস্তসম্মী মম ॥ তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে ॥ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত
১৩১২ পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রঘুবংশ অষ্টম সর্গের ৫২-৫৬, ৬৫-৬৭ ও ৬৯
শ্লোকের এই অনুবাদ অজবিলাপ নামে প্রকাশিত হয় । স্বাক্ষরবিহীন এই
অনুবাদগুলি সম্পাদক-কৃত এইরূপ মনে করা বাইতে পারে । শ্রীজগদীশ

রূপান্তর

ভট্টাচার্যের “নব-রত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা” (প্রবাসী, ১৩৪৫ ভাদ্র) প্রবন্ধে এগুলি রবীন্দ্ররচনা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৩১৪ সালে বিনা স্বাক্ষরে এগুলি ‘নবরত্নমালা’র অন্তর্ভুক্ত হয়।

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর ॥ শয়ন রচিত হত পল্লবে নব ॥
এ মেখলা তব প্রথমা রহঃসখী ॥ রঘুবংশ অষ্টম সর্গের ৪৮, ৫৭ ও ৫৮ শ্লোকের
এই অনুবাদ বৈজয়ন্তী পত্রিকার ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়,
পূর্বোল্লিখিত অনুবাদগুলিও ঐ সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৫৫-সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় রূপান্তর (অলক তোমার কভু মৃদুবাযুভরে)
পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

মেঘদূত ॥ পৃ ৬৭ ॥ পূর্বমেঘের শ্লোকদ্বয়ের প্রথম অনুবাদটি ছন্দ গ্রন্থের
অন্তর্গত “ছন্দের মাত্রা” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। এই অনুবাদের ভূমিকাস্বরূপ
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও
কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায়
সেই দীর্ঘ ধ্বনিগুলিকে দুই মাত্রায় বিল্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে
পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর
দেখলেই তা বোঝা যাবে।”

অতঃপর দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুবাদটি দিয়াছেন।

প্রথম শ্লোকটির অপর যে দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহার প্রথমটি
(পৃ ৬৮, অভাগা যক্ষ যবে করিল কাজে হেলা) মেঘদূত-অনুবাদক
প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে এক পত্রে (১৩ মার্চ, ১৯৩১) লিখিত ও “সংস্কৃত
কাব্যের অনুবাদ” নামে উদয়ন পত্রের ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত, পরে
রবীন্দ্ররচনাবলী একবিংশ খণ্ডে সংগৃহীত। এই পত্রে সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ
সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য—

“সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গণ্ডে ছাড়া
বাংলা পঞ্চচ্ছন্দে তার গান্ধীর্ষ ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক
কোনোমতে বানানো যেতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও
সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পন্থারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা

গ্রন্থপরিচয়

যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত যারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।”

“সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষর রীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে” পরিশেষে এই মন্তব্য করিয়া তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ অনুবাদটি দিয়াছেন।

অপর অনুবাদটি (পৃ ৬৯, কোনো-এক যক্ষ সে) বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত “ছন্দ-কণিকা”য় তথা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) মুদ্রিত।

অভিজ্ঞানশকুন্তল ॥ পৃ ৭১ হইতে ১-১০ -সংখ্যক অনুবাদ ॥ যুহু এ যুগ দেহে ॥ অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা ॥ তোমাদের জল না করি দান ॥ যুগের গলি পড়ে মুখের তৃণ ॥ ইজুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে ॥ নবমধুলোভী ওগো যক্ষকর ॥ ১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০ -সংখ্যক এই কয়টি অনুবাদ প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের “শকুন্তলা” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয় ॥ সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম। ২ ও ৯ -সংখ্যক এই দুটি অনুবাদ বৈজয়ন্তী পত্রের পৌষ সংখ্যা হইতে গৃহীত। নবরত্নমালাতেও (১৩১৪) আছে।

২-সংখ্যক অনুবাদের অপর একটি রূপ (কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর) নবরত্নমালায় (১৩১৪) প্রকাশিত, তথা হইতে সংকলিত হইল।

এই প্রসঙ্গে নবরত্নমালা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“আমি সংস্কৃত কাব্য ও উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ হইতে এই নবরত্নমালা গাঁথিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।... ইহাতে সংস্কৃতের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের কৃত”...

বইখানিতে মাত্র দুটি কবিতার নীচে সাংকেতিক ‘র’ স্বাক্ষর আছে। বস্তুতঃ আরও অনেকগুলি অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য “মূলতঃ ছন্দের উপর নির্ভর করিয়া” অনুমান করেন ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেন।

শকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তির অনুবাদও এই অনুবাদগুলোর অন্তর্গত।

বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নবরত্নমালায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই অনুবাদগুলোর অন্তর্ভুক্ত কবিতা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ মুদ্রিত হইয়াছে।

‘বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত’ বলিয়া বর্ণিত এই কবিতাগুলির সবই রবীন্দ্রনাথের সমর্থনক্রমে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য প্রবাসী পত্রে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এবং বৈজয়ন্তী পত্রে ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত “কয়েকটি অনুবাদ”এ পুনরুদ্ভূত বা উল্লেখ করিয়াছেন।

৪-সংখ্যক অনুবাদ (পৃ ৭৩, শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে) ১২৮৪ মাঘ সংখ্যা ভারতী পত্রে “সম্পাদকের বৈঠক” বিভাগে বিচ্ছেদ নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সজনীকান্ত দাস এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলিয়া চিহ্নিত করেন। দ্রষ্টব্য “রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী”, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ৩১৩। মালতীপুঁথি নামে খ্যাত পুরাতন পাণ্ডুলিপিতেও এটি পাওয়া গিয়াছে।

৬-সংখ্যক অনুবাদ (পৃ ৭৩, মাঝে মাঝে পদ্মবনে পথ তব হোক মনোহর) মানসী পত্রের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩১৫) প্রকাশিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত শকুন্তলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞানশকুন্তল সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন— “কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।” এক সময় গ্যেটের এই উক্তির ইস্ট-উইক-কৃত ইংরাজি রূপের কাব্যানুবাদও রবীন্দ্রনাথ এইভাবে করিয়াছিলেন—

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptur'd, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O' Sakuntala !
and all at once is said.

নব বৎসরের কুঁড়ি— তারি এক পাতে বরষশেষের পকফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল,

গ্রন্থপরিচয়

আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাই বাঁধা যেথা আছে মহীতল—
হেন যদি কিছু থাকে তুমি তবে তাই ওহে অভিজ্ঞানশকুন্তল !

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নবরত্নমালা’ গ্রন্থে এই অনুবাদ সাংকেতিক ‘(র)’ স্বাক্ষরে মুদ্রিত হয় ।

মালবিকাগ্নিমিত্র ॥ নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে ॥ পৃ ৭৭ ॥ রবীন্দ্রসদনের
অন্যতম পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে ।

॥ ভবভূতি ॥

কী জানি মিলিতে পারে সম সমতুল ॥ পৃ ৭৭ ॥ পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত ।
দ্রষ্টব্য শ্রীকানাই সামন্ত -প্রণীত রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থ, পৃ ৪০৮ ।

অর্থ পরে বাক্য সরে, লৌকিক যে সাধুগণ ॥ পৃ ৭৭ ॥ নবরত্নমালায় বিনা
স্বাক্ষরে প্রকাশিত ।

কিছুই করে না, শুধু সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগানি ॥ পৃ ৭৭ ॥ বৈজয়ন্তী ১৩৪৬
পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ।

॥ ভট্টনারায়ণ-

বরকৃষ্টি-প্রমুখ কবিগণ ॥

প্রথম ও শেষ দুইটি ব্যতীত এই অধ্যায়ের সমস্ত শ্লোক-কবিতাই ‘শ্রীভাক্তর-
যোহনহেবরুলিনকর্তৃক সমাহৃত’ অতিপ্রাচীন ‘কাব্যসংগ্রহঃ’ এবং পরবর্তী কালের
‘সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্’ এই দুই আধারগ্রন্থে পাওয়া যায় । যেমন পাঠের
বিষয়ে তেমনি কবি বা কাব্যের নির্ধারণে ঐ দুটি গ্রন্থের ‘পরেই বিশেষ নির্ভর
করা হইয়াছে— এজন্য শেষোক্ত গ্রন্থের প্রচলিত (১৯৫২) সংস্করণও দেখা
হইয়াছে ।

যে-সকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মূল শ্লোক উদ্ধার করিয়া বাংলা অনুবাদ
দিয়াছেন, অথবা অনুবাদ হইতেই বুঝা যায় কোন্ পাঠ তাঁহার স্বীকৃত, আধার-
গ্রন্থের সহিত না মিলিলেও, রবীন্দ্রনাথ-ধৃত বা স্বীকৃত শ্লোকই এই গ্রন্থে
সংকলিত । এ বিষয়ে ১০২-১০৩ পৃষ্ঠার টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ।

রূপান্তর

জীবনস্মৃতির আমেদাবাদ অধ্যায় হইতে জানা যায় হেবল্লিনের কাব্য-সংগ্রহের সহিত প্রথম বিলাত যাত্রার পূর্বেই কবির প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত। এই গ্রন্থের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত প্রতি হইতে অনুমিত হয় যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ইহা পড়িয়াছেন বা ব্যবহার করিয়াছেন। অপর পক্ষে ‘কালিদাসাদিমহাকবিগণবিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ উত্তমসম্পূর্ণ’ কাব্যের এই সংগ্রহ উত্তর-কালীন বহু কাব্য-সংগ্রাহক ও সম্পাদকের বিশেষ উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারের কোন্ সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন নিশ্চিত জানা যায় না; তবে শেষ পর্যন্তই ইহাও তাঁহার সমাদর লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শোনা যায় ইহার প্রায় দুইশত শ্লোক নির্বাচন করিয়া দিয়া, সেগুলি অন্বয় ও প্রাঞ্জল অনুবাদ-সহ সংকলন করিতে বলেন তিনি আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে।

যেমন তেমন হোক মোর জাত ॥ পৃ ৮১ ॥ রমা দেবীকে লিখিত পত্রের (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) অন্তর্গত। ‘মোটামুটি অনুবাদ’ বলিয়া উল্লিখিত।

চতুরানন, পাপের ফল ॥ পৃ ৮১ ॥ ১৩০৯ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে “বাজে কথা” প্রবন্ধের অন্তর্গত। অপর অনুবাদটি (বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে) সাহিত্যের পথে গ্রন্থের অন্তর্গত “তথ্য ও সত্য” (বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩১) প্রবন্ধের অন্তর্গত।

ভালোই করেছ পিক চুপ করে রয়েছ আঘাতে ॥ পৃ ৮১ ॥ নবরত্নমালাতে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যা বৈজয়ন্তী পত্রে পুনর্মুদ্রিত।

কাক কালো পিক কালো ॥ পৃ ৮৩ ॥ প্রথম অনুবাদটি ১৩৪৭ পৌষ সংখ্যা বৈজয়ন্তী পত্রে প্রকাশিত। মুদ্রিত পাঠান্তরটি পাওয়া যায় রবীন্দ্রসদনের এক পাণ্ডুলিপিতে।

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা ॥ পৃ ৮৩ ॥ যুরোপ-প্রবাসীর পত্র গ্রন্থের পঞ্চম পত্রে প্রকাশিত।

উছোগী পুরুষসিংহ, তারি 'পরে জানি ॥ পৃ ৮৩ ॥ নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। আলোচ্য বিষয়ের অনুরোধে “সফলতার সহুপায়” (১৩১১) প্রবন্ধে পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত।

দ্বিতীয় অনুবাদটি (সেই তো পুরুষসিংহ উছোগী যে জন, পৃ ৮৪) ১৩৩২

গ্রন্থপরিচয়

কার্তিক সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত।

তৃতীয় অনুবাদটি (লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন, পৃ ৮৪) পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

চতুর্থ অনুবাদটি (উদ্যোগী পুরুষ বলবান, পৃ ৮৫) ৫ পৌষ ১৩২৯ সংখ্যা বৃধবার পত্রিকায় প্রকাশিত।

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল ॥ উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে ॥ সতের বচন লীলায় কথিত ॥ পৃ ৮৭ ॥ এগুলি নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ডাগর ॥ পৃ ৮৭ ॥ রবীন্দ্রসদনের অন্ততম পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন ॥ পৃ ৮৯ ॥ অনুবাদটি ১৩১২ আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সামান্য পাঠান্তর-সহ নবরত্নমালায় ‘(র)’ স্বাক্ষরে সংকলিত।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৮ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে “সংস্কৃত শ্লোক-দ্বয়ের বঙ্গানুবাদ” শিরোনামায় ইহার একটি পাঠান্তর প্রকাশ করেন। সংকলনকর্তা এই শ্লোকানুবাদ এবং অন্য একটি শ্লোকের অনুবাদ (যার তাপে বিধি বিষ্ণু শঙ্কু বারামাস, পৃ ৯১) রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ও বর্তমানে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত যোহান হেবরুলিনের কাব্যসংগ্রহের দুটি পাতায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে আবিষ্কার করেন।

এই শ্লোকের অপর দুইটি অনুবাদ (নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন ॥ নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন) পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। শেষেরটি সামান্য পাঠান্তর-সহ শ্রীমতী গীতা রায়ের স্বাক্ষরপুস্তক হইতে ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তের “রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত লেখন” প্রবন্ধে মুদ্রিত।

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া ॥ পৃ ৮৯ ॥ নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

যার তাপে বিধি বিষ্ণু শঙ্কু বারো মাস ॥ পৃ ৯১ ॥ শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত পূর্বোক্ত “সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ”এর অন্ততম।

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল ॥ পৃ ৯১ ॥ রাজা ও রানী নাটকে

দেবদত্তের উক্তি ।

যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে ॥ পৃ ২১ ॥ ইহাও রাজা ও রানী নাটকে দেবদত্তের উক্তি ।

যে পদে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে ॥ শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে ॥ পৃ ২১ ॥ ফাঙ্কনী নাট্যকাব্যের ‘বৈরাগ্যসাধন’ মুখবন্ধে শ্রুতিভূষণের উক্তি । এই নাটকে শ্রুতিভূষণ এবং দাদার বহু ছন্দোবদ্ধ ‘সুভাষিত’ রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও, তাহাতে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকাদির অনেকটা ভাবভঙ্গী গ্রহণ করা হইয়াছে । প্রথম কবিতাটি যে ফাঙ্কনী নাটকে চঞ্চলা ‘লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে’ উক্ত হইয়াছে আর আদর্শ শ্লোকটি সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার গ্রন্থে ‘লক্ষ্মীস্বভাবঃ’ অধ্যায়ের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট ইহাও উল্লেখযোগ্য । এই দুটি কবিতা তুল্যার্থ সংস্কৃত শ্লোক -সহ শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক সংকলিত ।

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ ॥ মেঘলা গগন, তমাল-কানন ॥ পৃ ২৩ ॥ অনুবাদ দুইটি শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লিখিত ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬ তারিখের এক পত্রের অন্তর্গত—

হাল আমলে সংস্কৃত ভাষায় যখন কাব্যরচনা চলেছিল তখন সে ভাষা চলতি ছিল না । ময়ূরের পুচ্ছে ময়ূরের পালথ হল এক জিনিস আর রাজার বীজনীতে ময়ূরের পালথ হল আরেক জিনিস । সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাঙ্গীর্ষই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাধনকলার প্রধান অঙ্গ, সেটাকে যদি বাদ দাও তবে ইন্দ্রধনু থেকে রঙের ছটাকেই বাদ দেওয়া হয় । চলতি বাংলার ছাঁদে যদি কাদম্বরীকে তর্জমা করো তা হলে সে কাদম্বরীই থাকে না । জয়দেবের ‘মেঘৈর্মেদুর’ শ্লোকটিতে তিনি সংস্কৃতশব্দপুঞ্জ ধ্বনির মৃদঙ্গ বাজিয়ে মেঘলা রাত্রির সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন, সেই সংগীত বাদ দিয়ে কেবল অর্থটুকু রাখা চলে কিন্তু তা হলে ধ্রুপদের সঙ্গতে পাখোয়াজটাকে সরিয়ে রেখে বাঁয়ায় ঠেকা দেওয়ার মতো হয়— অভাবপক্ষে কাজ চলে কিন্তু মন প্রফুল্ল হয় না । জয়দেবের ঐ শ্লোকের প্রথম দুটি লাইন সাদা বাংলায় লিখলুম—

মেঘলা গগন, তমাল-কানন সবুজ ছায়া মেলে,

আধার রাতে লও গো সাথে তরাস-পাওয়া ছেলে ।

একটা কিছু হল বটে, কিন্তু জয়দেবের সুরই যদি না রইল তবে গীতগোবিন্দের নাম রক্ষা হবে কী করে । সে সুরটা সংস্কৃত ভাষারই সুর ।

গ্রন্থপরিচয়

এই জন্তে সংস্কৃত শব্দকেই আসরে নামানো চাই—

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ, তমালে তমিস্র বনভূমি,

তিমিরশবরী, এ যে শব্দাকুল, সঙ্গে লহো তুমি ।

আর কিছু না হোক, এতে গীতগোবিন্দের সুরটা লাগলো । আমি হলে
ছন্দাভাস দেওয়া গন্তে সংস্কৃতধ্বনিসম্পদ রেখে মেঘদূতের তর্জমা করতুম ।...

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি ॥ বচন যদি কহ গো দুটি ॥ পৃ ২৩ ॥
অনুবাদ দুইটি সবুজপত্রে ১৩২১ শ্রাবণ সংখ্যায় “বাংলা ছন্দ” নামে প্রকাশিত
ছে. ডি. অ্যাণ্ডার্সনকে লিখিত পত্রে প্রথম মুদ্রিত হয় ।

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর ॥ কুঞ্জ -পথে পথে চাঁদ উকি দেয় আসি ॥
আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা ॥ পৃ ২৫ ॥ ধীরে-ধীরে চলো তবী,
পরো নীলাম্বর ॥ চক্ষু'পরে যুগাকীর চিত্রখানি ভাসে ॥ আনতাজী বালিকার
শোভাসোভাগ্যের সার ॥ বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে ॥ পৃ ২৭ ॥ হরিণগর্ভমোচন
লোচনে ॥ সে গান্ধীর্ষ গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা ॥ পৃ ২৯ ॥ এই নয়টি
অনুবাদ প্রজাপতির নির্বন্ধ তথা চিরকুমারসভা হইতে গৃহীত ।

ইহার প্রথমটির পাঠান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীকানাই সামন্ত সংকলন-পূর্বক
তাঁহার “রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি” প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, তথা হইতে
গৃহীত ।

আনতাজী বালিকার ॥ পৃ ২৭ ॥ ইহার প্রসঙ্গে নাটকের নিম্নলিখিত সংলাপ
কৌতুহলজনক—

পূর্ণ । না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না । ও কেবল বাক্‌চাতুরী । দুটো চোখ
পরস্পরকে দেখতে চায় না ।

রসিক । অণ্ড দুটো চোখকে দেখতে চায় তো ? সেই রকম অর্থ করেই নিন-
না । শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক—

প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি

যে আনন্দ, তাই সে কি

খুঁজিছে চঞ্চল ?

—প্রথম দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্ক । চিরকুমারসভা

রূপান্তর

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয় ॥ পৃ ৯৯ ॥ বনবাণী গ্রন্থে কুরচি কবিতার
ভূমিকাভাগ হইতে গৃহীত ।

অসম্ভাব্য না কহিব, মনে মনে রাখি দিবে ॥ প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান
গর্বহীন ॥ জলেতে কমল, জল কমলে ॥ এক হাতে তালি নাহি বাজে ॥ পৃ ১০১ ॥
সব-কয়টি কবিতা নবরত্নমালায় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত । শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের
পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্ররচনা বলিয়া নির্দিষ্ট ।

॥ পালি ॥

স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে ॥ পৃ ১০৭ ॥ নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় বৌদ্ধ-
নারীদের গান ।

॥ প্রাকৃত ॥

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে ॥ অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা ॥ পৃ ১০৯ ॥
অনুবাদ দুইটি ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্গত “গদ্যছন্দ” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত ।

॥ মরাঠী : তুকারাম ॥

১২৮৫ সালের ভারতী পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও কবি
তুকারামের জীবনী পর্যালোচনা করেন ; তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের
অনুবাদও প্রকাশ করেন । পরে এগুলি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবরত্নমালা
(১৩১৪) গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয় ।

এই অনুবাদের কতকগুলি যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের
প্রবন্ধে জানা যায় ; তিনি বলেন— “ইহার সাতটি অভঙ্গ (৫৬৬-৫৭২)
রবীন্দ্রনাথ নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন ।”

প্রাচীন যে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি মালতীপুঁথি নামে বর্তমানে পরিচিত, তাহাতে
উক্ত সাতটি এবং তাহা ছাড়া আরও আটটি অনুবাদ কবির হস্তাক্ষরেই পাওয়া
গিয়াছে । সবগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হইল এবং কোন্ অভঙ্গের পাঠ কোথা
হইতে লওয়া অথবা উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর কী আছে তাহাও বর্তমান গ্রন্থের
১২৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ।

গ্রন্থপরিচয়

মরাঠী-অভিজ্ঞ পাঠক কোনো কোনো স্থলে মূলের সহিত অনুবাদের ঈষৎ পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে অভজ-কয়টির বাংলা ভাষান্তর করিয়াছেন এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

। হিন্দী : মধ্যযুগ ।

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা ॥ পৃ ১৩১ ॥ সুর ও সঙ্গতি গ্রন্থে [১৯৩৫] মুদ্রিত, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ৬ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্র হইতে গৃহীত। গানটির আংশিক অনুবাদ মাত্র।

চূড়াটি তোমার যে রঙে রাঙালে প্রিয় ॥ পৃ ১৩১ ॥ অনুবাদটি ১৩৪৬ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত “রূপশিল্প” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

দ্বিতীয় অনুবাদটি (তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জলি) সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে মুদ্রিত “সাহিত্যের মূল্য” (২৫ এপ্রিল ১৯৪১) প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

এ দুটিও আংশিক অনুবাদ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘হিন্দী-ভাঙা’ গানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।* কোনো কোনো গানে মূল গানের কথার সহিত কথাঞ্চিৎ মিল থাকিলেও— “মূল হিন্দিগানের বাক্যাংশের ভাব ও ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতের ভাব প্রায় সব ক্ষেত্রে পৃথক।”

এই প্রসঙ্গে মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে কবি-কর্তৃক সংগৃহীত একটি হিন্দী গানের কথা ও রবীন্দ্রকাব্যে তাহার একটি তুলনা শ্রীকানাই সামন্ত -প্রণীত রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।*

হিন্দী

রাজ দুলারকা বনারা আইল মা রাতচো
লেরা সুধবীনি মেরোয়ি আঙ্গন বা।
ধনরী তেরো ভাগ যো এসো বর
পায়া, নিরখি রহী কছ কোন
সাজন বা। মেরোরি আঙ্গন বা।

রূপান্তর

‘শুভক্ষণ’ । রবীন্দ্রনাথ

ও গো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর

ঘরের সমুখপথে ।

বলে দে আমায় কী করব সাজ,

কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,

পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে

কোন্ বরনের বাস ।

॥ শিখ ভজন ॥

এ হরি সুন্দর ॥ পৃ ১৩৫ ॥ এই অনুবাদটি ১৩২০ চৈত্র সংখ্যা প্রবাসী পত্রে ‘হিন্দী আরতি (অমৃতসর গুরুদরবারে গীত)’ শিরোনামে প্রকাশিত ।

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে ॥ পৃ ১৩৫ ॥ মূল ভজনটি শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন মহাশয়ের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন । তাহা অবলম্বনে যে গানটি তিনি রচনা করেন তাহার প্রথম স্তবকই ভজনের অনুগামী, সেই অংশ এই গ্রন্থে সংকলিত ।

পরিশিষ্ট ১

। মৈথিলী পদাবলী : বিজ্ঞাপতি ।

এই অনুবাদগুলি শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশ করেন । ‘টীকা’র তিনি লেখেন—

‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’র নিমিত্ত মৈথিল শব্দ-সঙ্কলনের সময়ে, আমি Grierson সাহেবের সংগৃহীত বিজ্ঞাপতির মৈথিল উৎকৃষ্টপদাবলী-সংগ্রহ (Maithil Chrestomathy) ও পদাবলীতে ব্যবহৃত ‘মৈথিল শব্দমালা’ (Maithil Chrestomathy & Vocabulary) পড়িয়াছিলাম । রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙলায় গড়ে ও পড়ে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন । এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদের নাই—কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে ।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, পৃ ১৩৮

গ্রন্থপরিচয়

‘সম্পূর্ণ’ এবং সম্পূর্ণ না হইলেও ভাবগর্ভ আংশিক অনুবাদগুলি সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-সম্বলিত উক্ত গ্রন্থখানি (Grierson, George A, *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing A Grammar, Chrestomathy & Vocabulary, Part II, Chrestomathy & Vocabulary, Asiatic Society, Calcutta, 1882*) শাস্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তারিখ আছে ‘১লা ফাল্গুন ১৮৮৪’ এবং সহি আছে : *Ravindranath Tagore*। এই গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া বর্তমান সংকলনে মূল বিজ্ঞাপতি-পদ ও রবীন্দ্রানুবাদের পাঠনির্ণয় করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট ২

। ‘অনুমিত’ কবিতাবলী ।

তারকাকুম্ভমচয় ছড়ায় আকাশময় ॥ পৃ ১২৩ ॥ সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন—

১৭৯৮শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় একটি ছোট অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন না, তবে ভাষাটা যে তাঁহার সেকালে ভাষারই মত, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না; তিনি লেখেন, সেকালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ঠিক এই জাতীয় “কবিতা লিখিয়ে” আর কেহ ছিলেন না।”

—“রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী”, শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে ॥ পৃ. ১২৫ ॥ গুরু নানকের একটি ভজনের প্রথমংশ। এটির সম্বন্ধে সজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

১৭৯৬ শকের ফাল্গুন মাসের (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র ২০৯ পৃষ্ঠায়... গানটি মুদ্রিত হইয়াছে... আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত ‘ব্রাহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি’ (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে

রূপান্তর

বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা।

—রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬

এই অনুবাদটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -কৃত হইলেও হইতে পারে একরূপ অনুমিত হইয়াছে—

গানটি মূল-ভজন-সংগ্রাহক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিজের কৃত অনুবাদ হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো অনুবাদের প্রথমাংশটুকু স্মরে বসিয়েছিলেন মাত্র। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী -সংস্করণ মহর্ষির ‘আত্মচরিতে’ ১৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভজনটির অনুবাদ গদ্য আকারে মুদ্রিত হয়েছিল; স্বতন্ত্র কোনো অনুবাদকের নাম সেখানে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। সে অনুবাদে গানটির প্রচলিত ছয়টি লাইনের পরেও আরো চারটি লাইন আছে।

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা স্মরণ রাখা ভালো। প্রথমত, অনুবাদটি ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় যে বৎসরে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৭৯৬ শক) তার অব্যবহিত পূর্বের তিন বছর দেবেন্দ্রনাথ পর পর অমৃতসর ভ্রমণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দেবেন্দ্রনাথ আত্মচরিত রচনা শেষ করেন মাঘ ১৮১৬ শকে...‘ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি’ প্রকাশের (১৮২৬ শক...) প্রায় বছর দশেক পূর্বে এবং... নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না।’

—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা”, গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান ॥ পৃ ১৯৭ ॥ সজনীকান্ত দাস ১৩৬২ অগ্রহায়ণ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে নিম্নমুদ্রিত বিবরণসহ একটি অভঙ্গের এই অনুবাদটি প্রকাশ করেন— “আমি হস্তান্তরিত পুস্তকের বাজারেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হইতে অপস্থত একখানি পুস্তক পাই। তাহারই মধ্যে কোনও অজ্ঞাত পুস্তকের পুস্তনির একটি পৃষ্ঠা লুক্কায়িত ছিল। সাদা পুস্তনির উপর পেনসিলে লেখা আর একটি অভঙ্গের অনুবাদ ছিল। হস্তাক্ষর নিঃসংশয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের।”^{১০}

ভাবসাদৃশ্য

পূর্বগামীদের কোনো কোনো রচনার সহিত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনার সাদৃশ্য এমন যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদ বলিয়া অনুমান হইতে পারে। এই

গ্রন্থপরিচয়

প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনা ঐশ্বর্য্যজনক সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন 'দাদু' (১৩৪২) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

সীমা ও অসীম সম্বন্ধে এইবার দাদু এমন একটি কথা বলিলেন যে তাঁহার সঙ্গে ও এই যুগের মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা যায় আশ্চর্য্য এক মিল। সীমা-অসীমের নিবিড় যোগের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
স্বর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

সীমা অসীমের নিবিড় প্রেম সম্বন্ধে দাদু কহিলেন, “গন্ধ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ফুলকে ; ফুল বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম গন্ধকে ! ভাস (প্রকাশ, ভাষা) কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাবকে, ভাব বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাসকে ! রূপ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম সংকে ; সং বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম রূপকে ! পরস্পরে উভয়েই উভয়কে চায় করিতে পূজা ! অগাধ এই পূজা, অনুপম এই প্রেমের পূজা !”

বাস কহে হৌ ফুল কো পাউঁ ফুল কহে হৌ বাস।
ভাস কহে হৌ ভাব কো পাউঁ ভাব কহে হৌ ভাস ॥
রূপ কহে হৌ সত কো পাউঁ সত কহে হৌ রূপ।
আপস মে দউ পূজন চাহে পূজা অগাধ অনুপ ॥

—দাদু, পরিশিষ্ট, পৃ ৬৩৯-৪০

রূপান্তর

এই গ্রন্থ পড়িয়া বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে (২৪ কার্তিক ১৩৪২) লেখেন— “কয়েক দিন হইতে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন হইয়াছে তাহা লিখিতেছি। ক্ষিতির ‘দাদু’র ২১৮ ও ৬৪০ পৃষ্ঠা দেখুন। “ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে”—আপনার এই কবিতাটি লিখিবার পূর্বে দাদুর কবিতাটির সহিত আপনার কোনো পরিচয় ছিল কি? আশ্চর্য মিল!”

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন (২৬ কার্তিক ১৩৪২)— “দাদুর সঙ্গে আমার পরিচয় আপনাদের ঠাকুর্দাদুর [ক্ষিতিবাবুর] সঙ্গে পরিচয়ের পরে। “ধূপ আপনারে” কবিতাটি তার অনেক পূর্বের লেখা। এমন একটি নয়, ক্ষিতিবাবু প্রমাণ করতে বসেছেন যে আমার অনেক কবিতার ভাব, এমন-কি তার বাক্য আমার জন্মের পূর্বেই মধ্যযুগের সাধকেরা বিনা স্বীকৃতিতেই চুরি করে নিয়েছেন। অদৃশ্যে সিঁধ কাটবার কোথাও একটা সহজ পথ নিঃসন্দেহ আছে। অধিকাংশ কবিই চোর কবি, তাঁরা না জেনেও ভূত ভবিষ্যতের ভাঙারে হস্তক্ষেপ করে থাকেন।”

সাঁওতালী অনুবাদ

কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত পত্র (৮।১।৩৯) হইতে জানা যায় তিনি সাঁওতালী ছড়ারও অনুবাদ করিয়াছিলেন— “মাঝে মাঝে লেখার প্রয়োজনে সাঁওতালি ছড়ার খোঁজ করছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম সাহিত্যপরিষদে তাদের কবর হয়েছে। ওগুলো পাঠিয়ে। মূলগুলো সাঁওতালি। কিন্তু বাংলাটা আমার।”

এই অনুবাদগুলির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও বহু সাঁওতালী গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩ সংখ্যায় ইহার কতকগুলি বাংলা অনুবাদ -সহ মুদ্রিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপরিচয়

গজানুবাদ

বর্তমান গ্রন্থে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা-নিবন্ধ রচনার কাব্যানুবাদই সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে সংকলিত বিজ্ঞাপতির পদাবলীর অনুবাদ কতক অংশে তাহার ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত ষাঁহার। সুপরিচিত তাঁহার। সকলেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ-ধৃত নানা প্রবন্ধে, ‘শান্তিনিকেতন’ ও অন্যান্য উপদেশমালায় এবং অন্য নানা স্থানে, যেমন রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত “নিরাকার উপাসনা” প্রবন্ধে, তিনি সংস্কৃতের গজানুবাদ করিয়াছেন, এগুলি সুপরিচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। বঙ্গদর্শনে ও পরে প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে মুদ্রিত “ধম্মপদং” প্রবন্ধে তিনি অনুবাদের কিছু ক্রটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

[অনুবাদকের] প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভালো হয়; যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে তবে অনায়াস হয়, কারণ, ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে; এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে-সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি।

—রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

অতঃপর অনুবাদে ক্রটির দুইটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের মার্জিনেই রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; দৃষ্টান্তস্থল শ্লোক দুইটিও রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কয়েকটি গজানুবাদের দৃষ্টান্ত মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলী-সহ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—

সিংহকুলকরীন্দ্রকুন্তলিতং রক্তাক্তমুক্তাকলং
কান্তারে বদরীধিয়া ক্রতমগাদভিল্লম্ পত্নী মুদা।

রূপান্তর

পাণিভ্যামবগৃহ্য গুরুকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহা-
বহানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী শ্রাদ্গতিঃ ॥

—বেতালভট : নীতিপ্রদীপ, ৮

সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল— যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

—বাজে কথা, বিচিত্র প্রবন্ধ

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপকুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্ ।
বিরিঞ্চিপ্রেয়শ্চাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্ভির্বিদধাতি সভারঞ্জনময়ীম্ ॥

—শঙ্করাচার্য : আনন্দলহরী, ১০

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে দ্বারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীরবাক্য-দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে।

—ভূতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃষ্ট, চিরকুমারসভা

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনাক্কিরণম্ ।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহশ্রোতঃসরগিরিব সৌমন্তসরগিঃ ॥

—শঙ্করাচার্য : আনন্দলহরী, ৪৪

ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক, যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার শ্রোতঃপথের মতো। আর, যে সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে, সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অঙ্ককার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।^{১১}

—গল্প ছন্দ, ছন্দ

গ্রন্থপরিচয়

একটি

বিশেষ অনুবাদ

প্রাপ্তাঃ প্রিয়ঃ সকলকামদুঃখান্ততঃ কিং
ব্রহ্মং পদং শিরসি বিদ্বিস্তাং ততঃ কিম্ ।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পং স্থিতান্তমুভূতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥

ভর্তৃহরি-রচিত এই শ্লোকটি^{১২} যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকেরা তাহা জানেন। নবরত্নমালায় (১৩১৪) এই শ্লোকের প্রায় এই পাঠই বঙ্গানুবাদ-সহ মুদ্রিত। অনুবাদ এমন সুন্দর এবং উহার ছন্দোভঙ্গীতেও এমন নৈপুণ্য রুচি ও সূক্ষ্মশব্দধ্বনির বোধ প্রকাশিত যে এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া প্রতীতি হওয়া আশ্চর্য নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যরসিক গণের বিচার-বিবেচনার জন্য সেই অনুবাদ অতঃপর সংকলন করা গেল—

নাহয় অসীম পেলে সম্পদ^{১৩}
তাতেই বা হল কী ?
রিপুর মাথায় দিলে দুই পদ,
তাতেই বা হল কী ?
প্রণয়ী জুটালে দিয়ে বহু ধন,
তাতেই বা হল কী ?
যুগান্ত^{১৪}-কাল রাখিলে জীবন,
তাতেই বা হল কী ?^{১৫}

১ এসঙ্গবিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃষ্ট বোধ হইবে এরূপও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন রাজা ও রানী নাটকে দেবদত্তের উক্তি (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ৯১, ১৪-১৫ সংখ্যা)।

২ যথা, “তুমি আমাদের পিতা” এবং “যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই”।

৩ ইহারই পূর্ব অনুবাদ ১৮৯৪ কাবুলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অষ্টব্য মল্লিখিত “বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ ; ঐনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত “কন্ঠে দেবার হবিষা বিধেম”, প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৯।...

—ঐকিতিমোহন সেন

রূপান্তর

৪ অথর্বের 'পরিচাৰা পৃথিবী সত্য আরম্ভপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্ত' (২,১,৪) মন্ত্রটিও তাঁহার খুব ভাল লাগায় তিনি তাহার অনুবাদ করেন। 'শেষ সপ্তকে' এই মন্ত্রটি তিনি চল্লিশ বছরের কবিতার প্রারম্ভে বসাইয়াছেন।

— শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৬০৭

শেষ সপ্তকের উক্ত কবিতার সেই সূচনাংশ :

ঋষি কবি বলেছেন—

ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,

শেষকালে এসে দাঁড়ালেন

প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

৫ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার পুস্তকে কবি নিজে তাঁহার কৃত অনুবাদগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।"

৬ বর্তমান পর্বায়ে ৪-১০ -সংখ্যক কবিতা। বস্তুতঃ সংকলিত ১-১২ সংখ্যার কবিতাগুলি সবই নবরত্নমালায় আছে।

৭ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য— ইন্দিরাদেবী -প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম'।

৮ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস -প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৭

৯ রবীন্দ্রপ্রতিভা গ্রন্থে "রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি" প্রবন্ধ, পৃ ২৭৯-৮০

১০ দ্রষ্টব্য শ্রীসজনীকান্ত দাস -প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ ২৪৬-৪৭ ও অভঙ্গ-প্রসঙ্গে পৃ ২৩৯

১১ আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যলহরীর উল্লিখিত শ্লোক বহু বৎসর পূর্বের একখানি খাতায় ('মজুমদার-পাণ্ডুলিপি'তে) পাওয়া গিয়াছে, গতানুবাদ ১৩৪১ বৈশাখের বঙ্গশ্রী পত্রে প্রকাশিত ও পরে ছন্দ গ্রন্থে সংকলিত।

১২ সূত্রাধিতরত্নভাণ্ডাগারে (১৯১২) বা কাব্যসংগ্রহে (১৮৪৭) পাঠভেদ আছে। শ্লোকটির যে পাঠ রবীন্দ্রনাথের ততঃ কিম্ব প্রবন্ধ-ভুক্ত, ১৩১৩ অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত (নবরত্নমালা ১৩১৪ সনেই প্রকাশিত) এবং পরে ধর্ম গ্রন্থে সংকলিত এ স্থলে তাহাই সংকলন করা গেল।

১৩ যুক্তাক্ষরযুক্ত এই দুটি শব্দেই চারি-মাত্রা-গণনার, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সার্থক প্রয়োগের, বৈশিষ্ট্য এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহার হইতে পারে? এতোক বাক্য-শেষে 'কী' (নবরত্নমালার 'কি') শব্দের মাত্রাসৌষ্ঠব্যও রবীন্দ্রোচিত।

১৪ বাংলা ভাষান্তরের চমৎকারিত্বে নবরত্নমালা-ভুক্ত আরও কোনো কোনো কবিতা রবীন্দ্রনাথ -কৃত মনে হইতে পারে।



রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার রচিত মন্ত্র শ্লোক কবিতা প্রভৃতির যে-সকল কাব্যানুবাদ করেন এই গ্রন্থে তাহা সংকলিত হইল। শ্রীপুলিনবিহারী সেন ইহার সংকলন ও সম্পাদনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় একটি খণ্ডে বিদেশী ভাষার রচনা হইতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ সংকলিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদে সর্বদা মূলরচনার নির্দেশ নাই। এই সংকলনে মূল ইত্যাদি নির্দেশের প্রযত্ন করা হইয়াছে। শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের সহায়তায় এই মূলনির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে। ইহারা এই অনুবাদসংগ্রহকর্মে সংকলয়িতাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তুকারামের মূল অভঙ্গগুলির নির্দেশে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীবিজ্ঞানধর বেকটেশ ওয়ালওয়ার ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুয়াও যোশী। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দী শ্লোক দুটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মরাঠী ও হিন্দীভজনের প্রফ দেখার কালে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বাপুয়াও যোশী ও পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচারিয়ার বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত নানা পাণ্ডুলিপিতে বিকীর্ণ অনুবাদ সংগ্রহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীকানাই সামন্তও কোনো কোনো কবিতা রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি হইতে খুঁজিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ীর নিকট হইতে কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। সময়বিশেষে শ্রীসুখময় সপ্ততীর্থ ও শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদনায় আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনাকার্যে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে নানাভাবে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন।

পৃ ৪০ দ্বিতীয় শ্লোকের অন্তিম ছত্রে : হৃদয়েনাপরাজিতা ॥

৪১ দ্বিতীয় কবিতার শেষ ছত্রে : বরণ করি নিয়ো ॥

৪৭ ংএকাদশ ছত্র : ফুটিল, যদিও নাই স্রবাস তাহাতে ।

৫৩ ংচতুঃপঞ্চাশত্তম শ্লোকের পাঠান্তর :

স্তনভারে আনমিত স্নকুমার কায়

অরুণবরন বাসে আছে আবরিত

অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে

সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো ॥ ৫৪

৬৩ ংনবম ছত্রের শেষে : রহঃসখী

৬৯ এই পৃষ্ঠার সবটাই মেঘদূতের প্রথম শ্লোকের রূপান্তর ।

৭৭ পাণ্ডুলিপি-অনুসারে চতুর্থ ছত্রে : তিরস্করিণী

৮০ প্রথম শ্লোক ভট্টনারায়ণ-রচিত, অন্য দুটি শ্লোক বরকচির

৮৭ ংষষ্ঠ ছত্রে : কুপে

৯০ ংসপ্তম ছত্রে : 'শাস্ত্রং

১১৫ ংসপ্তম ছত্রে : মোরঃ

+ পাণ্ডুলিপি-চিত্র ভ্রষ্টব্য । প্রাথমিক পাঠ কতটা বজ্রিত এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উহা বর্জন করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন ।

‡ হরপের হানি বা হরপ-ছুট ছাপা হয়তো সকল গ্রন্থে ঘটে নাই ।

পাণ্ডুলিপিচিত্রের বিবরণ

বেদমন্ত্রানুবাদ ॥ গীতাঞ্জলি-রচনার সমকালে, বুধবার ২২ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ (৮ ডিসেম্বর ১৯০৯) হইতে 'সপ্তাহকালে' যে অনুবাদগুলি লেখা হয় গীতাঞ্জলির খাতায়, তাহারই ২৮ এবং ৩৫ পৃষ্ঠার চিত্র— বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত ২-৪ -সংখ্যক অনুবাদ (পৃ ৫) এবং ৯-সংখ্যক অনুবাদের শেষাংশ (পৃ ১৫)। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বুধবার বিশেষ উপাসনার দিন, ৭ই পৌষের পুণ্যদিনও আসন্ন ছিল, ইহা স্মরণযোগ্য।

ধম্মপদ ॥ শ্রীচরুচন্দ্র বসু -সম্পাদিত ধম্মপদং গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কালেই রবীন্দ্রনাথ উহার বিস্তারিত আলোচনা করেন ১৩১২ জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে; তাঁহার নিজের পুস্তকখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠার মার্জিনে কালীতে ও পেন্সিলে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদও করেন। উহারই ৯-১০ পৃষ্ঠার চিত্র মুদ্রিত হইল।

মদনদহন ॥ মালতীপুংথির যে দুই পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব কাব্যের এই অংশের অমিত্রাক্ষর পয়ারে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন, তাহা সম্পূর্ণই প্রতিচিত্রিত হইল। ইহার শেষে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের একটি শ্লোকানুবাদের (বর্তমান গ্রন্থে পৃ ৭৩, সংখ্যা ৪) শেষ দুই ছত্রের পাঠান্তরও দেখা যায়।

তুকারাম-ভজন ॥ মালতীপুংথির অন্ত্যতম পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র; ইহাতে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত (পৃ ১১৯, ১২১) ৭-৯ -সংখ্যক কবিতা দেখা যায়। পৃষ্ঠার উপর দিকে বাম কোণ ছিল হওয়ায় সপ্তম কবিতার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় না, এজন্য নবরত্নমালার পাঠই গ্রন্থে সংকলিত।

বিজ্ঞাপতি-পদ ॥ উনকৃত প্রতিচিত্র। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত গ্রীয়ার্সন সাহেবের গ্রন্থের বিশেষ বিবরণ অন্ত্র দ্রষ্টব্য। উহার একটি পৃষ্ঠার চিত্রে ৬৫-সংখ্যক পদ এবং ৬৬ -সংখ্যক পদের অধিকাংশ, পেন্সিলের লেখায় ঐ দুটি পদের বাংলা অনুবাদ-সহ, পাওয়া যাইতেছে। ৬৬-সংখ্যক বিজ্ঞাপতি-পদের পুনর্মুদ্রণে, গ্রীয়ার্সনের শুদ্ধিপত্র-অনুযায়ী দ্বিতীয় চতুর্থ ও নবম ছত্রে পাঠভেদ ঘটয়াছে এবং তৃতীয় ছত্রে আরেকটি সংশোধনও আছে। মূলপদের লিপ্যন্তরে যে রীতি অনুসৃত, বর্তমান গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্বকবিগণ

বেদমন্ত্র ঋষিগণের দৃষ্ট বা শ্রুত । ধর্মপদে ভগবান বুদ্ধের উক্তি কাব্য-
আকারে সংকলিত । এতদব্যতীত নিম্নলিখিত কবিগণের নামোল্লেখ
সম্ভবপর—

ব্যাসদেব	৪০ পৃষ্ঠা
ভগবান্ মনু	৪২
কালিদাস	৪৬-৭৬
ভবভূতি	৭৬
ভট্টনারায়ণ	৮০
বররুচি	৮০-৮২
ঘটকর্ণর	৮২
কুসুমদেব	৮৬
কবিভট্ট	৮৬
ভর্তৃহরি	৮৮-৯০, ২২৭
জয়দেব	৯২
রূপগোস্বামী	৯৪
অমর বা অমরক	৯৪
ত্রিবিক্রমভট্ট	৯৬
জগন্নাথপণ্ডিত	৯৬
বল্লভদেব	৯৮
চাণক্য	১০০
নারায়ণপণ্ডিত	১০০
তুকারাম	১১২-১২৬, ১২৬
গোরখনাথ-শিষ্য	১৩০
কবীর	১৩০
বিজ্ঞাপতি	১৩৮-১৮৬
নানক	১৯৪
বেতালভট্ট	২২৫
শঙ্করাচার্য	২২৬

প্রথম ছত্রের সূচী

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা	৭১
অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়	১৭
অপ্রমাদ অমৃতের । অপ্রমাদবর্গ : ধ্বন্যপদ	৩১
অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা	১০২
অভাগা যক্ষ যবে । মেঘদূত-সূচনা	৬৮
অধর অন্বদে স্নিগ্ধ	২৩
অর্থ-পরে বাক্য সরে	৭৭
অসম্ভাব্য না कहিবে	১০১
আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি	২৩
আজু পড়িহু আমি কোন্ অপরাধে	১৬৩
আত্মদা বলদা যিনি	৯
আনতাজী বালিকার	৯৭
আপনারে দেন যিনি	৭
আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত	২৩
আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয়	৮২
আমারই বেলায় উনি যোগী	১১৫
আশালতা লাগাইহু	১৭২
আশুক স্মৃতি বা দুখ	৪১
আসে তো আশুক রাত্টি, আশুক বা দিবা	৯৫
ইন্সদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে	৭৫
উঠে যদি ভাহু পশ্চিম দিকে	৮৭
উত্তর দিগন্ত ব্যাপি	৫৭
উছোগী পুরুষ বলবান্	৮৫
উছোগী পুরুষসিংহ, তারি 'পরে জানি	৮৩
এ হরি স্নন্দর, এ হরি স্নন্দর	১৩৫

রূপান্তর

এক নগরেই মাধব বাস করে	১৪৯
এক হাতে তালি নাহি বাজে	১০১
একদিন নূতন রীতি	১৫৫
কণ্টকমাঝারে কুসুমপরকাশ	১৩৯
কমল ভ্রমর জগতে অনেক	১৫১
কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর	৭১
কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়	৭১
কাক কালো, পিক কালো, বর্ষায় সমান তারা ঠিক	৮৩
কাক কালো, পিক কালো, মিথ্যা ভেদ খোঁজা	৮৩
কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি	৯৩
কিছুই করে না, শুধু	৭৭
কী কহিব আহে, সখী, নিজ অজ্ঞানে	১৬৫
কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল	৭৭
কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর	৯৫
কুঞ্জ- পথে পথে চাঁদ উকি দেয় আসি	৯৫
কে এই পৃথিবী করি লবে জয় । পুষ্পবর্গ : ধ্বংসপদ	৩৫
কোনো-এক যক্ষ সে । মেঘদূত-সূচনা	৬৯
কোন্ তপে আমি তার মায়ের মতো	১৮৩
কোন্ বনে মহেশ বসে	১৫৫
খাবার কোথায় পাবি বাছা	১১৯
গগন গরজে ঘন ঘোর	১৭৫
গগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে	১৯৫
গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল	৮৭
গাভী হুহিলেই হুগু পাই তো সত্তাই	৪৩
গুরু, আমায় মুক্তিধনের	১৩১
গেছে সে আপদ গেছে	১১৯
ঘরে আর আসে না সে	১২১
ঘরে দুটা অন্ন এলে	১১৭

প্রথম ছত্র

চক্ষু'পরে যুগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে	৯৭
চতুরানন, পাপের ফল	৮১
চন্দন হইল বিষম শর	১৭৫
চুড়াটি তোমার যে রঙে রাঙালে প্রিয়	১৩১
জলেতে কমল, জল কমলে	১০১
তারকাকুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়	১৯৩
তুকার পরীক্ষা শেষ হয়	১২৭
তুমি আমাদের পিতা	৩
তোমাদের জল না করি দান	৭৩
তোমার ঐ মাথার চুড়ায়	১৩১
দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে	১২৩
ধন যৌবন রসরঞ্জে	১৫৩
ধরায় পাণ্ডুরী আছে লোকেদের তরে	১২৫
ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাশ্বর	৯৭
নব বৎসরের কুঁড়ি— তারি এক পাতে	২১২
নবমধুলোভী ওগো মধুকর	৭৫
নামদেব পাণ্ডুরঞ্জে লয়ে সঙ্গে ক'রে	১১৩
নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল	৯১
নাহয় অসীম পেলে সম্পদ	২২৭
নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমে, তার কেমন বিবাহ	১৮৭
নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা	৮৯
নীতিজ্ঞ বলুন ভালো	৮৯
নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা	৮৯
নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে	৭৭
পিয়াসে মরিতেছি, আমাকে জল খাওয়াও	১৮৫
পূর্বপ্রমে আসিহু তোমা হেরিতে	১৫৭
প্রথম ও একাদশ দিয়া প্রভু গেল	১৭৩
প্রায় কাজে নাহি লাগে মন্ত ডাগর	৮৭

রূপান্তর

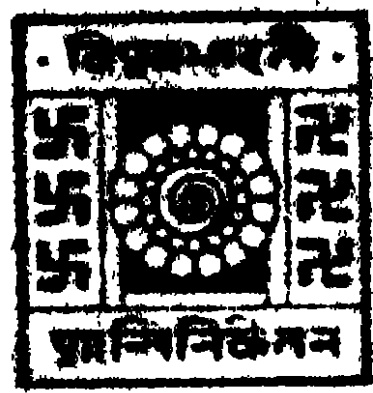
প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন	১০১
ফুল শাখা যেমন মধুমতী	২৩
বচন যদি কহ গো ছুটি	৯৩
বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে	১২৫
বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর। অজবিলাপ : রঘুবংশ	৬১
বাক্য আর অর্থ -সম সম্মিলিত। রঘুবংশ-সূচনা	৫৯
বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে	১৩৫
বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা	১২৩
বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে	৮১
বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে	৯৭
বিনা বিচারে ব্যভিচার বুঝ	১৪৭
বুঝিছ তাহার ভালো মন্দ	১৮১
বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে	১০৯
বোধ হয় এ পাষাণ পূর্বজন্মে ছিল মোর	১১৭
ভালোই করেছ, পিক	৮১
ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়	৯৯
মন আগে ধর্ম পিছে। যুগ্মগাথা : ধর্মপদ	২৭
মন হইল পরবশ, পরদেশ নাথ	১৭১
মাঝে মাঝে পদ্মবনে পথ তব হোক মনোহর	৭৩
মাধব আমার রটিল দূর দেশ	১৭১
মাধব, এ নহে উচিত বিচার	১৬১
মাধব কী কহিব তাহার জেয়ানে	১৬৩
মাধব, তুঁছ যদি যাও বিদেশে	১৬৭
মাধব মাসে মাধব তিথিতে	১৭৭
মানিনী, এখন উচিত নহে মান	১৫৯
মানুষ আমরা দেবতার কাছে	১১
মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট	৪১
মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া	১৪১

প্রথম ছত্র

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ	৭৫
মৃহু এ মৃগদেহে	৭১
মেঘলা গগন, তমাল-কানন	৯৩
মোরে তেজি পিয়া মোর গেল যে	১৬৯
মোহন, মধুপুরে বাস	১৭৯
যক্ষ সে কোনোজন। মেঘদূত-সূচনা	৬৭
যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে	৯১
যদি ঝড়ের মেঘের মতো	১১
যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায়ে	১১৫
যাঁ হতে বাহিরে ছড়িয়ে পড়িছে	৫
যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শঙ্কু বারো মাস	৯১
যাঁহার জন্মে গেলেম	১৪৫
যিনি অগ্নিতে যিনি জলে	৫
যে পদে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে	৯১
যে মন টলে, যে মন চলে। চিন্তবর্গ : ধন্যপদ	৩৩
যেমন আমি সর্বসহা শক্তিমতী	২৪
যেমন তেমন হোক মোর জাত	৮১
রাছ মেঘ হইয়া	১৪১
লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন	৮৪
লোচন অরুণ, ইহার ভেদ	১৪৯
লোভিত মধুকর কোশল অম্লসরি	১৪৩
শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে	৭৩
শুন, দেব, এ মনের বাসনানিচয়	১১৩
শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার	১৭
শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই সবে জানি	৯১
শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র	১৯
সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর	১৫
সতের বচন লীলায় কথিত	৮৭

রূপান্তর

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাই	৫
সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন	২১
সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন । মদনদহন : কুমারসম্ভব	৪৭
সমুদ্রের মতো নিশির পার পাই না	১৪১
সুখ বা হোক দুখ বা হোক	৪১
সুখ হোক দুঃখ হোক	৪১
সুন্দরী বিরহশয়নঘরে গেল	১৬৯
সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার	১৩৯
সে গান্ধীর্ষ গেল কোথা	৯৯
সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন	৮৪
সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান	১৯৭
সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে	৭৫
সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা	৮৩
স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে	১০৭
হরিণগর্ভমোচন লোচনে	৯৯
হে বরুণ, তুমি দূর করো হে	১৩
হে বরুণদেব, মানুষ আমরা দেবতার কাছে	১১
হেথা কেন আসে লোকগুলা	১২১



मूल्य १०० टोका

Barcode : 4990010228315

Title - Rupantar

Author - Tagore, Rabindranath

Language - bengali

Pages - 268

Publication Year - 1965

Barcode EAN.UCC-13

